নিউইয়র্কের গভর্নর পদে লড়বেন অ্যান্তোনিও ডেলগাডো পৃষ্ঠা ২৩

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 5 June 2025, 9th Year, Issue 429, 40 Pages

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ঈদ মোবারক। —সম্পাদক

বৃহস্পতিবার, ৫ জুন ২০২৫, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ৯ জিলহজ ১৪৪৬, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪২৯, পৃষ্ঠা ৪০

রোজার আগে অথবা পরে জাতীয় নির্বাচন!

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপিসহ অনেক দল এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন চাইছে। অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী সরকার আগে ডিসেম্বর থেকে আগামী বছর জুনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের কথা বললেও এ অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসসহ সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এখন আর ডিসেম্বরের কথা বলছেন না। তাঁরা বলছেন আগামী বছর জুনের মধ্যে ভোট করার কথা। নির্বাচনের পরিকল্পনা থেকে ডিসেম্বর খসিয়ে ফেলার বিষয়টি অবশ্য দলগুলোর নজর এড়ায়নি।

এমন প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টার একজন সহকারী ও সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন জামায়াতে ইসলামীর এমন একজন জ্যেষ্ঠ নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগামী বছর জুনের মধ্যে রমজান মাস, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মতো তিনটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্ন রাখতে হলে রমজান মাসের আগে আগে অথবা ঠিক পরে ভোটের সম্ভাবনা দেখছেন তাঁরা।

রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক নেতা বলছেন, রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিছু সংস্কার, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু করা ও নির্বাচনের প্রস্তুতি একই সঙ্গে নিয়ে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নিউইয়র্ক আদালত প্রাঙ্গণে আতঙ্কের পরিবেশ

আটক হচ্ছেন অভিবাসী

আদালতে শুনানিতে অংশ নিতে আসা অভিবাসীরাও আদালত থেকে বের হওয়ার পরই আইচ এজেন্টদের হাতে গ্রেফতার হচ্ছেন।

- নতুন প্রশাসনিক নীতি যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসীদের মধ্যে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।
- নতুন ইমিগ্রেশন নীতির আওতায় এই অভিযান চালানো হচ্ছে।
- অভিবাসন আইনজীবীরা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক সিটির লোয়ার ম্যানহ্যাটানে অবস্থিত ইমিগ্রেশন কোর্ট প্রাঙ্গণে সম্প্রতি দেখা গেছে এক চরম উদ্বেগজনক দৃশ্য। নিয়ম মেনে আদালতে শুনানিতে অংশ নিতে আসা অভিবাসীরা আদালত থেকে বের হওয়ার পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইচ) এজেন্টদের হাতে গ্রেফতার হচ্ছেন। গত বৃহস্পতিবার (২৯ মে) সকাল থেকেই ২৯০ ব্রডওয়ের ফেডারেল বিল্ডিং থেকে অন্তত সাতজন অভিবাসীকে আটক করে আইসিই। আগের দিন একই ধরনের ঘটনা ঘটে পাশের ২৬ ফেডারেল প্লাজা বিল্ডিংয়ে।

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন ইমিগ্রেশন নীতির আলোকে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, যারা যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন দুই বছরের কম সময় আগে এবং এখনও কোনো বৈধ অভিবাসন অনুমোদন পাননি, তাঁদেরকে পূর্ণাঙ্গ শুনানি ছাড়াই দ্রুত নির্বাসন আইনের আওতায় সরাসরি ফেরত পাঠানো যাবে।

বৃহস্পতিবার কোর্টরুমে একাধিক মামলায় দেখা গেছে, সরকারি আইনজীবীরা বিচারকের কাছে আবেদন করছেন কেস বাতিল করার, যাতে দ্রুত নির্বাসনের পথ খুলে যায়। আদালতের নিচতলায় তখনও মোতায়েন ছিল প্রায় দুই ডজন আইসিই এজেন্ট, যাঁদের অনেকেই মুখে মাস্ক পরে ছিলেন।

একজন ফরাসি ভাষাভাষী যুবক,

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

রেস্তোরাঁ থেকে আদালত সবখানে ধরপাকড়

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসীদের ধরপাকড় অভিযানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন কমিউনিটিতে। ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) দেশব্যাপী একাধিক জায়গায় অভিযান পরিচালনা করছে। রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত কোথাও নিরাপত্তা বোধ করছেন না অনথিভুক্ত অভিবাসীরা।

সান ডিয়েগোর একটি জনপ্রিয় ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয়। গত শুক্রবার ডিনারের ঠিক আগে আচমকা হানা দেয় হোমল্যান্ড সিকিউরিটির একটি ইউনিট। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, সশস্ত্র এজেন্টরা রেস্তোরাঁয় ঢুকে রান্নাঘরের একাধিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে এজেন্টরা ফ্ল্যাশ-ব্যাং

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

মামদানির ট্রাম্প কার্ড ‘অভিবাসী-মুসলিম’ ভোটার, বাড়ছে সমর্থন

সিটি মেয়র নির্বাচন

উত্তর আমেরিকা অফিস

একদিকে অভিবাসীদের ধরপাকড় অন্যদিকে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদেরও ওপর প্রশাসনের কড়াকড়িতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে অসংখ্য নিউইয়র্কবাসীর। তদন্তের মুখে পড়ে বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসের ট্রাম্প প্রীতি নগরবাসীর বড় চিন্তার কারণ। একটা সময় অভিবাসীদের পক্ষে নগরপিতার কড়া অবস্থান থাকলেও অদৃশ্য এক কারণে মুদ্রার অপর পিঠ দেখালেন অ্যাডামস। যা চরমভাবে হতাশ করেছে অভিবাসী কমিউটিগুলোকে। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ প্রশান্তি ও স্বস্তির খোঁজে ছুটছেন দিগ্বিদিক! আতঙ্কের এ সময়ে অনেকের কাছে ‘আশা-ভরসা’ হয়ে উঠছেন জেহরান মামদানি! আর তাইতো আগামী ২৪ জুন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মেয়র নির্বাচনের প্রাইমারিতে মামদানির জয়ের জন্য কাজ করছেন অসংখ্য অভিবাসী ও মুসলিম কমিউনিটির সদস্যরা।

জানা গেছে, নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের প্রাইমারিতে ডেমোক্রেটদের ৯ প্রার্থী লড়ছেন। যাদের মধ্যে আলোচনায় তুঙ্গে জোহরান মামদানি ও সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো। বাকি প্রার্থীদের চাপিয়ে এই দুই প্রার্থীর মধ্যে

জোহরান মামদানি

প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে তমুল আকারে ধারণ করেছে। এদিকে বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস স্বতন্ত্র হিসেবে লড়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। প্রাইমারি যত ঘনিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হচ্ছে রাজনৈতিক মাঠ। বিভিন্ন সভা, ক্যাম্পেইনে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা। যদিও অ্যান্ড্রু কুমো অনেকটা সময় ব্যস্ত থাকছেন তার ঘাড়ে থাকা মামলা সামলাতে!

অভিবাসী-মুসলিম ভোটারে সমর্থন মামদানির পক্ষে

৮ মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যার নিউইয়র্ক শহরে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ৪.৭ মিলিয়নেরও বেশি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলিম, দক্ষিণ এশীয়, এবং তরুণ ভোটাররা ইতিমধ্যে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ঈদ যাত্রা **পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনের ছাদে চড়ে ঢাকা ছাড়ছে ঘরমুখী মানুষ। বুধবার গাজীপুরের টঙ্গী রেলস্টেশনে।** ছবি: সংগৃহীত

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল

নিজেদের স্বার্থে অর্থ ঢালছে উবার-ডোরড্যাশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির আসন্ন সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কিছু কাউন্সিল সদস্য যখন নতুন আইন প্রণয়নের চেষ্টা করছেন, তখন প্রযুক্তি জায়ান্ট উবার এবং ডোরড্যাশ মিলিয়ন ডলারের রাজনৈতিক ব্যয় শুরু করেছে। এই ব্যয়ের লক্ষ্য একদিকে কিছু প্রগতিশীল কাউন্সিল সদস্যকে পুনঃনির্বাচনে সাহায্য করা, আবার অন্যদিকে কয়েকজন বিদায়ী বা তাদের বিরোধীদের সমর্থন করা। মূল লক্ষ্য হচ্ছে, নিজেদের স্বার্থে উপযুক্ত প্রার্থীদের জিতিয়ে আনা।

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

প্রশ্নের মুখে সিডিপেপের ১ বিলিয়ন ডলারের ‘সরকারি চুক্তি’

ফেডারেল তদন্ত শুরু

প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলারের মেডিকেইড-ভিত্তিক হোম কেয়ার প্রোগ্রামে বিভিন্ন জটিলতা এবং তথ্য নিরাপত্তা লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোকুলের নেতৃত্বে পরিচালিত কনজ্যুমার ডাইরেক্টেড পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের (সিডিপেপ) সংস্কার নিয়ে মার্কিন বিচার বিভাগ একটি ফেডারেল তদন্ত শুরু করেছে। প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলারের এই মেডিকেইড-ভিত্তিক হোম কেয়ার প্রোগ্রাম পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা, কর্মীদের বেতন জটিলতা এবং তথ্য নিরাপত্তা লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া একক প্রতিষ্ঠানের হাতে এসব কার্যক্রমের ভার তুলে দেওয়ায় পেছনে কোন অনিয়ম রয়েছে কি-না সেসব বিষয়েও জানতে কাজ শুরু করেছে বিচার বিভাগ।

জানা গেছে, এই প্রোগ্রামের অধীনে প্রায় ২ লাখ ৮০ হাজার রোগী ও সহায়তাকারী এতদিন বিভিন্ন ছোট-বড় ফিসকাল ইন্টারমিডিয়ারির মাধ্যমে সেবা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

CDPAP Transition
Community Outreach Partner
• Bangla • Hindi • Urdu • Spanish
+1 347 571 1804

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
• ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
• কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
• স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
• সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
• একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
• INDIVIDUAL TAX RETURN
• CORPORATE TAX RETURN
• SMALL BUSINESSES TAX RETURN
• SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
• PAYROLL
• W2S, 1099S
• FINANCIAL STATEMENT
• SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:
• PHOTOCOPY • FLYER
• E-MAIL PRINT • A-SIGN
• BANNER • CARGO
• MONEY TRANSFER • FEDEX/UPS
• BUSINESS CARDS • CELL PHONE
• CUSTOM T-SHIRT • MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

নিউইয়র্কে খোলা মাঠে ঈদের জামাতের ব্যাপক আয়োজন

রুদ্র মাসুদ

নিউইয়র্ক সিটিতে মুসলমানদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা উপলক্ষে খোলা মাঠে ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া বিবেচনায় প্রায় ৩'শ ইসলামিক কালচারাল সেন্টার তথা মসজিদ সমূহের পক্ষ থেকে মসজিদ সংলগ্ন স্কুলের খেলার মাঠ, সিটির পার্কিং লট এবং মসজিদ সংলগ্ন সড়কে খোলা আকাশের নিচে নামাজের অনুমতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে ঈদুল আজহার দিন শুক্রবার কর্মদিবস হওয়ায় এবং কাজের সময়সূচির ভিন্নতা বিবেচনায় মসজিদ ও ঈদগাঁ কমিটিগুলো সর্বোচ্ছ ৫টি জামায়াতের আয়োজন করা হয়েছে। জামায়াতের স্থানগুলোর সমানের সড়কে গাড়ি পার্কিং না করতে এনওয়াইপিডির পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক প্রচার পত্র লাগানো হয়েছে। রয়েছে পুলিশের টহলও।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঐতিহ্যবাহী জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে পাশ্ববর্তী থমাস এডিসন হাই স্কুল ফিল্ডে খোলা মাঠে সকাল ৮টায় ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে। এখানে মহিলাদের নামাজ আদায়ের ব্যাবস্থা থাকবে। বৃষ্টি হলে সকাল ৭টা,৮টা ও ৯টায় তিনটা জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন যুগ্ম সম্পাদক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

জ্যাকসন হাইটস্ এর ডাইভারসিটি প্লাজায় মোহাম্মদী সেন্টারের পরিচালনায় খোলা মাঠে ঈদের জামায়াতের আয়োজন করেছে নিউইয়র্ক ঈদগাঁ কর্তৃপক্ষ। এখানে সকাল ৬,৭,৮,৯ ও ১০টায় মোট ৫টি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন ঈদগাঁর দায়িত্বশীল ইমাম কাজী কাইয়ুম।

ওজন পার্কের ফুলতলী জামে মসজিদের পরিচালনা কমিটির সভাপতি গুলজার আলী ও সেক্রেটারি মোহাম্মদ জামাল হোসেন জানিয়েছেন ১০১ এভিনিউ ও ৮৩ স্ট্রিটে অবস্থিতি পিএস ৬৪ স্কুলের মাঠে সকাল সোয়া ৮টায় ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে। বৃষ্টি থাকলে মসজিদের অভ্যন্তরে সকাল সাড়ে ৭টায়, সাড়ে ৮টায় এবং সাড়ে ৯টায় মোট তিনটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে।

কুইন্সের ওজনপার্কের লিবার্টি ও ৮৯ স্ট্রিটের কর্ণারে অবস্থিত বায়তুন নূর জামে মসজিদে সকাল ৭টায় (শুধুমাত্র পুরুষ) এবং ৮টায় (পুরুষ ও মহিলা) দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

ওজন পার্কের ৮০-৫০ পিটকিন এভিনিউস্থ মুনা সেন্টার অব নিউইয়র্কে সকাল সাড়ে ৭টায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এখানে মহিলাদেরও নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন সেক্রেটারি রুহুল আম্বিয়া সুমন।

নগরীর অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ ম্যানহাটনের নাইনটিসিক্স স্ট্রিট ও সেকেন্ড এভিনিউর কর্ণারে অবস্থিত দ্যা ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের মসজিদে সকাল ৭,৮,৯ ও ১০টায় মোট ৪টি ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এখানে যথারীতি মহিলাদের নামাজের ব্যাবস্থা রয়েছে।

ম্যানহাটনের ফার্ষ্ট এভিনিউ এবং ইলাভেনথ্ স্ট্রিটে অবস্থিত মদিনা মসজিদের পক্ষ থেকে পাশ্ববর্তী ওপেন রোড পার্কে (ইলাভেনথ্ স্ট্রিটে ফার্ষ্ট এভিনিউ এবং এভিনিউ এ এর মধ্যবর্তী) সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদের নামাজের আয়োজন করা হয়েছে। বৃষ্টি থাকলে সকাল ৮টায়, ৯টায় এবং সাড়ে ৯টায় মসজিদে ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন মসজিদের সভাপতি নাসির উদ্দিন।

ব্রুকলিনের নিউকার্কের হযরত বেলাল (রাঃ) মসজিদে সকাল ৭টা, ৮টা এবং ৯টায় মোট তিনটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে। এরমধ্যে সাড়ে ৯টার জামায়াতে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও অংশ নিতে পারবেন।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডে চার্চ এভিনিউ ও এভিনিউ সি'র মধ্যবর্তী ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউর ওপর সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদের অন্যতম বৃহত্তর জামায়াতের আয়োজন করেছে বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ। তবে; যারা কোরবানী করতে অন্য জায়গায় যাবেন তাদের সুবিধার্থে সকাল ৬টায় একটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে মসজিদে।

দলীয় নিবন্ধন ও প্রতীক ফিরে পাচ্ছে জামায়াত

ঢাকা ডেস্ক

দলীয় প্রতীক 'দাঁড়িপাল্লা'র সঙ্গে দলের নিবন্ধন ফেরত পেতে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। বুধবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'অতি সত্তর জামাতে ইসলামী তাদের নিবন্ধন ফেরত পাবে। সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করছি।'

বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এক ব্রিফিংয়ে আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, জামায়াতে ইসলামী তাদের প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে আমাদের কাছে একটি আবেদন করেছেন যে, তারা চান তাদের দাঁড়িপাল্লা যে দলীয় প্রতীকটি ছিল, সেই প্রতীকটিও যেন অন্তর্ভুক্ত হয়। এটা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি।

'২০১৩ সালে জামায়াতের দলীয় নিবন্ধনের সঙ্গে প্রতীক ছিল, সেটি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ২০০৮ সালের ৫ নভেম্বর জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন প্রজ্ঞাপনে নিবন্ধনের সঙ্গে দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা দেওয়া হয়েছিল একই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সংশ্লিষ্ট ধারাও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।'

ইসি মো. সানাউল্লাহ আরও বলেন, ২০১৬ সালে আদালতের একটি ফুল কোর্ট সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বাতিল করা হয়। এটি ছিল প্রশাসনিক পত্র, রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে তদানিন্তন ইসি এটি পেয়েছিল। সেটার আলোকে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

'জামায়াতে ইসলামী ইসির কাছে যে আবেদন দিয়েছে, তার সঙ্গে একটি রিট পিটিশন ও তার আদেশও ইসির সামনে এসেছে। দাঁড়িপাল্লা যাতে কোনো প্রতীক হতে না পারে, যেহেতু এটা ন্যায় বিচারের প্রতীক, এই মর্মে একটি আপিল করা হয়েছিল। সে আপিলটা সেই সময় আদালত খারিজ করে দেন এবং বলেছেন, এটি নির্বাচনে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করার কারণে কোনোভাবেই আদালতের মান ক্ষুণ্ন করবে না। ইসির জানামতে এই রায় এখনো বহাল আছে', বলেন তিনি।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
• যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
• প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
• রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
• জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
• হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
• স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
• স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
• প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
• অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
• আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
• বাংলাদেশি ও ভারতীয় অধিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

➤ Do you want apply for a green card? ➤ Are you being deported?
➤ Are you having credit card problems? ➤ Are you unable to pay your debts?
➤ Has your bank account been sealed? ➤ Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্টসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAMZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ব প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিষ্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
In a Partnership with
এয়ার লাইন সমূহ
SAUDIA
QATAR
Emirates
TURKISH AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Shoroni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

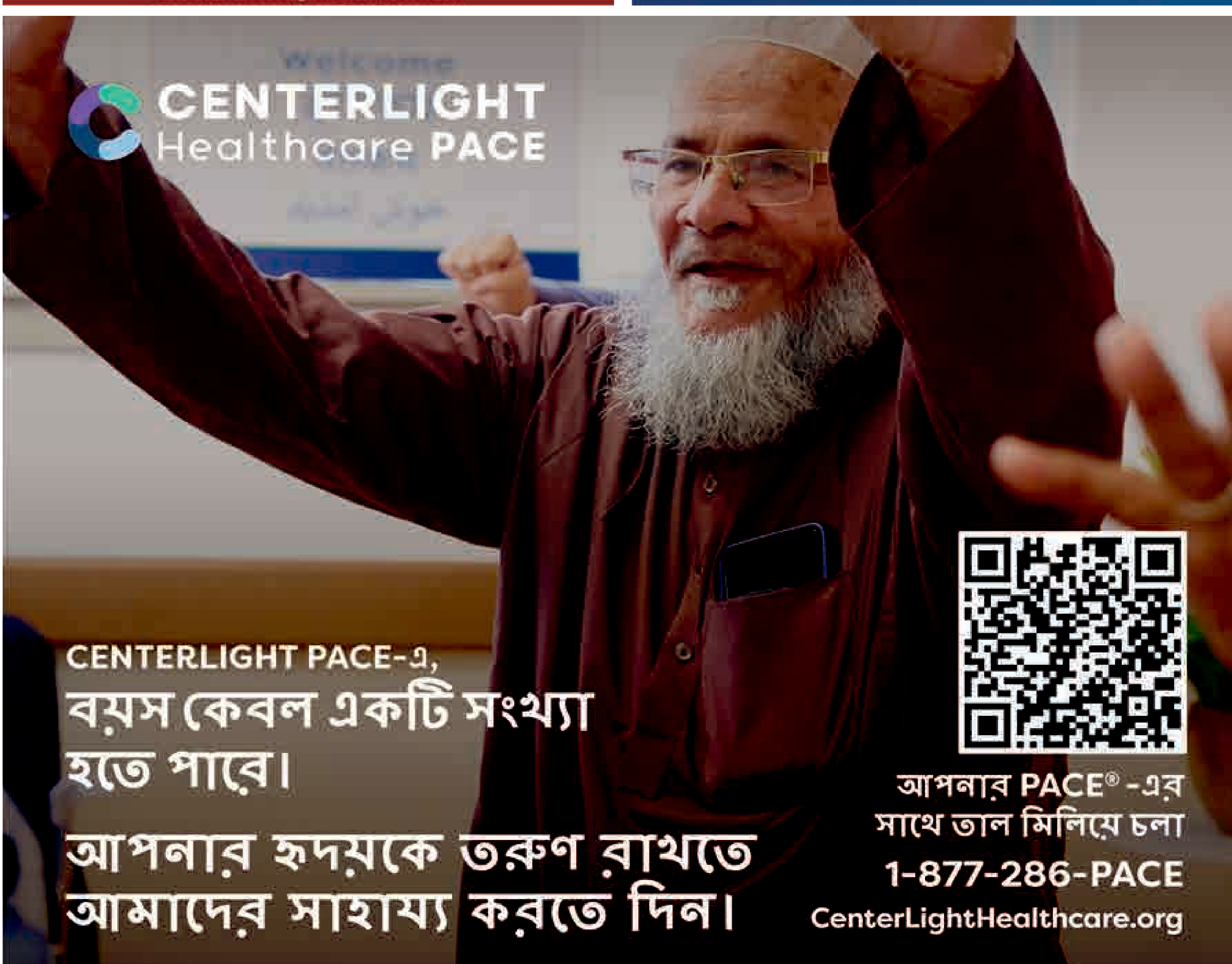
CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা
হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

যুক্তরাষ্ট্রের
সকল প্রবাসীদের কে জানাই
পবিত্র ঈদ-উল-আযহা'র
শুভেচ্ছা
ঈদ মোবারক
শুভেচ্ছান্তে-
এ্যাড. সৈয়দ মোদাররেস আলী ইছা
আহ্বায়ক, ফরিদপুর জেলা বিএনপি

সম্পাদকীয়

নির্বাচন: ভোটাধিকার বনাম বিশ্বাসহীনতা

স্বাধীনতার চুয়ান্ন বছর পরও বাংলাদেশে নির্বাচন একটি রাজনৈতিক উৎসবের মতোই অনুষ্ঠিত হয়। পোস্টার, মিছিল, স্লোগান, প্রতিশ্রুতি আর বক্তৃতার ঝলক। তবে এই উৎসবের ভিড়ে তরুণদের অংশগ্রহণ ও মনোযোগ ক্রমেই একধরনের দ্বিধা ও সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

একসময় প্রথমবার ভোট দেওয়া ছিল তরুণদের জন্য গর্বের বিষয়। এখন বেশি শোনা যায়—“ভোট দিলেও কি কিছু বদলায়?” এই হতাশার পেছনে রয়েছে নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি আস্থার সংকট। বিরোধী দলের অনুপস্থিতি, অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগের ঘাটতি, প্রশাসনিক পক্ষপাত—এসব তরুণদের মনে গভীর সংশয় তৈরি করছে। তারা দেখছে, নির্বাচন হয় বটে, কিন্তু সেখানে জনগণের প্রকৃত মতামতের প্রতিফলন ঘটছে না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দেখা যাচ্ছে, তরুণদের বড় একটি অংশ রাজনৈতিক বিতর্কে অংশ নিচ্ছেন না, বা ‘নিরপেক্ষ’ থাকার অজুহাতে নীরব থাকছেন। কেউ কেউ কেবল দলান্ধতা কিংবা ট্রল সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছেন। এই অবস্থাটা গণতন্ত্রের জন্য সতর্ক সংকেত। তরুণেরা যদি নির্বাচনকে কার্যকর রাজনৈতিক মাধ্যম হিসেবে না দেখেন, তবে ভবিষ্যতের নেতৃত্বে শূন্যতা তৈরি হবে।

অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, রোবটিকস, অ্যাপনির্ভর সেবা—এসব তরুণদের জীবনে এনে দিয়েছে গতি ও সহজতা। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো প্রকল্প তাদের মধ্যে ‘আমরাও পারি’ জাতীয় আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ, পোশাক খাতের সক্ষমতা, জলবায়ু ইস্যুতে নেতৃত্ব—এসবও তরুণদের গর্বিত করে।

তবে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় এই গর্বে ফাটল ধরছে। রাজধানীর বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করা তরুণ যখন তিন বছরেও একটি সাক্ষাৎকার পান না, কিংবা একজন উদ্যোক্তা সাতটি দপ্তর ঘুরেও ট্রেড লাইসেন্স পান না, তখন তিনি আর কেবল মেট্রোরেল দেখে আশ্বস্ত হন না। তরুণ সমাজ বুঝতে শিখেছে, কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন নয়, মানব উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমতা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতাও জরুরি।

বেকারত্ব, নিম্নমানের শিক্ষা, ব্যয়বহুল স্বাস্থ্যসেবা, দুর্নীতি, বিচারহীনতা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা—এই সব সমস্যাই উন্নয়নের ফাঁকফোকর দেখিয়ে দেয়। অনেক তরুণ এখন বুঝে গেছেন, এই উন্নয়ন যদি জীবনযাত্রার মান না বাড়ায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ না বাড়ায়—তবে তা টেকসই নয়।

তরুণ প্রজন্ম এখন রাজনীতিতে ‘নেতা বদল’ নয়, চায় ‘নীতি ও কাঠামো বদল’। এই নতুন চাওয়া থেকেই ‘সংস্কার’ শব্দটি হয়ে উঠছে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থায় বাস্তবমুখিতা, চাকরির ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় ও সেবার স্বচ্ছতা, বিচারব্যবস্থায় পক্ষপাতহীনতা—এসবই তরুণদের চোখে সত্যিকারের পরিবর্তনের চিহ্ন।

তথ্যপ্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তরুণদের বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে। তাই তারা সংস্কারকে আর দূরের কোনো আদর্শ নয়, প্রতিদিনের জীবনের অংশ হিসেবে দেখছেন। তারা পুলিশি হয়রানির বিরুদ্ধে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কিংবা নিয়োগ পরীক্ষার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন।

বিভিন্ন জরিপ ও গবেষণায় দেখা যায়, তরুণদের বড় একটি অংশ রাজনীতি নিয়ে নির্লিপ্ত হলেও সামাজিক ন্যায়বিচার, ডিজিটাল অধিকার, পরিবেশ, নারী অধিকার, জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিচ্ছেন। তারা ‘পলিটিক্স’ নয়, ‘পলিসি’তে বিশ্বাস করেন। অনেকেই বলেন, “আমরা নেতার নামে ভোট দিতে চাই না, নীতির ভিত্তিতে সমর্থন দিতে চাই।”

তথ্যপ্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তরুণদের বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে। তাই তারা সংস্কারকে আর দূরের কোনো আদর্শ নয়, প্রতিদিনের জীবনের অংশ হিসেবে দেখছেন। তারা পুলিশি হয়রানির বিরুদ্ধে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কিংবা নিয়োগ পরীক্ষার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন।

তরুণদের এই সচেতনতা ও প্রশ্নবোধ রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একধরনের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, তারা আর একমুখী প্রচারণায় প্রভাবিত হয় না। তারা প্রশ্ন করে, তুলনা করে, তথ্য যাচাই করে। ফলে তাদের ‘ম্যানেজ’ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এ কারণে অনেক দলই তরুণদের জিজ্ঞাসাকে হুমকি মনে করে। ফলে তরুণদের একটা অংশ রাজনীতি থেকে আরও দূরে সরে যায়।

কিন্তু এখনই সময় তরুণদের সঙ্গে সত্যিকারের সংলাপে বসার। রাজনৈতিক দলগুলোকে বুঝতে হবে, তরুণদের মন জিততে হলে শুধু উন্নয়ন বা প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট নয়—সংস্কার ও জবাবদিহির স্পষ্ট রূপরেখা দিতে হবে। রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের প্রত্যাশা পূরণে বাস্তবিক উদ্যোগ দেখাতে হবে।

তরুণদের জন্য একটি কার্যকর, ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গড়ার জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরি:

১. নির্বাচন ব্যবস্থায় সংস্কার: অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তরুণেরা ভোট দিয়ে পরিবর্তনের আশা করতে পারে।

২. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা: দাপ্তরিক হয়রানি, ঘুষ ও পক্ষপাত রোধে প্রযুক্তিনির্ভরতা বাড়াতে হবে।

৩. শিক্ষা ও কর্মসংস্থান: কারিগরি শিক্ষা, বাস্তবমুখী পাঠক্রম এবং মেধাভিত্তিক চাকরির সুযোগ বাড়াতে হবে।

৪. নৈতিক নেতৃত্ব: রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মেধা, সততা ও দায়িত্বশীলতার প্রতিফলন থাকতে হবে।

৫. তরুণদের অংশগ্রহণ: কেবল ভোক্তা নয়, তরুণদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে। তাদের চিন্তাকে জায়গা দিতে হবে, কণ্ঠস্বরকে মর্যাদা দিতে হবে।

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম একদিকে উদ্ভাবনী, প্রযুক্তি-সক্ষম ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী—অন্যদিকে রাজনীতির দুর্বলতা ও প্রশাসনিক সংকটে হতাশ। তারা ভোট দিতে চায়, উন্নয়ন দেখতে চায়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি চায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নীতির ভিত্তিতে পরিবর্তন।

এই প্রজন্মকে উপেক্ষা করার অর্থ ভবিষ্যতের রাষ্ট্রকে দুর্বল করে ফেলা। এখনই সময় তরুণদের কণ্ঠ শোনার, তাদের সঙ্গে সত্যিকারের সংলাপ শুরুর। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কেমন হবে—তা ঠিক করবে তরুণদের অংশগ্রহণ ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

গণদাবির বিস্ফোরণ ও জনদুর্ভোগ

ড. ইজাজ আহসান

বিগত সরকারের পতনের পর যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে, তা হলো গণদাবির বিস্ফোরণ। যে যেখানে আছে, সেখান থেকে দাবি পেশ করছে। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের কাছে দাবি-দাওয়া পেশ করলে সরকার সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দেবে–এটাই কাম্য। তাহলে অসুবিধা কোথায়? অসুবিধা হচ্ছে, যেভাবে এই দাবিগুলো করা হচ্ছে, তা নিয়ে। এ পর্যন্ত নাকি দুই শতাধিক দাবির মীমাংসা করছে সরকার। আরও কিছুদিন গেলে দাবি পূরণের বিশ্ব রেকর্ড অথবা গিনেস বুক অব রেকর্ডসে নাম লেখাবে। এটা এখনো চলছে।

একটা ব্যাপার হলো, এটা কোনো স্থায়ী সরকার না। দ্বিতীয়ত, এই সরকারের হাতে কোনো আলাদিনের চেরাগ নেই যে, ঘষলেই দৈত্য বেরিয়ে এসে সব সমাধান করে দেবে। একজন কৌতুক করে বলছিলেন, এখন শুধু ভিক্ষুকরাই বাকি আছে। তারা ন্যূনতম ন্যায্য ভিক্ষার দাবিতে ঢাকা শহর অচল করে দেবে। কথাটা কৌতুককর মনে হলেও অবস্থা সেই দিকেই যাচ্ছে। সর্বশেষ যে দাবি নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেটা হলো–সচিবালয়ের কর্মচারীদের আন্দোলন। সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ অনুযায়ী, শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা যাবে স্বল্পতম সময়ে, আর আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ থাকবে না।

আইনটা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। এর আগে ক্রসফায়ার আর ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের বহু অপপ্রয়োগ হতে আমরা দেখেছি। তাই এই আইনেরও অপপ্রয়োগ হবে না–এর নিশ্চয়তা কোথায়? বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলো অভ্যাসই হলো এগুলো করা। তাই প্রতিবাদ হওয়া স্বাভাবিক। তবে এখানে কিন্তু আছে। এক হলো, এখন সরকার বেকায়দায় আছে বিভিন্ন দিক থেকে। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর দিক থেকে। যদিও ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে, অন্তত অর্থনৈতিক দিক থেকে আগের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থানে আছে দেশ। মুল্যস্ফীতি এখন এককের ঘরে নেমে এসেছে। ব্যাংকগুলো আগের অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। রেমিটান্স প্রবাহ স্বাভাবিক আছে। তাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মোটামুটি স্বস্তিদায়ক অবস্থায় আছে।

এবার মূল কথায় আসি। সরকারি কর্মচারীরা আন্দোলন করে রাজনৈতিক দলের মতো সবকিছু অচল করে দেওয়ার হুমকি দেবে, প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে স্লোগান দেবে–এটা কি প্রত্যাশিত? এক কথায় উত্তর হচ্ছে, কখনোই না। কেননা, তা হলে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। যেকোনো সরকারকে হেনস্তা করার এর চেয়ে মোক্ষম অস্ত্র আর হতে পারে না। আর জনদুর্ভোগ যে কোন অবস্থায় পৌঁছেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা শুধু এই সরকারের না, যেকোনো সরকারের জন্যই বিপজ্জনক। এই প্রথা চালু হয়ে গেলে কথায় কথায় তারা সরকারকে জিম্মি করতে পারবে।

পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশেই এই ধরনের রাজনৈতিক ধাঁচের কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ সরকারি কর্মচারীদের নেই। সচিবালয় হচ্ছে একটা দেশের সবচেয়ে স্পর্শকাতর কার্যালয়। এটা কোনো চাকরি বা পেশাজীবীদের সংগঠন নয় যে, তারা বাধ্য হয়ে সরকারের হস্তক্ষেপের প্রত্যাশী হবে। সচিবালয়ের কর্মচারীরা সরকারের অংশ। তাই তাদের দাবি-দাওয়া খুব সহজেই সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে। মূলত এই প্রথা প্রথম চালু হয় একজন বিতর্কিত সরকারি কর্মকর্তার জনতার মঞ্চ গঠনের মধ্য দিয়ে। এই ভদ্রলোকই প্রথম সচিবালয়ের, তথা সরকারি কর্মচারীদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের পথপ্রদর্শকের আসন অলংকৃত করেন। বিগত সরকার সরকারি কর্মচারীদের নিজস্ব রাজনীতিতে লাগামহীনভাবে ব্যবহার করে। সবচেয়ে বেশি কুখ্যাতি অর্জন করে পুলিশ আর প্রশাসনের কর্মচারীরা।

পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশেই এই ধরনের রাজনৈতিক ধাঁচের কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ সরকারি কর্মচারীদের নেই। সচিবালয় হচ্ছে একটা দেশের সবচেয়ে স্পর্শকাতর কার্যালয়। এটা কোনো চাকরি বা পেশাজীবীদের সংগঠন নয় যে, তারা বাধ্য হয়ে সরকারের হস্তক্ষেপের প্রত্যাশী হবে। সচিবালয়ের কর্মচারীরা সরকারের অংশ। তাই তাদের দাবি-দাওয়া খুব সহজেই সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে। মূলত এই প্রথা প্রথম চালু হয় একজন বিতর্কিত সরকারি কর্মকর্তার জনতার মঞ্চ গঠনের মধ্য দিয়ে।

কেউ কেউ সমস্ত বিধি-নিষেধ, এমনকি চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে সেই দলের নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেয়, যেটা কোনো দেশে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এমনকি খোদ বিচার বিভাগও নেমেছিল নির্লজ্জ রাজনীতি চর্চায়। এদের মধ্যে বিচারপতি মানিক সাহেব সবচেয়ে বেশি সুনাম অর্জন করেন। তাঁর এই সুখ্যাতির চড়া মূল্যও তাঁকে মেটাতে হয়েছে। তাঁর দলের ক্ষমতা হারানোর অব্যবহিত পরে তিনি ভারতে পালানোর সময় সীমান্তে জনতার হাতে ধরা পড়েন। বিক্ষুব্ধ জানতা তাঁকে মাঝারি ধরনের গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে। একজন বিচারকের কতখানি লজ্জাজনক পরিণতি হতে পারে, চিন্তা করলে লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে। নির্লজ্জ দলবাজি যে কতটা নিচে মানুষকে নামাতে পারে, তার একটা উদাহরণ এটা।

বিগত সরকার প্রশাসনের সব ক্ষেত্রে রাজনীতি করার যে অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তার ভয়াবহ মাত্রা এখন দেখা যাচ্ছে। এক শ্রেণির সরকারি কর্মচারীরা তাদের আসাধু উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এই রাজনীতিতে নেমে পড়েছে। যে আইনের বিরুদ্ধে তারা সমস্ত বিধি-বিধান উপেক্ষা করে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে, সেই আইন কেন করা হয়েছে? করা না হলে এরা সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়; দীর্ঘসূত্রিতার সুযোগে পার পেয়ে যায়। যারা সৎ ও নিষ্ঠাবান, তাদের তো এসব নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। আর যদি কিছু থেকে থাকে, তবে অভ্যন্তরীণভাবে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু এভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচি, আর হুমকি দিয়ে নয়। এই প্রথা যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে কোনো সরকারের পক্ষেই দেশ চালানো কঠিন হবে। ভেঙে পড়বে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা। দেশি, বিশেষ করে বিদেশি চক্রান্তকারীদের জন্য সুবর্ণ সূযোগ সৃষ্টি করবে। সুতরাং সরকারকে শক্ত হাতে এসব মোকাবিলা করতে হবে। কোনোভাবেই যেন এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, তারা যেন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর খোলসে রাজনৈতিক কর্মী অথবা অন্য দেশের এজেন্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ না পায়।

ঢাকা শহরের ব্যস্ততম রাস্তা অবরোধ করে সরকারি কর্মচারী ছাড়াও প্রতিদিন নানা সংগঠন অন্দোলন করছে। মানুষের কষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই ঢাকা শহর জনসংখ্যার চাপে জর্জরিত। মানুষগুলোর অসহায়ত্ব যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার ইয়ত্তা নেই। অফিস, আদালত, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ–সব খোলা। তারই মধ্যে চলছে দাবি পূরণের বন্দনা। কয়েক দিন আগে ঢাকা শহরের দক্ষিণের মেয়র হওয়ার আন্দোলন হলো। শহর অচল করে দেওয়ার হুমকি এল। চিন্তা করে দেখেন যিনি নগরপিতা হবেন, তিনি স্বয়ং আন্দোলন করে শহর অচল করছেন। তাহলে নগরপিতার আসন অলংকৃত করার পর কী কী করতে পারেন তিনি! জনদুর্ভোগ লাঘবের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব তো তাঁর। এর আগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলন করেছে নানা দাবিতে। অথচ সেখানে একবারে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের লোককে ভিসি পদে বসানো হয়েছিল। তাই অনেকেই প্রশ্ন করেন, গত পনেরো বছর এই সব দাবি কোথায় ছিল? উত্তর সবাই জানে। এসব করতে গেলে লাশ হয়ে হাসপাতালের মর্গে পড়ে থাকতে হতো। রাস্তায় গাড়ি চালানোর স্বাধীনতা আমার আছে। তবে তা ট্রাফিক আইন মেনে। তাই মাত্রাতিরিক্ত গণতন্ত্রায়ন গণতন্ত্রের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে–কথাটা আমাদের সবার মনে রাখতে হবে।

লেখক: বিভাগীয় প্রধান (ব্যবসায় শিক্ষা), বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাস্কাট, ওমান

কত কথা বলে রে...

দীপক কুমার আচার্য

৩৪তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বইমেলা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। চার দিনব্যাপী এ বইমেলার আয়োজন করে নিউইয়র্কের জামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন। বইয়ের টানে হাজারো প্রবাসী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের পদচারণায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ—নিউইয়র্কের বুকে যেন এক টুকরো বাংলাদেশ।

মেলায় মানুষের কথোপকথন ছিল চোখে পড়ার মতো। কারও সঙ্গে কারও হয়তো দেখা ২০ বছর পর, তবু চেনা আঞ্চলিক ভাষায় কুশল বিনিময়—“ভাইচা আন্নে কেন আছেন?” কেউ আবার গম্ভীর মুখে হাঁটছেন, যেন তিনি বিশাল কেউ একজন—ভাব ধরে চলছেন। কেউ কেউ বলছেন দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে, কারও মুখে হতাশার ছায়া—“দেশ গেল”, “দেশের বারোটা বাজে গেছে”, “দেশ কোনো দিন ভালো হবে না”—আরও কত কথা!

একটা বিষয় স্পষ্ট—সবাই দেশ নিয়ে ভাবেন। দেশের জন্য উদ্বেগ, দুঃখ, ভালোবাসা—সবই প্রকাশ পাচ্ছে কথায় কথায়। তবে সেই ভাবনার রূপ অনেক সময় বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। অনেকেই যা জানেন না, সেটিও বলছেন দৃঢ়ভাবে; কেউ কেউ আবার গুজব ছড়াতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন না।

একজন বলছিলেন, “বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের কথা শুনলে মনে হয় তাঁরা দেশটাকে খুব ভালোবাসেন, কিন্তু তাঁদের কর্মচারীরা শত শত কোটি টাকা লুটপাট করছে!” পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজন টিপ্পনি কেটে বললেন, “ভাই, দেশে কত কিছু দেখেছি, আরও কত কিছু দেখা বাকি!”

বাংলাদেশের মানুষ সত্যিই দেশপ্রেমিক। সবাই নিজের মতো করে দেশকে ভালোবাসেন। আমরা চাই সুস্থ ধারার রাজনীতি, যেখানে রাজনীতিকদের সম্মান করা হবে, ঘৃণা নয়। আমরা চাই, জেলে নয়—অবসরে গিয়েও যেন একজন নেতা সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারেন। চাই পারস্পরিক ভালোবাসা, চাই ভ্রাতৃত্ববোধ, চাই শত্রুতা নয়—সহাবস্থান।

এভাবেই কথায় কথায় উঠে এসেছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভেতরের টানাপোড়েন। নিজেদের নিয়েই যেন সন্তুষ্ট নন অনেকে। অন্যের দোষ খোঁজা, পরচর্চা, ষড়যন্ত্রের গল্প, বিভাজন—সবই যেন একধরনের মানসিক ক্লান্তি বা নিঃসঙ্গতা থেকে জন্ম নিচ্ছে। কেউ কেউ এমনও বলেন, “এখানে মরলে সম্মান, কিন্তু বাঁচলে গালি”—এটাই নাকি প্রবাসী বাঙালির বাস্তবতা!

তবে প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আবারও এসে পড়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায়। বাংলাদেশ এখন কেমন আছে—এই প্রশ্ন করলে যেন অন্ধের হাতি দেখার গল্পের মতো নানামুখী উত্তর পাওয়া যায়। যার যে রাজনৈতিক আদর্শ, সেই আলোকে দেশকে দেখা ও ব্যাখ্যা করার প্রবণতা প্রবল।

তবু এক বিষয় নিশ্চিত—সবাই চান বাংলাদেশ ভালো থাকুক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কে বাংলাদেশকে ভালো রাখবে? কীভাবে ভালো রাখবে?

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোখ রাখলে যেন দেখা যায় আরেক বাংলাদেশ। কেউ নিজের মতো করে দেশের দুর্নীতি তুলে ধরছেন, কেউবা নেতাদের নিয়ে অশালীন ভাষায় কথা বলছেন। গালাগাল, অপবাদ, প্রোপাগান্ডা ছড়ানো যেন এখন নিত্যদিনের ঘটনা। রাজনীতিক, সমাজকর্মী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, এমনকি চিকিৎসকরাও এর বাইরে নন। অনেকে এসব নোংরামি দেখে উপভোগও করছেন, মন্তব্য করছেন, হাসছেন। যেন ভার্চুয়াল বাংলাদেশই হয়ে উঠেছে নীতি-নিয়ন্ত্রণকারী বাস্তব বাংলাদেশ।

আজকাল বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিছু শব্দ প্রতিদিনই উচ্চারিত হচ্ছে—ড. ইউনুস, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জেনারেল ওয়াকার, শফিকুল আলম, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামি, ভারত, দুর্নীতি, মামলা, নির্বাচন...। এই শব্দগুলো ঘুরেফিরে মানুষ বলছে, শুনছে, লিখছে—টেলিভিশন, পত্রিকা, ইউটিউব, ফেসবুক, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যেন গোটা জাতি এই শব্দগুলোর প্রেমে পড়েছে!

তাই তো মনে হয়, “কত কথা বলে রে...”

তবু সব কথা পেরিয়ে আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের মানুষ সত্যিই দেশপ্রেমিক। সবাই নিজের মতো করে দেশকে ভালোবাসেন। আমরা চাই সুস্থ ধারার রাজনীতি, যেখানে রাজনীতিকদের সম্মান করা হবে, ঘৃণা নয়। আমরা চাই, জেলে নয়—অবসরে গিয়েও যেন একজন নেতা সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারেন। চাই পারস্পরিক ভালোবাসা, চাই ভ্রাতৃত্ববোধ, চাই শত্রুতা নয়—সহাবস্থান।

বাংলাদেশকে একটি দুর্নীতিমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, উন্নয়নমুখী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে হলে দায়িত্ব নিতে হবে সবাইকে। ভালো রাজনীতিক, সচেতন নাগরিক, সাহসী সাংবাদিক, নীতিবান ব্যবসায়ী—সবাই মিলে গড়ে তুলতে হবে সেই প্রত্যাশিত বাংলাদেশ।

এই বাংলাদেশ আমাদের সবার।

রাজনীতি কোনো ব্যবসা না

আব্দুর রাজ্জাক

গত কয়েক দশকের রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের আচার-আচরণ মোটের ওপর বিশ্লেষণ করলে মোটা দাগে বলা যায়, গত শতাব্দীর রাজনীতিবিদদের চেয়ে তাঁরা আলাদা বৈশিষ্ট্যের। রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের এই পরিবর্তনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করা দরকার।

রাজনীতিবিদেরাই রাজনীতি করবেন। রাজনীতিবিদদের মনে রাখতে হবে, রাজনীতি কোনো ব্যবসা না। বলতে পারেন রাজনীতি সমাজসেবা, জনসেবা অথবা রাষ্ট্রসেবাও বটে। লোভ-লালসা, নিজের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ—সবকিছু বিসর্জন দিয়েই রাজনীতিবিদদের উচিত রাজনীতি করা। রাজনীতির ব্যাকরণও তা-ই বলে। গত শতাব্দী ও তার আগে থেকে, রাজনীতিবিদদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নিঃস্বার্থভাবে সমাজ বা রাষ্ট্রকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁদের চিন্তা-চেতনায়, মনোজগতে কাজ করত দেশসেবা, জনসেবা অথবা সমাজসেবা। শত বছরের ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করলে আমাদের দেশের, আমি বলতে চাইছি এই উপমহাদেশের বহু রাজনীতিবিদ আছেন ডাকসাইটে, তাঁদের মেধা-প্রজ্ঞা-জ্ঞান-গরিমা ছিল প্রশ্নাতীত। এইসব রাজনীতিবিদ সম্পর্কে বহু গবেষণা হয়েছে, যুগ যুগ ধরে গবেষণা চলছে তাঁদের কৃতকর্ম নিয়ে, তাঁদের আদর্শ নিয়ে। তাঁদের আদর্শ, কৃতকর্ম বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে তাঁদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ, জাতি ও দেশকে ভালোবাসার গল্প।

মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকসহ এই উপমহাদেশের রাজনীতিবিদদের সবকিছু বিশ্লেষণ করলে তাঁদের সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দাঁড়াবে, সেটা হলো তাঁদের কৃতকর্মের চিন্তা-চেতনার ফসল বর্তমান সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আমাদের স্বাধীন দেশমাতৃকা। যাঁদের নাম বললাম তাঁরা যে খুব একটা অর্থসম্পদ রেখে গেছেন, তা কিন্তু বলা যাবে না। মহাত্মা গান্ধী বা জিন্নাহর ক্ষেত্রে এর তেমন কোনো প্রমাণ নেই। আমরা দেখেছি, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এত বড় আইনজীবী ছিলেন, বাংলার প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীসহ বিভিন্ন পদে ৫০ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন; মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পদের মধ্যে ছিল সেই সময়ের গোপীবাগের জরাজীর্ণ দোতলা বাড়ি।

বিগত শতকের রাজনীতিবিদদের পোশাক-আশাক, চলন-বলন, ভ্রমণ, খাদ্য গ্রহণ—সবকিছুই ছিল অনুকরণীয়। তাঁরা সব মানুষকে সম্মান করে কথা বলতেন, অন্য দলের রাজনীতিবিদদেরও তাঁরা সম্মান করতেন। দ্বিমতের কারণে কোনো দিনই কারও ওপর চড়াও হতেন না। ভিন্নমতের ভিন্ন দলের লোকজনের সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। সেই উদাহরণ আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যেও দেখেছি।

মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কমরেড মণি সিংহ, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ, জিয়াউর রহমান—এইসব মহান রাজনীতিবিদদের কিছু কর্ম বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা; চিন্তা-চেতনায়, মননে সব সময় ছিল দেশমাতৃকার কথা; সমাজের উন্নতি, সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন। নিজের সম্পত্তি কত আছে, কত ছিল আর কত সম্পত্তি করতে হবে, এসবের কোনো ভাবনা ছিল না তাঁদের। একেবারেই সাদামাটা জীবন ছিল এইসব জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির। দল-মতনির্বিশেষে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে আমরা শ্রদ্ধা করি আজীবন। মনে হয়, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও তাঁদের ইতিহাস জেনে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে।

আমাদের দেশে জাতীয় পর্যায়, এমনকি জেলা পর্যায়েও বহু রাজনীতিবিদ ছিলেন—দুই-তিন দশক আগেও—যাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে একই রকম ফলাফল পাওয়া যাবে। তাঁরা কোনো সম্পদ অর্জনের জন্য, নিজের ব্যক্তিগত লোভ-লালসার জন্য, পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য রাজনীতি করেননি। এখনো সে রকম রাজনীতিবিদ জাতীয় পর্যায়ে এবং মফস্বল পর্যায়ে আছে, তবে তাঁদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে বলেই আজকের এই লেখার অবতারণা।

দুই-তিন দশক ধরে প্রায়ই শোনা যায়, কোন দল থেকে আপনি নমিনেশন পাবেন, সেই দল থেকে আপনাকে নমিনেশনটি কিনে আনতে হবে। বাস্তবে এটা কতটা সত্য জানি না, তবে বেশির ভাগ মানুষই মনে করে, নমিনেশন বেচাকেনার ব্যাপার, যিনি অধিক দাম দেবেন তাঁর কপালেই জুটবে নির্দিষ্ট দলের প্রতীক! সব ক্ষেত্রে না হলেও উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। আবার যাঁরা এইসব প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হন, তাঁরা নাকি বলেন, এই পদে তাঁর পূর্বসূরি কী পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছে, তাঁকে তার চেয়ে একটু বেশি সম্পদ অর্জন করতে হবে!

জাতীয় পর্যায়ের মন্ত্রী-এমপি মহোদয়দের ক্ষেত্রে এ কথা এখন সবার কাছেই মোটামুটি একটি বিশ্বাসযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়েও একই রকম অবস্থা। সেখানেও নমিনেশনটা একই রকম পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা মনোনীত হবেন, পরিশেষে নির্বাচিত হবেন জনগণের দ্বারা, তাঁরা খাতা-কলম নিয়ে বসেন হিসাব করতে—নির্বাচনে কত ব্যয় করবেন, নির্বাচিত হওয়ার পরে তাঁর খরচ ওঠার পরে কত লাভ করতে পারবেন, পরবর্তী নির্বাচনের জন্য কী পরিমাণ ব্যয় করতে পারবেন। এই রকম চিন্তাধারা নিয়েই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের রাজনীতিবিদেরা নির্বাচিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। সব ক্ষেত্রে না হলেও যদি এই রকম মনোবৃত্তির মানুষ ৫০ ভাগের কাছাকাছি হয়, তাহলেও সর্বনাশের দিকে ধাবিত হবে সমাজ-রাষ্ট্র।

আমরা শুধু সমাজ-রাষ্ট্রকে কলুষিত করছি না, রাজনীতি যে একটা মহৎ পেশা, এই পেশাকে আমরা কলুষিত করছি। রাজনীতিবিদদের প্রথম থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—আমি রাজনীতি করে কোনো অসৎ আয় করব না, আমার জীবন চলার জন্য যত সামান্য সম্পদ বা অর্থের দরকার, সেটুকুই আমাকে অর্জন করতে হবে। সব সময় ত্যাগের মনোভাব নিয়ে রাজনীতি করতে হবে।

কেউ যদি তাঁর নিজস্ব উপার্জিত অর্থ, যেমন আইন পেশা, ডাক্তারি পেশাসহ অন্যান্য পেশা ও পারিবারিক সম্পদ দিয়ে নিজের সংসার, কর্মজীবন পরিচালনা করতে পারেন, তাহলেই তাঁর রাজনীতি করা উচিত। তাহলে তিনি শুধু রাজনীতি দিয়েই সমাজের সেবা করতে পারবেন। যা কিছুই বলি না কেন, নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার মানসিকতা রক্ত, মাংসে, মস্তিষ্কে ও মনোজগতে থাকতে হয়। নিঃস্বার্থভাবে দেশসেবা, সমাজসেবা, সমাজ সংস্কার সবাই করতে পারে না। যাঁরা লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে নিজের সময়-সম্পদ ব্যয় করে অপরের উপকারের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবেন—তাঁরাই আসুক রাজনীতি করতে।

রাজনীতিবিদদের অনেক মেধাবী হতে হয়। অর্থনীতি, সমাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, বহির্বিশ্বের পরিবর্তন—সবকিছুর ওপরই তাঁদের সম্যক জ্ঞান থাকতে হয়। শুধু রাজনীতি না, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। যা কিছু সবার জন্য মঙ্গল, সেটা নিয়েই সারাক্ষণ চিন্তা করতে হয়। রাজনীতিবিদের চরিত্র, আচার-আচরণ দেখে যেন সমাজ ভালো কিছু শেখে, তাহলেই রাজনীতি সার্থক হয়। যদি রাজনীতিবিদদের দেখে সমাজের মানুষ তাঁদের বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাহলেই মনে করতে হবে সেইসব রাজনীতিকের সবকিছু ব্যর্থ, তাঁদের রাজনীতিবিদ হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই; তাঁদের রাজনীতি মিথ্যার বেসাতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এ দেশে গত কয়েক দশকে যা কিছু ঘটে গেল, সবকিছুর শীর্ষেই ছিল রাজনীতিবিদদের চরিত্র, তাঁদের জ্ঞান-বিদ্যাবুদ্ধি, আচার-আচরণের বহিঃপ্রকাশ। এই প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ রাজনীতির মধ্যে 'পলিটিকস' ঢুকে গেছে। অর্থাৎ, পেশিশক্তি, জোরজবরদস্তি, চোখ রাঙানি, ভয়ভীতি দেখানো, যা কিছু মন্দ সবকিছুই ঢুকে গেছে এই রাজনীতির মধ্যে।

কলুষিত রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আসতেই হবে। নইলে কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হবে দেশ ও জাতি; ভবিষ্যৎ শুধু অন্ধকার হবে। এখন থেকেই আমরা চরিত্রবান, সৎ, মেধাবী মানুষদেরই রাজনীতিতে স্থান করে দিতে চাই। আমাদের দেশে এখনো সৎ, মেধাবী রাজনীতিবিদ আছেন। তাঁদের মূল্যায়ন করতে হবে। তাঁদের পথ অনুসরণ করে নতুন প্রজন্ম সেই রকমভাবে তৈরি হবে। গত এক দশকে যেসব তরুণ রাজনীতিতে এসেছেন বা আসার চেষ্টা করছেন, তাঁদের এটা জানা উচিত—রাজনীতি কোনো ব্যবসার জায়গা না, কোনো সম্পদ অর্জনের জায়গা না; শুধুই ত্যাগ, জনসেবা, সমাজসেবা ও রাষ্ট্রসেবার জায়গা। আবারও বলছি—'রাজনীতি ত্যাগের জায়গা, ভোগের নয়'—এই কথা যেন তরুণসমাজ মনে রাখে।

লেখক: প্রকৌশলী

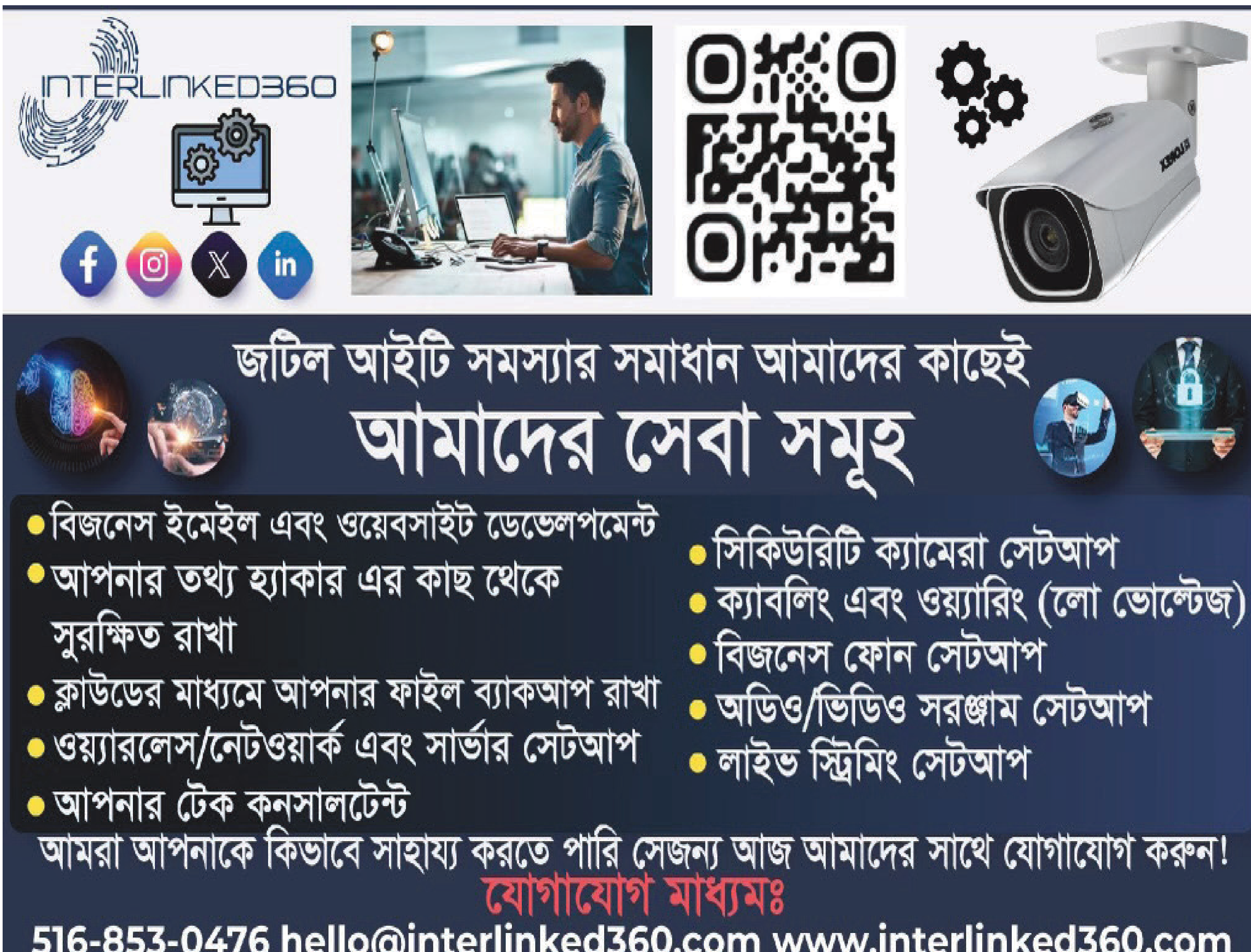

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256
(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

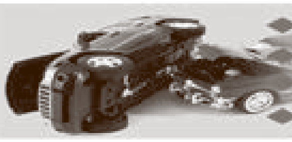

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ট্রাম্পের বাজেট প্রস্তাব নিয়ে মাস্কের তীব্র সমালোচনা

রোকেয়া দীপা

মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ‘ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিলের’ তীব্র সমালোটনা করেছেন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক। এক্স (সাবেক টুইটার) প্ল্যাটফর্মে মঙ্গলবার তিনি বিলটির বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে এটিকে আখ্যা দেন ‘বিরক্তিকর অভিশাপ’।

মাস্ক লিখেছেন, আমাকে মাফ করবেন, কিন্তু এই বিশাল বাজেট বিপর্যয়ে ডুবে থাকা বিলটি আর সহ্য হচ্ছে না। যারা এই বিলকে সমর্থন দিয়েছেন, তাদের লজ্জা থাকা উচিত। তারা জানেন তারা ভুল করেছেন।

এই বিতর্কিত বিলের মাধ্যমে ট্রাম্পের ২০১৭ সালের কর ছাড় নীতির মেয়াদ বাড়ানোর পাশাপাশি সামরিক খাত ও সীমান্ত নিরাপত্তায় ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তবে এর বিপরীতে মেডিকেইড ও স্ন্যাপের মতো সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে বরাদ্দ কমানো হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল বাজেট অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই বিল কার্যকর হলে আগামী ১০ বছরে ফেডারেল ঋণের পরিমাণ ৩.৮ ট্রিলিয়ন ডলার বাড়বে। যার ফলে মোট ঋণ দাঁড়াবে ৩৬.২ ট্রিলিয়ন ডলারে।

ইলন মাস্ক আরও বলেন, এই বিল আমেরিকার বাজেট ঘাটতি ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাবে এবং দেশের ঋণ বোঝা অস্বাভাবিকভাবে বাড়াবে। কংগ্রেস আমেরিকাকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে।

এই মুহূর্তে বিলটি মার্কিন সিনেটে আলোচনাধীন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও রিপাবলিকান নেতারা বিলটি পাস করাতে সক্রিয় প্রচারণা চালাচ্ছেন। তবে হাউস স্পিকার মাইক জনসন মাস্কের সমালোচনার জবাবে বলেন, মাস্কের মন্তব্য হতাশাজনক। এই বিল অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি পাস করতেই হবে।

প্রশ্নের মুখে সিডিপেপের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পেতেন। কিন্তু গভর্নর হোকুলের প্রশাসন হঠাৎ করেই সেই সব সংস্থাকে বাদ দিয়ে পাবলিক পার্টনারশিপস এলএলসি (পিপিএল) নামের একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে পুরো দায়িত্ব দেয়। রোগীদের পিপিএলে পুনরায় নিবন্ধনের নির্দেশ দেয়া হয়। যার ফলে দ্রুত রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। গত এপ্রিল থেকে সিডিপেপের সকল কার্যক্রম পিপিএলের নিয়ন্ত্রণে সম্পন্ন হচ্ছে। এতে করে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। যা নিয়ে দফায় দফায় প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছেন হোমকেয়ার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কেয়ারগিভাররা।

বহু সেবা প্রদানকারী ও ব্যক্তিগত সহকারী অভিযোগ করছেন, নতুন পদ্ধতিতে লগইন জটিলতা, টাইমশিট জমা দিতে না পারার কারণে নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না তারা। যার ফলে প্রাতিনিয়ত সমস্যার মুখে পড়ছেন তারা। অনেকের মতে, পূর্বের ডেসেন্ট্রালাইজড পদ্ধতিই ছিল আরও মানবিক ও দক্ষ। এদিকে অনেক ব্যক্তিগত সহকারী দীর্ঘ সময় বেতন না পাওয়ায় অন্য কাজ খুঁজে নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ স্বাস্থ্য সুবিধা বা মজুরি কমে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এতে সেবার মানও পড়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

যদিও পিপিএলের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, তারা রোগী ও কর্মীদের সহায়তা করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। এখনও পর্যন্ত ২ লাখ ১০ হাজার কর্মীর বেতন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যাদের ৮৮০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

এদিকে বিচার বিভাগের ভোক্তা সুরক্ষা শাখা ইতিমধ্যে একটি ফেডারেল মামলায় তাদের উদ্বেগ জানিয়ে আদালতে একটি লিখিত বিবৃতি জমা দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রাজ্য সংবেদনশীল স্বাস্থ্য তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিত না করে এবং রোগীর যোগ্যতা সংক্রান্ত বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করে পিপিএলে স্থানান্তরের কাজ চালিয়ে গেছে। তারা এটিও বলেছে, রূপান্তর প্রক্রিয়া ছিল গঠনগত ও পরিকল্পনাগত ত্রুটিপূর্ণ।

আরও গুরুতর অভিযোগ হলো, পিপিএলকে দেয়া ১.০৫ বিলিয়ন ডলারের সরকারি চুক্তি সঠিক নিয়মে প্রদান করা হয়েছে কী-না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তকারীরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন এবং এটি পক্ষপাতদুষ্ট বা সাজানো ছিল কী-না সে দিকেও নজর দিচ্ছেন। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, তদন্তের পর ফৌজদারি কিংবা দেওয়ানি মামলা দায়ের হতে পারে।

সরকারের দাবি, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অপচয়, দুর্নীতি এবং অকার্যকর প্রশাসনিক খরচ কমানোর লক্ষ্যে। রাজ্যেন গভর্নর হোকুলের মুখপাত্র এই সংস্কারকে ‘প্রয়োজনীয়’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ৬শরও বেশি মধ্যস্বত্বভোগী সংস্থাকে বাদ দিয়ে আমরা একটি স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী ব্যবস্থা গড়ে তুলছি। এরফলে প্রোগ্রামটিকে দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখতে সহায়ক হবে। তিনি আরও বলেন, প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে চলছে এবং সেবা অব্যাহত রাখতে সব পক্ষের সঙ্গে কাজ করছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

তবে নিউইয়র্ক রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগ তদন্ত নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। সংস্থাটি বলেছে, সেবা গ্রহণকারীদের নিয়মিত সেবা নিশ্চিত করতে এবং সহকারীদের ন্যায্য আচরণ দিতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রসঙ্গত, সিডিপেপ প্রোগ্রামের এই রূপান্তর এখন শুধুই একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়। এটি পরিণত হয়েছে নিউইয়র্কের হাজারো পরিবার ও সহায়তাকর্মীর জীবনযাত্রার প্রশ্নে। ফেডারেল তদন্তে যদি চুক্তি প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা কিংবা তথ্য সুরক্ষা লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে এটি গভর্নর হোকুলের প্রশাসনের জন্য একটি গুরুতর রাজনৈতিক ও আইনি সংকট ডেকে আনতে পারে।

রেস্তোরাঁ থেকে আদালত সবখানে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রেনেড ছোড়ে। প্রতিবাদকারীরা ঘটনাটি মোবাইলে ধারণ করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন।

এদিকে টেক্সাসের স্যান অ্যান্টোনিও শহরে আদালত চত্বরে অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করার নতুন প্রবণতা দেখা গেছে। অভিবাসন শুনানিতে অংশ নিতে যাওয়া ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আদালতের দরজায় দাড়িয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। এক ভিডিওতে দেখা যায়, চার সন্তানের এক মাকে গ্রেপ্তারের সময় তার এক শিশুর হাত পেছনে বাঁধা। আরেক ভিডিওতে দেখা যায়, এক শিশু কাঁদতে কাঁদতে মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, ভয় পেয়ো না মা, আমি আছি।

নিউইয়র্কের ফেডারেল আদালত প্রাঙ্গণেও অভিযান চালিয়েছে আইস। গত কয়েক সপ্তাহে আদালতে নির্ধারিত শুনানিতে অংশ নিতে আসা একাধিক অভিবাসীকে মুখোশধারী আইসিই এজেন্টরা গ্রেপ্তার করে ‘এক্সপেডাইটেড রিমুভাল’ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করছেভ। যেখানে বিচারকের রায় না থাকা সত্ত্বেও দ্রুত বিতাড়নের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

গত বৃহস্পতিবার সকালে ম্যানহাটনের একটি ফেডারেল বিল্ডিংয়ের বাইরে একাধিক গ্রেপ্তারের প্রত্যক্ষদর্শী হন কংগ্রেসম্যান ড্যান গোল্ডম্যান। তিনি একে ‘জেস্তাপো-সদৃশ আচরণ’ বলে আখ্যা দেন। গোল্ডম্যান বলেন, আইনের পথে চলা অভিবাসীদের এভাবে আতঙ্কিত করা অমানবিক।

নিউইয়র্ক গভর্নর ক্যাথি হোকুল এ ঘটনাকে ‘দুঃখজনক ও অগ্রহণযোগ্য’ বলে মন্তব্য করেছেন। যদিও রাজ্যের ২০২০ সালের ‘প্রটেক্ট আওয়ার কোর্টস অ্যাক্ট’ অনুযায়ী রাজ্য আদালত এলাকায় এ ধরনের গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ। তবে ফেডারেল আদালতের ক্ষেত্রে আইনটি কার্যকর নয়।

অভিবাসন আইনজীবীরা বলছেন, ফেডারেল আইন এবং সংবিধান আইসকে আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশে বাধা দেয় না। ফলে রাজ্য আইন পরিবর্তন করেও তেমন প্রতিকার পাওয়া কঠিন। তবে অভিবাসী অধিকার রক্ষায় নীতি পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপরই জোর দিচ্ছেন তারা।

রোজার আগে অথবা পরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কথা ছিল। কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রের কোনোটিতেই গত ১০ মাসে তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি দেখছেন তাঁরা।

রাজনীতিকদের একটি বড় অংশ মনে করছেন, প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস, উপদেষ্টা পরিষদের অন্তত ছয়জন উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্টরা মুখে মুখে সংস্কার, বিচার ও আগামী জুনে নির্বাচনের কথা বললেও ভেতরে-ভেতরে অন্য কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন। মিয়ানমারের রাখাইনের সঙ্গে ‘মানবিক করিডর’ চালুর মতো বিতর্কিত বিষয়, চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনাল বিদেশিদের কাছে ইজারা দেওয়া, সরকারি চাকরিবিধি পরিবর্তনের জন্য অধ্যাদেশ জারি ও কে কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা থাকবেন—এমন বহু বিষয় সামনে নিয়ে আসার পাশাপাশি ভোটের রোডম্যাপ না দেওয়ায় সরকারের মতলব নিয়ে সন্দেহ করছে বেশির ভাগ দল। এমন পরিস্থিতিতে বিএনপিসহ কয়েকটি দল ভোটের দাবিতে মাঠে নামার আওয়াজ দিতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে, প্রধান উপদেষ্টার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা জানাচ্ছেন, বিএনপি আগামী ডিসেম্বরেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে চাপ তৈরি করছে, তা তিনি ভালোভাবে নিচ্ছেন না। যেকোনো অবস্থাতে চলতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন না করার ‘অবস্থান’ তিনি নিয়েছেন। এতে উপদেষ্টা পরিষদের অন্তত ছয় সদস্যের সমর্থন আছে। তাঁরা আশা করছেন, আগামী বছর জুনের মধ্যে বা সম্ভব হলে আরেকটু আগে নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন ও তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) কয়েকটি দলের সমর্থন সরকার পাবে।

নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রশ্নে অন্তর্বর্তী সরকার ও বিএনপির এই জেদ এবং একে অপরকে দোষারোপের ধারাবাহিকতায় উভয় পক্ষের মধ্যকার সম্পর্ক চরম তিক্ততার দিকে যাচ্ছে, এমনটা মনে করছেন রাজনৈতিক নেতাদের অনেকে।

বিরাজমান পরিস্থিতিতে দলের ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে মঙ্গলবার বলেন, ‘রোডম্যাপ ঘোষণা না করে সরকার যে টালবাহানা করছে, এ বিষয়টাকে আমরা ভালোভাবে দেখছি না। জনগণও ভালোভাবে নিচ্ছে না।’

সরকার দ্রুত সময়ে রোডম্যাপ ঘোষণা করে অস্থিরতা দূর করবে, এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে খন্দকার মোশাররফ বলেন, ‘তা না হলে আমরা জনগণকে নিয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হব।’

নির্বাচন নিয়ে সরকার ও দলগুলোর মধ্যে বোঝাপড়া না হওয়ার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগের কথা বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরাও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বলেন, ‘এমনিতেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের রেকর্ড নেই বললেই চলে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, হয়তো এবারও আলোচনায় সমাধান আসবে না।’

জামায়াতের একজন জ্যেষ্ঠ নেতা নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন, ভোট কখন হবে, তা নিয়ে মতভেদ ও অস্থিরতা তৈরি হলে, তা দেশের জন্য ভালো কিছু হবে না। জামায়াত মনে করে, দেশে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হলে বিএনপি ও কিছু জনসমর্থন আছে এমন রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিভিন্ন ‘কেন্দ্রের’ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা দরকার।

মামদানির ট্রাম্প কার্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মামদানির প্রগতিশীল রাজনৈতিক এজেন্ডাকে সমর্থন জানিয়েছেন। নিউইয়র্কে বসবাসকারী মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ৭.৫ লাখ। যাদের একটি বড় অংশ ভোটার তালিকাভুক্ত।

ব্রুকলিন, কুইন্স, ও ব্রঙ্কসের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে মামদানির নির্বাচনী প্রচারে প্রাণ ফিরে এসেছে। তার ব্যক্তিগত ধর্মীয় পরিচয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ইস্যুতে অবস্থান এবং গাজা সংকটের সময় স্পষ্ট বিবৃতি তাকে এই গোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে। বিশেষ করে তরুণ মুসলিম ভোটারদের মধ্যে মামদানি একটি আশার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

অন্যদিকে, অভিবাসী ভোটারদের ভূমিকা এবার আরও জোরালো। নিউইয়র্ক সিটির জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশেরও বেশি মানুষ বিদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের অনেকে ইতোমধ্যে নাগরিকত্ব পেয়ে ভোটাধিকার অর্জন করেছেন। বাকিরা ‘আওয়ার সিটি, আওয়ার ভোট’ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়ার জন্য সোচ্চার। এই কমিউনিটির কাছে মামদানি বিশ্বাস ও ভরসার স্থানে পরিণত হচ্ছেন।

নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচনী রাজনীতিতে এত বড় আকারে অভিবাসী ও মুসলিম ভোটারের একত্রিত প্রভাব অতীতে খুব কম দেখা গেছে। মামদানির দীর্ঘদিনের মাঠপর্যায়ে কাজ, কমিউনিটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকা, এবং সংস্কারমূলক নীতির প্রতি অঙ্গীকার তাকে এগিয়ে রেখেছে অ্যান্ড্রু কুমোর মতো অভিজ্ঞ কিন্তু প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদের চেয়ে। কুমো প্রচলিত রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে মাঠে থাকলেও, মামদানি এই নির্বাচনে নতুন ভোটার, তরুণ ও বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সমর্থন নিয়ে ভোটের সমীকরণ পাল্টে দিতে পারেন।

জরিপেও এগিয়ে যাচ্ছেন মামদানি

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়নকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ক্রমেই তুঙ্গে উঠছে। প্রাইমারি ভোটের আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি থাকতেই একাধিক জরিপে দেখা যাচ্ছে, প্রগতিশীল রাজনীতিক ও কুইন্সের অ্যাসেম্বলিম্যান জোহরান মামদানি অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন।

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, মামদানি পেয়েছেন ৪৪ শতাংশ ভোটারের সমর্থন। যা তাকে এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ জনপ্রিয় প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরছে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো রয়েছেন ৪২ শতাংশ সমর্থন নিয়ে।

তবে এই অবস্থান হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। এর আগে, এমারসন কলেজ, পিক্স১১ ও দ্য হিল’র যৌথ জরিপে ক্যুমো পেয়েছিলেন ৩৫ শতাংশ প্রথম পছন্দের ভোট, যেখানে মামদানি ছিলেন দ্বিতীয় স্থানে ২৩ শতাংশ নিয়ে। কিন্তু তখন থেকেই ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে জনমতের ধারা।

নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচনে চালু হওয়া র‍্যাংকড চয়েস ভোটিং পদ্ধতিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পছন্দ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিতে প্রার্থীদের সমর্থন শুধুমাত্র প্রথম পছন্দে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং অন্যান্য প্রার্থীর বাদ পড়ার পর তাদের ভোটও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আগের জরিপে কুমো শেষ রাউন্ডে মামদানিকে ৫৪-৪৬ শতাংশে হারালেও নতুন ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে। মামদানি এখন এই ব্যবধান পার করে আরও এগিয়ে গেছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, মামদানির জনপ্রিয়তার পেছনে রয়েছে তার জোরালো তৃণমূল প্রচারণা, প্রগতিশীল নীতিমালা। তিনি ভাড়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ, ফ্রি এবং দ্রুত গণপরিবহন, সাশ্রয়ী বাজারব্যবস্থা এবং সার্বজনীন শিশুসেবার ঘোষণা দিয়েছেন। এ ছাড়া তার নির্বাচনী প্রচারণায় রয়েছে ২৫ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক এখনও পর্যন্ত শহরের ছয় লাখেরও বেশি দরজায় কড়া নেড়েছেন।

কে এই তরুণ, কিভাবে উত্থান?

জোহরান কোয়ামে মামদানি উগান্ডায় জন্মগ্রহণ করা একজন মুসলিম রাজনৈতিক। তার বাবা মাহমুদ মামদানি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত উগান্ডার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং মা মীরা নায়ার একজন খ্যাতিমান ভারতীয়-আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতা। বাবার কর্মসূত্রে তিনি শৈশবে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে অবস্থান করেন এবং সেখানকার সেন্ট জর্জ গ্রামার স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে পরিবারের সঙ্গে নিউইয়র্কে চলে আসেন এবং ব্রঙ্কস হাই স্কুল অব সায়েন্স থেকে স্নাতক হন। এরপর বোডোইন কলেজ থেকে আফ্রিকানা স্টাডিজে স্নাতক সম্পন্ন করেন। মামদানি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

রাজনীতিতে প্রবেশের আগে মামদানি ফোরক্লোজার প্রতিরোধ পরামর্শদাতা ও সাবওয়ে স্টেশনে হিপ-হপ এমসি হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ২০১৭ সালে সিটি কাউন্সিলের প্রার্থী খাদের এল-ইয়াতিমের প্রচারণায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। ২০১৮ সালে রস বারকানের প্রচারণা এবং ২০১৯ সালে ডিএ পদপ্রার্থী টিফানি কাবানের নির্বাচনী প্রচারণায় জড়িত ছিলেন। ২০১৯ সালে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ২০২০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হন। তিনি পরপর দুইবার—২০২২ ও ২০২৪ সালে বিরোধীহীনভাবে পুনর্নির্বাচিত হন।

বর্তমানে, ফিলিস্তিন সংকটে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় তিনি আন্তর্জাতিকভাবে বামপন্থী রাজনীতির এক প্রগতিশীল কণ্ঠ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। চলমান বৈষম্য ও সংকটময় বিশ্বে জোহরান মামদানির মত নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আগামী দিনে কীভাবে পরিবর্তন আনবে, সে প্রশ্ন আজ সবার মনে।

প্রসঙ্গত, আগামী ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম সিটি নিউইয়র্কের ১১১তম মেয়র নির্বাচন। সিটির ৩৬০ বছরের মেয়রের তালিকায় এরিক অ্যাডামস দ্বিতীয় কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র, যিনি ২০২১ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র ছিলেন ডেভিড নরম্যান ডিনকিনস। তিনি সিটির ১০৬তম মেয়র হিসাবে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নিউইয়র্ক আদালত প্রাঙ্গণে আতঙ্কের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যিনি শুনানির পর কোর্ট বিল্ডিং থেকে বের হচ্ছিলেন, ঠিক তখনই আইচ এজেন্টরা তাঁকে ঘিরে ফেলেন। হতভম্ব হয়ে তিনি বলেন, এইটা ভিডিও করুন! আমার পরিবার ব্রঙ্কসে। এরপর তাঁকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়।

এক অভিবাসী নারী, যাঁর স্বামীকে কিছুক্ষণ আগেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, কাঁপতে কাঁপতে কোর্ট লবিতে দাঁড়িয়ে থাকেন দীর্ঘক্ষণ। পরে সন্ধ্যার ঠিক আগে একা একাই বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যান। তিনি বলেন, আমরা আগেও এখানে শুনানিতে এসেছি, তখন কিছু হয়নি।

একটি মামলায়, ডোমিনিকান নাগরিক হুয়ানের পক্ষে আদালতে শুনানি চলছিল। সরকারের আইনজীবী বিচারককে বলেন, কেসের পরিস্থিতি বদলে গেছে। আমরা এখন দ্রুত নির্বাসনের পথে এগোতে চাই। বিচারক পোজটার মামলাটি বাতিল করেন। কিন্তু হুয়ান কোর্ট বিল্ডিং থেকে বের হতেই আইসিই এজেন্টরা তাঁকে ঘিরে ধরে আটক করে।

অন্য একটি মামলায় এক ইকুয়েডরিয়ান নারীর বিরুদ্ধে একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করে সরকার। কিন্তু বিচারক ম্যাকার্থি প্রশ্ন তোলেন, ‘আপনারা আগে থেকে কিছু লিখিতভাবে দাখিল করেননি কেন?’ সন্তোষজনক জবাব না দিয়ে সরকারের আইনজীবী শুধু বলেন, না, সম্মানিত বিচারক। যদিও ওই নারী শেষ পর্যন্ত এজেন্টদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এই পরিস্থিতিতে অভিবাসন আইনজীবীরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। একজন ২০ বছরের অভিজ্ঞ আইনজীবী বলেন, আমি এমন বিশৃঙ্খল অবস্থা আগে কখনও দেখিনি। এটা একেবারে নজিরবিহীন।

ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান ড্যান গোল্ডম্যান নিজে আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত থেকে এসব ঘটনার প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, সরকার বলছে তারা শুধু অপরাধীদের ধরছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, যারা নিয়ম মেনে আদালতে হাজিরা দিতে আসছেন, তারাই গ্রেফতার হচ্ছেন।

তিনি আরও ব্যঙ্গ করে বলেন, একজন এজেন্টকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মাস্ক পরে আছেন কারণ ঠান্ডা লেগে যেতে পারে—তখন বাইরে তাপমাত্রা ছিল ৬৫ ডিগ্রি!

এই ঘটনার প্রতিবাদে অভিবাসন অধিকার কর্মীরা বুধবার রাতে ম্যানহাটনের একটি ইমিগ্রেশন কোর্টের বাইরে বিক্ষোভে জড়ো হন। তাঁরা আটক অভিবাসীদের স্থানান্তরের জন্য অপেক্ষমাণ একটি বাস আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেন, যদিও পরে এনওয়াইপিডি এসে আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দেয়।

এছাড়া জানা গেছে, ব্রঙ্কসের ২০ বছর বয়সী এক স্কুল শিক্ষার্থীও আদালতের বাইরে থেকে একইভাবে আটক হয়েছেন। নতুন এই অভিবাসন নীতির বৈধতা নিয়ে ইতোমধ্যে একাধিক মামলা ফেডারেল কোর্টে চ্যালেঞ্জ আকারে চলছে।

এই নতুন প্রশাসনিক নীতি যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসীদের মধ্যে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি শুধু আইনের শাসন নয়, মানবিকতার জন্যও এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিয়ম মেনে যারা আদালতে যাচ্ছেন, তারাও এখন নিরাপদ বোধ করছেন না। অভিবাসী মহলে আশঙ্কা জোরালো হচ্ছে যে, এই পদক্ষেপ বহু পরিবারকে অনিশ্চয়তা ও ভাঙনের মুখে ঠেলে দেবে।

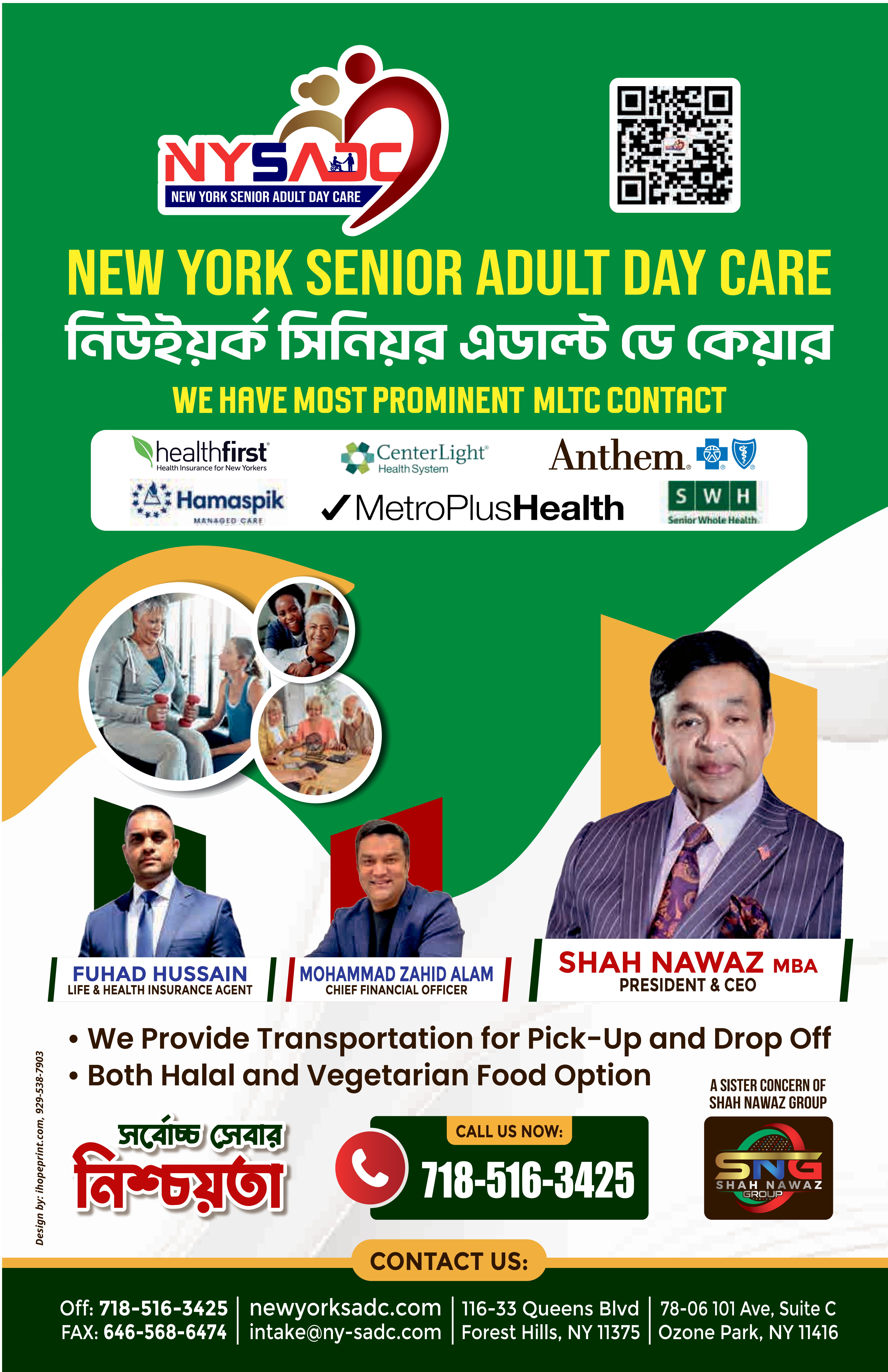
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

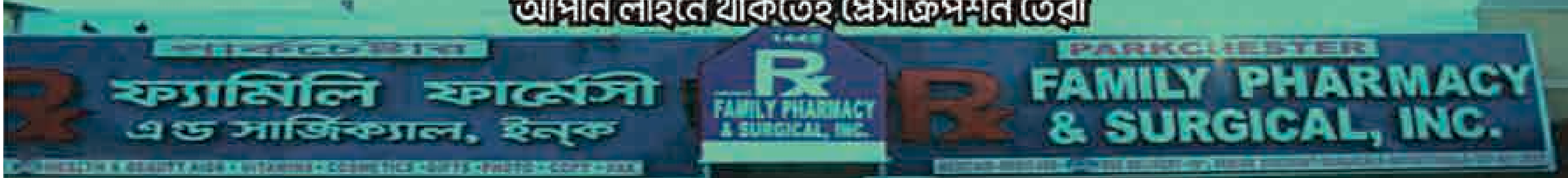

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

নিউইয়র্কে সচেতনতামূলক কমিউনিটি দৌড়

‘অবিসিটি ফ্রি ওয়ার্ল্ড’

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

স্থূলতা ও জীবনধারা-নির্ভর রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে নিউইয়র্কের ব্রংকসে অনুষ্ঠিত হলো ৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এক কমিউনিটি দৌড়। শনিবার (১ জুন) সকালে ফেরি পয়েন্ট পার্কে এই দৌড়ে অংশ নেন নানা বয়সী কয়েকশ মানুষ। আয়োজনটি ছিল ‘অবিসিটি ফ্রি ওয়ার্ল্ড’ নামক নাগরিক উদ্যোগের অংশ, যার মূল বার্তা ছিল—“সুস্থ থাকুন, সচেতন হোন, ওষুধ ছাড়ুন, জীবন উপভোগ করুন।”

প্রতিযোগিতামূলক নয়, বরং সামাজিক সচেতনতার অংশ হিসেবে এই দৌড়ের আয়োজন করেন স্বাস্থ্যসচেতন সমাজকর্মী নাসির শিকদার। একসময় নিজেও দীর্ঘদিন ধরে ওষুধনির্ভর জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন নাসির। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন ওষুধহীন জীবনযাপনের পক্ষে এই আন্দোলন।

নাসির শিকদার বলেন, “আমি জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে থেকে ফিরে এসেছি। সেখান থেকেই উপলব্ধি করেছি—ওষুধ নয়, অভ্যাসই বদলায় জীবন। শারীরিক চর্চা, সুষম খাদ্য আর সামাজিক প্রেরণা—এই তিনটিই স্বাস্থ্যবান জীবনের মূল চাবিকাঠি। আমি চাই, এ বার্তা যেন আরও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।”

নাগরিক অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্ততা

দৌড়ে অংশ নিয়েছেন নিউইয়র্কের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নারী-পুরুষ, এমনকি প্রবীণ নাগরিকরাও। এক প্রবীণ অংশগ্রহণকারী বলেন, “আমি ৬৫ বছর বয়সে এসে প্রথমবারের মতো দৌড়ালাম। চিকিৎসকরা হাঁটার পরামর্শ দিয়েছেন বহুবার, কিন্তু এভাবে উৎসাহ না পেলে হয়তো কখনোই শুরু করতে পারতাম না।”

সময়োপযোগী সামাজিক বার্তা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৯০ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ভুগছেন অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতার সমস্যায়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোগের কারণে প্রতিবছর গড়ে ৪০ লাখ মানুষ সময়ের আগেই মৃত্যুবরণ করেন। নিউইয়র্কের মতো বহুজাতিক, কর্মব্যস্ত শহরে এমন সচেতনতামূলক উদ্যোগ তাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

‘অবিসিটি ফ্রি ওয়ার্ল্ড’-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে শিশু, বয়স্ক ও নারীদের জন্য আলাদা সচেতনতামূলক দৌড় আয়োজনের কথা। নাসির শিকদার বলেন, “সবাই যেন নিজের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এই উদ্যোগে যুক্ত হতে পারেন, সেই চেষ্টাই থাকবে।”

ছোট উদ্যোগ, বড় প্রভাব

দৌড়, হাঁটা, সাইকেল চালানোর মতো ছোট ছোট স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলেই দীর্ঘমেয়াদে কমবে ওষুধ নির্ভরতা—এই বিশ্বাস থেকেই নাগরিক আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে ‘অবিসিটি ফ্রি ওয়ার্ল্ড’। সচেতনতার এমন উদ্যোগ শুধু ব্যক্তি নয়, বরং একটি স্বাস্থ্যবান সমাজ গঠনের সম্ভাবনা জাগায় বলে মনে করছেন আয়োজকেরা।

Tax & Immigration Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
IRS e-file
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES
আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফামের্সি
(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবি

যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে দায়ের করা 'ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা' প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা। গত সোমবার (২৬ জুন) সন্ধ্যা ৭টায় উইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ৭২ স্ট্রিট ও ব্রডওয়ে মোড়ে আয়োজিত এক মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়।

এ সময় আন্দোলনকারীরা 'মিথ্যা মামলা তুলে নাও, নিতে হবে', 'জিএম কাদের এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে' প্রভৃতি স্লোগানে মুখরিত করে তুলেন। তারা জিএম কাদেরের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অনতিবিলম্বে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

এতে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য আলমগীর সিকদার লোটন, যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া, উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, তোফায়েল চৌধুরী, সহ-সভাপতি এস. এম. ইকবাল, মাহবুবুর রহমান অনিক ও নুর ইসলাম বর্ষন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুন নুর, যুব সংহতির সভাপতি আব্দুল কাদির লিপু, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পার্টির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোহাম্মদ কাদের, দপ্তর সম্পাদক শক্তি গুপ্তা, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক ডারাব জুলহাস, সহ প্রচার সম্পাদক রুবেল আহমেদ, জাতীয় সেচ্ছাসেবক পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য মিজান খান, হবিগঞ্জ জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ আবদাল, শ্রমবিষয়ক সম্পাদক এ. এস.এন. রুবেল ও সহ-শ্রম সম্পাদক রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

সুনীল শুভরায়ের নিউইয়র্ক সফর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভরায় পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সফরে নিউইয়র্কে এসেছেন। গত ৩০ মে শুক্রবার বিকেলে তিনি জ্যামাইকা পৌছালে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার ও মাহাবুর রহমান চৌধুরী, সিনিয়র সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদসহ অন্যান্য নেতারা।

এসময় সুনীল শুভরায় সবার খোঁজখবর নেন এবং দলের প্রতি প্রবাসীদের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত সফরে এলেও কিছু দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনে দেশে একটি অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে, যেখানে সাধারণ মানুষ শান্তিতে ভোট দিতে পারবে। এ সময় তিনি রংপুরে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পৈতৃক বাসভবনে হামলার নিন্দা জানান।

নিজেদের স্বার্থে অর্থ ঢালছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাম্প্রতিক সময়ে সিটি কাউন্সিল ফুড ডেলিভারি কর্মীদের জন্য একটি ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম এমন আইন। একই ধরনের নীতি এর আগে রাইড-হেইল (যেমন উবার) চালকদের জন্যও গ্রহণ করা হয়েছিল। উবার ও ডোরড্যাশ এসব আইনকে আইনি চ্যালেঞ্জ করলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর থাকে। এতে কাউন্সিল সদস্যরা আরও বেশি সুরক্ষামূলক আইন প্রস্তাব করতে উৎসাহিত হন।

তবে এর বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে উবার ও ডোরড্যাশ এখন প্রার্থীদের পেছনে অর্থ ঢালছে। উবারের নিউইয়র্ক পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (পিএসি) ইতোমধ্যে ১১টি সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন প্রার্থীর পক্ষে ১৩ লাখ ডলার ব্যয় করেছে। এর মধ্যে শুধু ব্রুকলিনের ৩৯তম ডিস্ট্রিক্টে শাহানা হানিফের বিরুদ্ধে মায়া কর্নবার্গের প্রচারে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ও মেইলারের পেছনে ব্যয় হয়েছে এক লাখ ডলারের বেশি।

শাহানা হানিফ, যিনি ব্রুকলিন থেকে প্রথম মুসলিম কাউন্সিল সদস্য এবং একজন প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটিক সোশালিস্ট, তিনি এমন একটি বিলের প্রধান স্পন্সর যা গিগ কর্মীদেরও পেইড সিক লিভের আওতায় আনবে। তিনি আরেকটি বিলের সহ-স্পন্সর, যা কোনো কারণ ছাড়া ডেলিভারি কর্মীদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা ঠেকাতে চায়।

এই অবস্থান উবারের অনিষ্ট স্বার্থে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে হানিফ জানান। তিনি বলেন, আমার নির্বাচনে উবারের হস্তক্ষেপ কেবলমাত্র তাদের কর্পোরেট লোভের বহিঃপ্রকাশ। আমি শ্রমিকদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি, এজন্য তারা আমাকে অপসারণ করতে চায়।

উবারের সিনিয়র পাবলিক পলিসি পরিচালক জশ গোল্ড এক বিবৃতিতে বলেন, নগর রাজনীতিকরা এমন নীতিমালা গ্রহণ করেছেন, যা চালকদের জন্য ব্যয়বহুল এবং আয় করা কঠিন করে তুলেছে। আমরা এমন প্রার্থীদের সমর্থন করছি, যারা পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও সাশ্রয়ী ও কার্যকর রাখতে চান।

উবার যেসব প্রার্থীদের সমর্থন করছে তাদের মধ্যে রয়েছেনঃ মায়া কর্নবার্গ (শাহানা হানিফের প্রতিদ্বন্দ্বী), মার্সেডেস নারসিস ও ডারলিন মিলি (ব্রুকলিন), কারমেন দে লা রোজা ও জুলি মেনিন (ম্যানহাটন), এরিক দিনোউইটজ (ব্রঙ্কস), এবং ক্রিস্টাল হাডসন (ব্রুকলিন), যিনি শ্রমিকদের জন্য 'অ্যাকাউন্ট লকআউট' বিলের সহ-স্পন্সর।

> শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ নাকি কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা, কোনটি নগরবাসী বেছে নেবে? উবার ও ডোরড্যাশের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রমাণ করে, প্রযুক্তিভিত্তিক গিগ-ইকোনমি কোম্পানিগুলোর প্রভাব স্থানীয় রাজনীতিতেও গভীরভাবে প্রবেশ করেছে।

বিশেষ করে, জুলি মেনিন এবং এরিক দিনোউইটজ – যাদের উবার স্পিকার পদে সম্ভাব্য সমর্থনদাতা হিসেবেও বিবেচনা করছে – তাদের জন্য যথাক্রমে ৪৫,৫৬১ ও ৩৭,২২০ ডলার ব্যয় করা হয়েছে।

ডোরড্যাশও বসে নেই। তারা 'লোকাল ইকোনমিজ ফরোয়ার্ড এনওয়াই' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক একশন কমিটি গঠন করেছে এবং ক্রেইনসকে জানিয়েছে, তারা জুন ২৪-এর নির্বাচনে দুই মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ব্যয় করবে। তারা জুলি মেনিন, কেভিন রাইলি (স্পিকার পদে সম্ভাব্য প্রার্থী), এবং কয়েকজন নতুন প্রার্থীর পক্ষে ব্যয় করছে, যারা টার্ম-লিমিটেড কাউন্সিল সদস্যদের জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষাকারী সংগঠনগুলো উবার ও ডোরড্যাশের এহেন রাজনৈতিক ব্যয়ের কঠোর সমালোচনা করেছে। লস ডেলিভেরিস্টাস ইউনিডোসের প্রতিষ্ঠাতা ও ডেলিভারি কর্মী সার্জিও আচে বলেন, "এই কোম্পানিগুলো সবসময় তাদের স্বার্থে নীতিমালা পরিবর্তন করতে চায়, অথচ শ্রমিকদের নিরাপত্তা বা ভালো কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে চায় না।"

ওয়ার্কার্স জাস্টিস প্রজেক্টের নির্বাহী পরিচালক লিজিয়া গুয়ালপা বলেন, "বিলিয়ন ডলারের কোম্পানিগুলো নির্বাচনে মিলিয়ন ডলার ঢালছে, অথচ সেই অর্থ দিয়ে যদি শ্রমিকদের নিরাপত্তা, মজুরি বা ওয়ার্কার্স কম্পেনসেশনে বিনিয়োগ করত, তাহলে বাস্তব পরিবর্তন হতো।"

নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স-এর নির্বাহী পরিচালক ভৈরবী দেসাই বলেন, "উবার আমেরিকার কর্পোরেট রাজনীতির সর্বনিম্ন পর্যায়ের প্রতীক। তারা ন্যূনতম মজুরির বিরুদ্ধে লড়াই করে, আবার চালকদের অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করতেও দ্বিধা করে না।"

২০১০ সালের 'সিটিজেনস ইউনাইটেড' মামলার রায়ে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারণ করে যে, রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য রাজনৈতিক একশন কমিটিগুলো সীমাহীন অর্থ ব্যয় করতে পারে, যতক্ষণ না তারা সরাসরি প্রার্থীদের প্রচারে অংশ নিচ্ছে না। নিউইয়র্ক সিটি যদিও ডোনারদের পরিচয় প্রকাশের নিয়ম করেছে, তবুও এই অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রশ্ন তুলছে নগরের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

শাহানা হানিফ বলেন, "ডিস্ট্রিক্ট ৩৯ বিক্রি হওয়ার জায়গা নয়। আমরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং প্রগতিশীল জনগণের এলাকা। আমরা উবারের নির্বাচনী খেলা চিনে ফেলেছি।" তিনি উল্লেখ করেন যে তার নির্বাচনী প্রচারে প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর সমর্থন রয়েছে। কংগ্রেসওম্যান আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও-কার্টেজ , কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার ও স্টেট অ্যাসেম্বলিমেম্বার জোহরান মামদানি ইতোমধ্যে শাহানা হানিফকে সমর্থন দিয়েছেন।

নিউইয়র্ক সিটির আসন্ন কাউন্সিল নির্বাচন একটি বড় পরীক্ষা হয়ে উঠছে— শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ নাকি কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা, কোনটি নগরবাসী বেছে নেবে? উবার ও ডোরড্যাশের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রমাণ করে, প্রযুক্তিভিত্তিক গিগ-ইকোনমি কোম্পানিগুলোর প্রভাব স্থানীয় রাজনীতিতেও গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। তবে এই মুহূর্তে প্রশ্ন একটাই— এখনো কি এই শহর শ্রমিকবান্ধব নীতির পক্ষেই রায় দেবে?

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

YOURHOMESOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

GLOBAL
Tours & Travel

BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA

www.globaltravelbd.com

"We provide 24/7 customer support"

FLIGHT | VISA | HOTEL

$300 OFF

* Minimum $10000 cash purchase required

CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655

Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

নিউইয়র্কে গৃহহীন হতে পারেন ৩ লাখের বেশি মানুষ

ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাব

প্রশাসন নতুন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, যা বাস্তবায়িত হলে নিউইয়র্ক সিটির সরকারি আবাসন ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন এমন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, যা বাস্তবায়িত হলে নিউইয়র্ক সিটির সরকারি আবাসন ব্যবস্থায় ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটির হিসাবে, এতে ৩ লাখের বেশি মানুষ গৃহহীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বেন।

একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন কংগ্রেসম্যান রিচি টরেস (ডেমোক্র্যাট-ব্রংক্স) জানান, প্রস্তাবিত নতুন নিয়মে শারীরিকভাবে সক্ষম প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ফেডারেল রেন্টাল সহায়তা সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত সীমিত করা হবে। এরপর তাদের আর কোনও সহায়তা দেওয়া হবে না।

২০২৬ সালের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের বাজেট পরিকল্পনায় ফেডারেল রেন্টাল সহায়তা খাতে ৪৩ শতাংশ বাজেট ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই কাঁটছাঁটের প্রভাব পড়বে সরকারি আবাসন এবং 'সেকশন-৮' কর্মসূচির ওপর, যার আওতায় সরকার বেসরকারি মালিকদের ভাড়ার জন্য ভর্তুকি দিয়ে থাকে।

প্রস্তাবিত নিয়মে বলা হয়েছে, এই সহায়তা সীমাবদ্ধ থাকবে কেবল ২ বছরের জন্য, আর তা শুধুমাত্র শারীরিকভাবে সক্ষম প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রবীণ নাগরিক এবং প্রতিবন্ধীরা এই নিয়মের আওতার বাইরে থাকবেন।

নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটি পরিচালিত অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সংস্থাটির অধীন সরকারি ও সেকশন-৮ আবাসনে বসবাসকারী প্রায় ৩ লাখ ১৬ হাজার বাসিন্দা ৬২ বছরের কম বয়সী এবং কোনো ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার তথ্য নেই। অর্থাৎ, এই বিশাল জনগোষ্ঠী দুই বছরের মধ্যে আশ্রয় হারানোর বাস্তব হুমকির মুখে রয়েছেন। এই সংখ্যা নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটির মোট বাসিন্দার প্রায় ৬১ শতাংশ।

নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটির চিফ কমিউনিকেশন অফিসার বারবারা ব্রানকাচ্চিও বলেন, "আমরা এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। তবে বাস্তবায়নের আগে কংগ্রেসের একাধিক কমিটি এবং সিনেটে অন্তত ৬০ ভোটের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।"

মার্কিন হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট বিভাগ এখনো প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। সংস্থার পক্ষে এক বিবৃতিতে সচিব স্কট টার্নার বলেন, "এই প্রস্তাব রাজ্য ও স্থানীয় সরকারের সঙ্গে বৃহত্তর অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে এবং স্বনির্ভরতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করবে।"

তবে এই যুক্তিকে নাকচ করেছেন কংগ্রেসম্যান টরেস। তিনি বৃহস্পতিবার এক চিঠিতে সচিবের কড়া সমালোচনা করে বলেন, "এই পরিকল্পনা দেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে বাসস্থানের সহায়তা কেড়ে নেবে।" তিনি জানান, ব্রংক্সে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইমার্জেন্সি হাউজিং ভাউচার রয়েছে—সংখ্যা ২২০০'র বেশি।

গ্রিন কার্ডধারীদের জমি কেনাবেচায় কড়াকড়ির চেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি

আমেরিকার ওহাইও অঙ্গরাজ্যে আলোচনায় আছে একটি বিতর্কিত বিল, যা পাস হলে গ্রিন কার্ডধারী ও কিছু বিদেশি নাগরিকের জন্য জমি কেনা-কাটায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। "বিদেশি শত্রু" রাষ্ট্রের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিজমি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর আশপাশে সম্পত্তি কেনায় এই আইনি কড়াকড়ির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নিউজউইকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওহাইও রাজ্যের হাউস বিল ১ এবং সিনেট বিল ৮৮ নামের এই আইন পাস হলে কৃষিজমি এবং সামরিক ঘাঁটি, বিদ্যুৎকেন্দ্র, পানিশোধনাগার কিংবা গ্যাস লাইন সংলগ্ন ২৫ মাইল এলাকার ভেতরে বিদেশি নাগরিক এবং কিছু স্থায়ী বাসিন্দা (গ্রিন কার্ডধারী) জমি কিনতে পারবেন না।

এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্যোক্তা রিপাবলিকান প্রতিনিধি অ্যাঞ্জেলা কিং বলেছেন, "যাঁরা ইতোমধ্যে এসব এলাকায় সম্পত্তির মালিক, তাঁরা সেই মালিকানা রাখতে পারবেন। কিন্তু ভবিষ্যতে নতুন করে কেনা যাবে না।"

ওহাইওর এই বিলটি ফ্লোরিডা ও টেক্সাসের অনুরূপ আইনের ধারাবাহিকতা। ইতোমধ্যে এসব রাজ্যে বিদেশিদের সম্পত্তি কেনা নিয়ে ব্যাপক আইনি লড়াই ও জাতীয় বিতর্কের সূচনা হয়েছে। এই আইনে যে দেশগুলোকে "বিদেশি শত্রু" হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে চীন, রাশিয়া, ইরানসহ কয়েকটি রাষ্ট্র। বিল অনুযায়ী, এই দেশগুলোর নাগরিকরা ওহাইওতে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর কাছাকাছি জমি কিনতে পারবে না। এর আওতায় পড়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পরিবহন হাব, সামরিক স্থাপনা, পানিশোধনাগার ইত্যাদি।

যেসব বিদেশি এই ধরনের সম্পত্তির মালিক, তারা যদি আইনের আওতায় পড়ে, তবে তাদের দুই বছরের মধ্যে সেই সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে হবে। যদিও ভাড়ার জন্য জমি ব্যবহার এই বিলের আওতায় আসবে না। এই আইনের ফলে শুধু উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ নয়, বরং সাধারণ বাসাবাড়ি কেনার মতো লেনদেনও বাধার মুখে পড়তে পারে।

বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপের ৮ দফা দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক স্টেটজুড়ে মুসলিম কমিউনিটির অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায় ৮ দফা দাবি উত্থাপন করেছে বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপ। সম্প্রতি রাজ্যের রাজধানী আলবেনিতে অনুষ্ঠিত 'অ্যাডভোকেসি ডে' উপলক্ষে সংগঠনটির একটি প্রতিনিধি দল স্টেট সিনেটর ও অ্যাসেম্বলিম্যানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসব দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরে।

গত ২ জুন জ্যাকসন হাইটস শেফ মহাল রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটি সভাপতি জয়নাল আবেদিন ও সাধারণ সম্পাদক সাহানা মাসুম এসব তথ্য জানান ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নিউইয়র্ক সিটির বাইরে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনে স্কুলে ছুটি ঘোষণার দাবিই ছিল এবার তাদের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা। তারা বলেন, নিউইয়র্ক সিটিতে ঈদের ছুটি কার্যকর থাকলেও স্টেটজুড়ে এখনও এই ছুটি বাস্তবায়িত হয়নি। যা মুসলিম ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রতি এক ধরনের বৈষম্য তৈরি করছে।

প্রতিনিধি দলটি আরও জানায়, মুসলিম শিক্ষার্থীদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। তাদের বাকস্বাধীনতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মুসলিম নারীদের হিজাব পরার কারণে যেসব হয়রানির ঘটনা ঘটে, তা রোধে কঠোর আইন প্রয়োজন বলেও মত দেন নেতারা।

অভিবাসী সুরক্ষা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে অ্যাডভোকেসি গ্রুপ। তারা বলেন, মুসলিম অভিবাসীদের গণহারে দেশে ফেরত পাঠানো বা নানা হয়রানিমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে ব্যাংকিং সেবায় মুসলমানদের প্রতি যে বৈষম্য বা অসুবিধা তৈরি হয়, তা প্রতিরোধে 'ব্যাংকিং বিল অফ রাইটস' কার্যকর করার দাবি জানান তারা।

এছাড়া শিক্ষা ও বৈচিত্র্য সংক্রান্ত একটি নতুন আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি স্কুল ও কলেজে মুসলিম শিক্ষক ও স্টাফ নিয়োগেও সমতা ও অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। এই দাবিগুলোর পক্ষে জনমত গঠনে এবং মুসলিমদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ে বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান সংগঠনের নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস দিলরুবা চৌধুরী, বোর্ড সদস্য সাবুল উদ্দিন ও সামিরা নাজনীন, ট্রেজারার ইঞ্জিনিয়ার রহিমসহ আরও অনেকে।

কম্পটলার প্রার্থী মার্ক লেবিনের মিট এন্ড গ্রিট

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির কম্পটলার (প্রধান অর্থ নিয়ন্ত্রক) পদে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মার্ক লেবিনকে কেন্দ্র করে একটি মিট এন্ড গ্রিট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (২ জুন) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে আয়োজন করা হয় এই মিট এন্ড গ্রিটের।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য দেন কম্পটলার প্রার্থী মার্ক লেবিন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দীলিপ নাথ, আল আমিন রাসেল, মিজানুর রহমানসহ আরও অনেকে। তারা সবাই নিউইয়র্ক শহরের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে মার্ক লেবিনের প্রার্থীতা সমর্থন করেন।

এসময় বক্তারা উপস্থিত সবাইকে মার্ক লেবিনকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান এবং তাকে একজন কমিউনিটি-বান্ধব, অভিজ্ঞ এবং যোগ্য প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করেন।

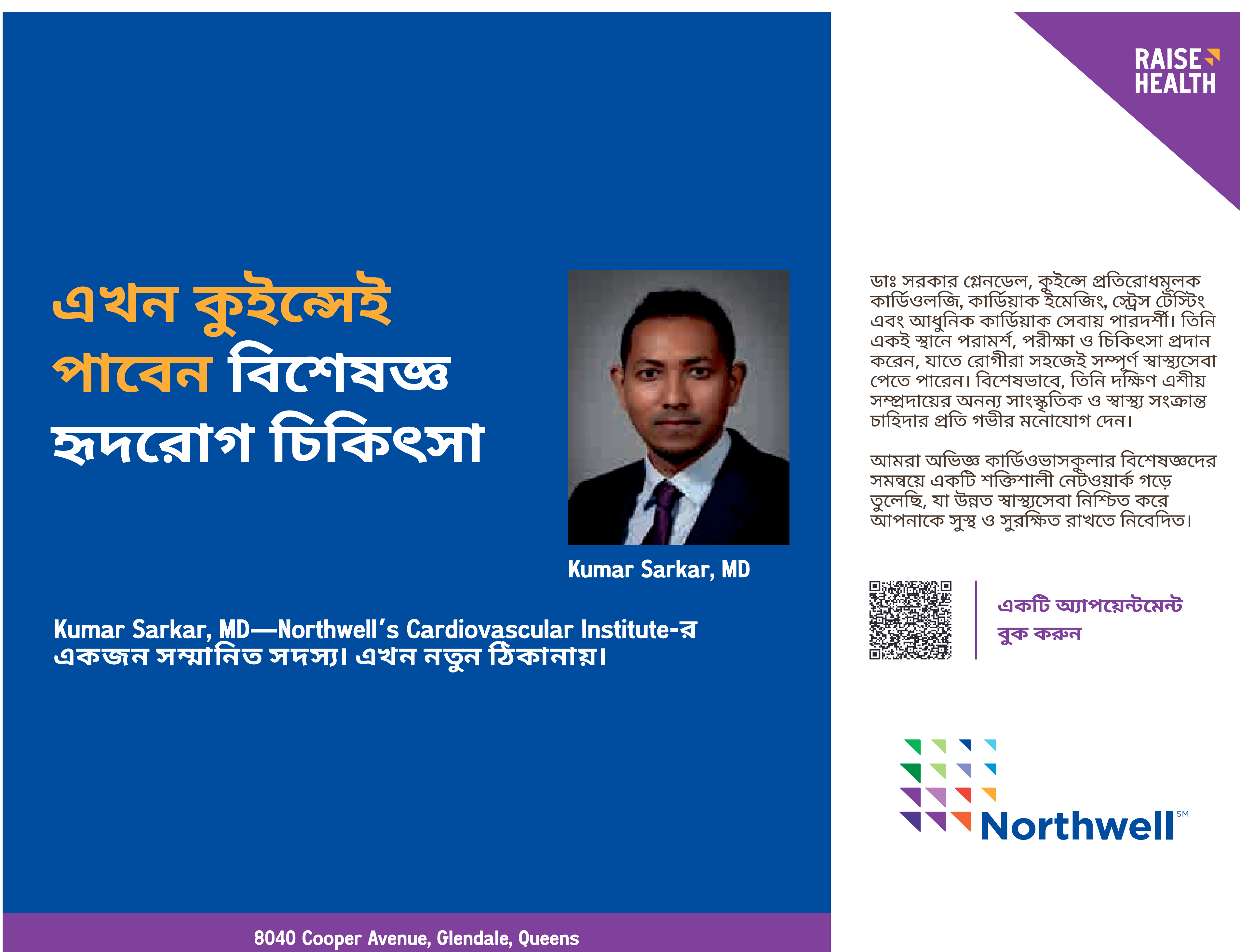

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave. Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr. Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ব্যক্তিগত পরামর্শ
ফ্রি এপ্রোভাল
ইন্টারেষ্ট রেট কম
ফাষ্ট ক্লোজিং
ইনভেষ্টমেন্ট
দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace
Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

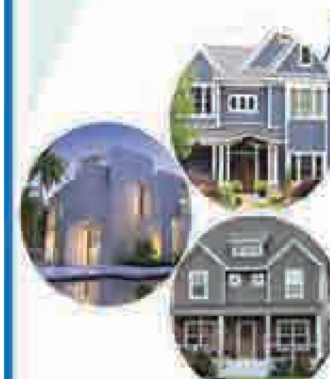

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

• Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
• Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

- **Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- **Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
- আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
- **We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
- **We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা HHA/PCA
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care – we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services. Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI TOWER | BARI HOME CARE | BARI SUPERMARKET | BARI RESTAURANT | BARI PARTY HALL | BARI MEDIA | BARI CHARITY FOUNDATION | BARI & BARI | BARI ESTATE | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside,
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower
74-09 37th Ave,
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

বায়োস্কপ ফিল্মসের ৫০ তম পরিবেশনা

আসছে মেগাস্টার শাকিব খানের ‘তান্ডব’

বিশেষ প্রতিনিধি

এবারের ঈদ উল আজহায় মুক্তি পাচ্ছে বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র ‘তান্ডব’। ছবিটি বায়োস্কপ ফিল্মসের ৫০ তম পরিবেশনা। একই সাথে ছবিটি মেগাস্টার শাকিব খানের ক্যারিয়ানের ২৬ বছর পূর্তির চলচ্চিত্র।

এদিকে রায়হান রাফি পরিচালিত ‘তান্ডব’ ছবিটি মুক্তির আগেই যেন এই ছবিটি নিয়ে ব্যপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। ছবিটির ‘লিচুর বাগান’ গানটি আগের সকল রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এরইমধ্যে। ‘তান্ডব’ ঈদ উল আজহায় বাংলাদেশে মুক্তির পর আগামী ১৩ জুন ইউরোপ আমরিকা, কানাডার অর্ধশত সিনেমা হলে ধারাবাহিকভাবে মুক্তি দেয়া হবে। ছবিটির ওভারসিজ রিলিজের দায়িত্বে রয়েছে বায়োস্কপ ফিল্মস। প্রতিষ্ঠানটি এবারে একই সাথে আমেরিকা ইউরোপে অর্ধশতাধিক সিনেমা হলে মুক্তি দিচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকা ও কানাডায় ছবিটি মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম সপ্তাহে মোট ৬০ টি সিনেমা হলে মুক্তির প্রস্তুতি চলছে।

এ প্রসঙ্গে বায়োস্কপ ফিল্মসের কর্ণধার রাজ হামিদ ও রুবনা রশীদ বলেন,‘শাকিব খানের ছবির ক্ষেত্রে সবসময়ই একটু বড় পরিসরেই ভাবতে হয়। কারণ তার ফ্যানবেজটা বিশাল। এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তবে এবারের ছবিটি নিয়ে আমরা ভিন্ন স্ট্রাটেজি গ্রহন করেছি। একই সাথে আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপে মুক্তি দেবো।’

এক্ষেত্রে নিউইয়র্কের কিউ গার্ডেন সিনেমাস ও শোকেস ফারমিংডেল এবং লস এনজেলেসের লেমলি নর্থ হলিউডসহ ভার্জিনিয়া, বস্টন, সান ফ্রানসিসকো, শিকাগো এবং ডালাসের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘তান্ডব’ আগামী শুক্রবার ১৩ জুন ২০২৫ এ। এছাড়াও রোম, স্টকহোম, কোপেনহেগেন এবং টরন্টোতে একই দিনে মুক্তি দেয়া হবে ছবিটি। এই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে পরবর্তী শহরগুলোতে প্রদর্শিত হবে ‘তান্ডব’।

উল্লেখ্য, রায়হান রাফি তার পরাণ, সুড়ঙ্গ ও তুফানের ব্লকবাস্টার সাফল্যের পর এবারে তান্ডব ছবিটি নিয়ে হাজির হচ্ছেন দর্শকদের মাঝে। ছবিটি নিয়ে নানান আলোচনা প্রসঙ্গে রায়হান রাফি বলেন,‘একটি ছবি নিয়ে কখনওই আগে কিছু বলতে আমি নারাজ। তবে দীর্ঘদিন ধরে অনেকেই আমাকে বলে আসছিল আমাদের চলচ্চিত্রে কেন মাল্টি-কাস্টিং হয়না। এ কারণে তান্ডব ছবিতে একাধিক চমক দেখিয়েছি। যা নিয়ে আগে আমি কিছুই বলতে চাই না। আশা করি ছবিটি হলে মুক্তি পেলেই সকল প্রশ্নের জবাব মিলবে।

প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সূত্র জানায়, একটি টেলিভিশন চ্যানেলে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যাবে সিনেমার গল্প। ছবির গল্প রচনায় রয়েছেন পরিচালক নিজেই, এবং চিত্রনাট্য করেছেন আদনান আদিব খান ও রায়হান রাফী যৌথভাবে।

ঈদ উপলক্ষে দেশজুড়ে প্রায় দেড় শতাধিক সিনেমা হলে ‘তান্ডব’ মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে। এটি হতে যাচ্ছে এবারের ঈদের সবচেয়ে বড় বাজেট ও তারকাবহুল সিনেমা। যেখানে শাকিব খানের সঙ্গে দেখা যাবে আফজাল হোসেন, জয়া আহসান, সাবিলা নূর, ফজলুর রহমান বাবু, সুমন আনোয়ার, সিয়াম আহমেদসহ একাধিক তারকাদের। ছবিটি প্রযোজনা করছে আলফা আই ও শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে হলো ফিলাডেলফিয়া বইমেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসে বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম প্রধান মঞ্চ ফিলাডেলফিয়া বইমেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩১ মে (শনিবার) সকাল ১১টা থেকে শুরু হয়ে বইমেলা চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন লেখক, শিল্পী, মুক্তিযোদ্ধা, শিশু-কিশোর, শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতি অনুরাগীরা।

নাট্যকার ও কবি বদরুজ্জামান আলমগীরের উদ্বোধনী ঘোষণার মাধ্যমে বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এ সময় দুই দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানে পেনসিলভেনিয়ার গভর্নর জশ শাপিরোর পক্ষ থেকে পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করেন আকবর হোসেন এবং ফিলাডেলফিয়ার মেয়র শেরল পার্কারের শুভেচ্ছা বাণী পড়ে শোনান ড. নীনা আহমেদ।

মূলমঞ্চের আলোচনাপর্বে অংশ নেন ডা. জিয়াউদ্দিন আহমদ, ড. ইবরুল চৌধুরী, আহমদ সায়েম, জোহরা খাতুন কলি, আব্দুল হাফিজ, কামরুল হাসান ও আশরাফুল ইসলাম আরিফ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বন্ধু, মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব ফিলিস টেইলর। আলোচনায় বইমেলার প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্যচর্চা ও প্রবাসে সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা তুলে ধরা হয়। মেলায় প্রবাসী কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠক, উদ্যোক্তা ও বিশিষ্টজনদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সমাপনী বক্তব্যে মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন আহমদ সকল অতিথি, অংশগ্রহণকারী ও আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

উত্তর আমেরিকায় প্রীতম হাসানের ২৫ কনসার্ট, নিউইয়র্কে ১৫ জুন

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রীতম হাসান

মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার ২০২৪ সেরা গায়ক বিজয়ী এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক, সংগীত পরিচালক ও অভিনেতা প্রীতম হাসান এবার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন শহরে প্রায় ২৫টি কনসার্টে পারফর্ম করবেন। উত্তর আমেরিকা সফরের খবর পুরাতন হলেও টানা তিন মাসে আমেরিকা কানাডার বিভিন্ন শহরে ২৫টি কনসার্ট করে প্রিতম হাসান তার সঙ্গীত ক্যারিয়ারে নতুন পালক যোগ করলেন। আমেরিকার মাটিতে নেমে প্রীতম নিজেই ফেসবুক পোস্টে কনসার্টের বিস্তারিত জানিয়েছেন।

প্রীতমের উত্তর আমেরিকা সফর শুরু হবে ৩১ মে ডালাস থেকে, আর শেষ হবে ৩১ আগস্ট বাফেলোতে। এর মধ্যে তিনি নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, ডালাস, অস্টিন, হিউস্টন, মায়ামি, সান হোসে, পোর্টল্যান্ড, টরন্টো, লস অ্যাঞ্জেলেস, বস্টন, মনট্রিয়াল, ক্যালগেরি, ওয়াশিংটন ডিসি, মিশিগান, সিয়াটল, আটলান্টাসহ বাঙালি অধ্যুষিত প্রায় সকল শহরে কনসার্টে অংশ নেবেন। সাথে থাকবে তার বড় ভাই জনপ্রিয় গায়ক প্রতিক হাসান।

জনপ্রিয়তার শিখরে থাকা প্রীতম হাসান নিউ ইয়র্কে গান গাইবেন আগামী ১৫ জুন সন্ধ্যা ৭ টায় লাগর্ডিয়া কলেজ পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে। প্রীতম হাসান লাইভ ইন নিউ ইয়র্ক শিরোনামে এই কনসার্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে দেশী মিউজিক এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট এবং সহযোগী আয়োজক প্রিয়জন ফিল্মস্ ও টোস্টার প্রোডাকশন। আয়োজক জামান মনির জানান- আমি দীর্ঘ ২০ বছর ধরে এই শো আয়োজন করে আসছি। প্রীতমের হাসানের মত এতো দর্শক উন্মাদনা আর কাউকে দেখি নাই। আমি এখনও আমেরিকা কানাডার বিভিন্ন শহর থেকে ফোন পাচ্ছি, তারা প্রীতম হাসানের কনসার্ট দেখতে চায় কিংবা আয়োজন করতে চায়।

নিউইয়র্কের সহ আয়োজক প্রিয়জন ফিল্মসের কর্ণধার লিটু আনাম বলেন- এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় এবং জনপ্রিয় শিল্পী প্রীতম হাসানের কনসার্ট আয়োজন করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। খুবই ভালো সাড়া পাচ্ছি। প্রীতম ভক্তদের উন্মাদনা আমি উপভোগ করছি। সহ আয়োজক রনি ভৌমিক বলেন- ভক্ত-অনুরাগীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে দারুণ এক খবর। নিউ ইয়র্ক বাসীদের আমরা প্রীতমের কনসার্ট উপহার দিতে পেরে আনন্দিত এবং সকলের আগ্রহ দেখে আমরা ধন্য।

কোক ষ্টুডিও’র দেওরা ও মালোমা এবং বর্তমানে সাকিব খানের সিনেমার জনপ্রিয় গান, উড়াধুরা, চাঁদ মামা ও দ্বিধা এবং তার জনপ্রিয় বেয়াইনসাব, লোকাল বাস, গার্লফ্রেন্ডের বিয়ে, জাদুকর, খোকাসহ সব এখন উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি দর্শক-শ্রোতারা প্রীতমের জনপ্রিয় গানগুলো উপভোগ করার সুযোগ পাবেন এবার সরাসরি মঞ্চে।

নিউইয়র্কের গভর্নর পদে লড়বেন অ্যান্তোনিও ডেলগাডো

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যান্তোনিও ডেলগাডো আনুষ্ঠানিকভাবে গভর্নর পদের জন্য তার প্রার্থিতার ঘোষণা দিয়েছেন। সোমবার (২ জুন) এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ২০২৬ সালের নির্বাচনের জন্য ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে বর্তমান গভর্নর ক্যাথি হোকুলকে চ্যালেঞ্জ জানান তিনি।

জানা গেছে, গত কয়েক মাসে তিনি রাজ্যজুড়ে টাউন হল সভার আয়োজন করেছেন। যার মাধ্যমে তিনি তার রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি হাডসন ভ্যালির বাইরেও নিজের পরিচিতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন। এসব টাউন হলের মাধ্যমে তিনি প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। নিউইয়র্ক ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি, সিটিজেন অ্যাকশন অফ নিউইয়র্ক এবং থার্ড অ্যাক্ট আপস্টেট ইতোমধ্যে তার উদ্যোগে সাড়া দিয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে ডেলগাডোর প্রচারণা শুরুর সময় নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। নিউইয়র্ক টাইমস ও নিউইয়র্ক পোস্ট একইদিনে ভিন্ন সময়ে তার প্রার্থিতার খবর প্রকাশ করে। ডাচেস কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান মাইকেল ড্যুপ্রি জানান, তারা জানতেন ঘোষণাটি ৭ জুন নিজের শহরে দেওয়া হবে। তবে ডেলগাডোর প্রচার টিম দাবি করেছে, ২ জুন থেকেই তাদের প্রচারণার পরিকল্পনা ছিল এবং এই সময়সূচির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ডেলগাডোর এই সিদ্ধান্ত সময়ের দিক থেকে কিছুটা বিপজ্জনক। বর্তমান গভর্নর ক্যাথি হোকুল নিউইয়র্ক রাজনীতিতে একজন শক্তিশালী নাম। যিনি ইতোমধ্যে ১৫.৫ মিলিয়নের ডলারের বেশি তহবিল সংগ্রহ করেছেন। অপরদিকে, ডেলগাডোর হাতে রয়েছে মাত্র ৯ লাখ ৭০ হাজার ডলার। যদিও তিনি রাজ্যের নতুন পাবলিক ক্যাম্পেইন ফাইন্যান্স প্রোগ্রামের অধীনে বাড়তি সহায়তা পেতে পারেন।

অ্যান্তোনিও ডেলগাডো

সাম্প্রতিক সিয়েনা কলেজ জরিপ অনুযায়ী, ডেলগাডোর নাম অনেক ভোটারই চেনেন না। হোকুল যেখানে ৪৬ শতাংশ ডেমোক্রেট ভোটারের সমর্থন পেয়েছেন। ডেলগাডো পেয়েছেন মাত্র ১২ শতাংশ। ফলে তার সামনে রয়েছে বড় চ্যালেঞ্জ।

এরই মধ্যে ডেলগাডোর বিরুদ্ধে হোচুলের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক মিত্রদের সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে। হাডসন ভ্যালির কংগ্রেসম্যান প্যাট রায়ান সামাজিক মাধ্যমে হোচুলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে লিখেছেন, তিনি কঠোর পরিশ্রমী, নীতিবান এবং প্রকৃত অর্থে একজন যোদ্ধা।

ডেলগাডোর ঘোষণাকে ঘিরে ডেমোক্রেটিক দলেও বিভক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দলের সাবেক চেয়ারম্যান বাসিল স্মাইকেল ডেলগাডোর সিদ্ধান্তকে ‘সময়ের আগে এবং ভেবে না-দেখা’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এমনকি সাবেক গভর্নর প্রার্থী টম সুওজ্জিও ডেলগাডোকে সাবধান করে বলেন, তুমি মেধাবী, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এটা হয়তো সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নয়।’

এদিকে ২০২৬ সালের নির্বাচনে নতুন একটি নিয়ম প্রযোজ্য হচ্ছে, যেখানে গভর্নর ও লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রার্থীদের প্রাইমারিতে যুগ্মভাবে লড়তে হবে। আগের নিয়মে তারা আলাদাভাবে প্রার্থী হতেন এবং সাধারণ নির্বাচনে একসঙ্গে লড়তেন। হোকুল ও ডেলগাডোর দ্বন্দ্বের পরই এই নিয়ম পরিবর্তন করা হয়। এর ফলে, ডেলগাডো ও হোচুল—উভয়কেই এখন আলাদা করে তাদের রানিং মেট বেছে নিতে হবে।

গর্ভপাত আইন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে উত্তেজনা

রোকেয়া দীপা

যুক্তরাষ্ট্রে গর্ভপাত ইস্যুতে ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক। সদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ট্রাম্প প্রশাসন বাতিল করেছে বাইডেন সরকারের সময় জারি হওয়া সেই নির্দেশনা। যেখানে চিকিৎসকদের জরুরি পরিস্থিতিতে গর্ভপাত করার অনুমতি ছিল।

২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিভাগ ‘জরুরি চিকিৎসা ও প্রসব আইন’ অনুযায়ী, মা বা অনাগত সন্তানের জীবনহানির আশঙ্কা থাকলে গর্ভপাতকেও জরুরি চিকিৎসা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই আইনটি ১৯৮৬ সালে চালু হয়। যেখানে বলা হয়, জরুরি অবস্থায় রোগীর আর্থিক অবস্থা না দেখে চিকিৎসা দিতে হবে। কেউ চিকিৎসা না পেলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে জরিমানা গুনতে হবে।

কিন্তু এখন ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, আগের ওই নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাবেক মন্ত্রীর একটি চিঠি বাতিল করা হয়েছে। কারণ, সেগুলো বর্তমান প্রশাসনের নীতির সঙ্গে মানানসই নয়। তবে নতুন সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, ‘জরুরি চিকিৎসা ও প্রসব আইন’ আগের মতোই থাকবে। আর কোনো গর্ভবতী নারী বা অনাগত শিশুর জীবনঝুঁকি থাকলে চিকিৎসা চালু থাকবে। তবে গর্ভপাত বাধ্যতামূলক চিকিৎসা হিসেবে থাকবে কী-না সে বিষয়ে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি।

এই সিদ্ধান্ত এমন সময়ে এলো, যখন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ২০২২ সালে ঐতিহাসিক ‘রো বনাম ওয়েড’ মামলার রায় বাতিল করে দেয়। ফলে ফেডারেল পর্যায়ে গর্ভপাতের অধিকার আর সংবিধানসম্মত নয়, প্রতিটি রাজ্য নিজ নিজ আইন তৈরি করার স্বাধীনতা পায়। এরপর থেকেই বহু রাজ্যে গর্ভপাত নিষিদ্ধ বা সীমিত করে আইন প্রণয়ন হয়েছে।

এই নতুন বিতর্ক নারী অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা নীতিমালা ও রাজনৈতিক বিভাজনকে আরও প্রকট করেছে। বিভিন্ন অধিকারকর্মী ও চিকিৎসা সংস্থাগুলো এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলছে, এতে নারীদের জীবন আরো ঝুঁকির মুখে পড়বে।

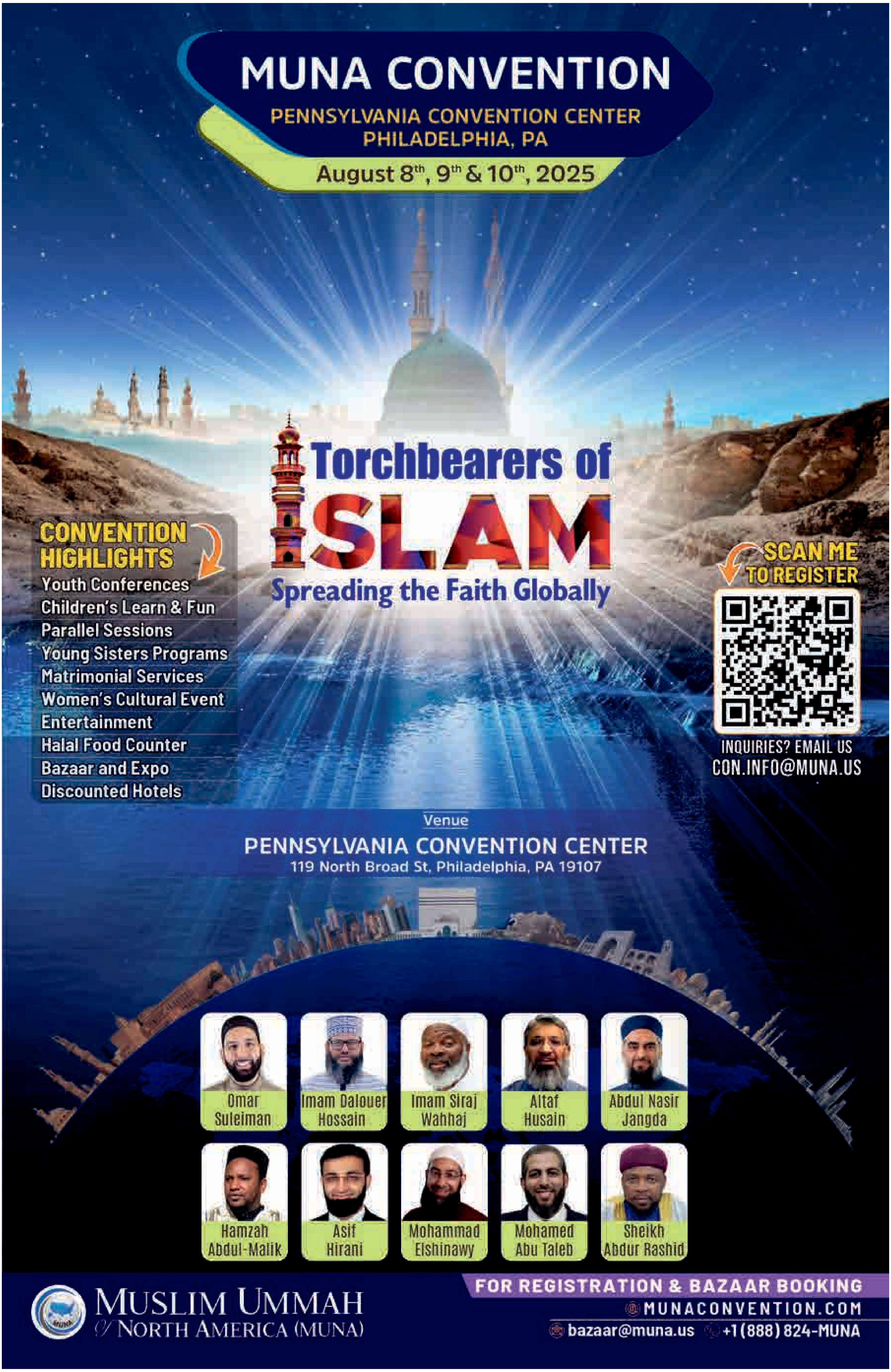
MUNA CONVENTION
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
PHILADELPHIA, PA
August 8th, 9th & 10th, 2025
Torchbearers of
ISLAM
Spreading the Faith Globally
CONVENTION HIGHLIGHTS
Youth Conferences
Children's Learn & Fun
Parallel Sessions
Young Sisters Programs
Matrimonial Services
Women's Cultural Event
Entertainment
Halal Food Counter
Bazaar and Expo
Discounted Hotels
SCAN ME TO REGISTER
INQUIRIES? EMAIL US
CON.INFO@MUNA.US
Venue
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
119 North Broad St, Philadelphia, PA 19107
Omar Suleiman
Imam Dalouer Hossain
Imam Siraj Wahhaj
Altaf Husain
Abdul Nasir Jangda
Hamzah Abdul-Malik
Asif Hirani
Mohammad Elshinawy
Mohamed Abu Taleb
Sheikh Abdur Rashid
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
FOR REGISTRATION & BAZAAR BOOKING
MUNACONVENTION.COM
bazaar@muna.us
+1(888) 824-MUNA

Eid
MUBARAK
Mohammad Istiaque Hossain, CEO
Essential Home Care
ESSENTIAL HOME CARE
এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
Head Office
170-10 Hillside Ave ,
Jamaica NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com
Bronx Office
2166/B Sstarling Avenue,
Bronx, NY 10462
929-386-6805
jacshaheen1@yahoo.com
Jackson Height Office:
3718 73nd St. 2nd Fl. Suite 202,
Jackson Heights-11372
971-300-6463

বাংলাদেশি-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ তপন, ডিরেক্টর পিন্টু

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ২০২৫-২০২৬ মেয়াদের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৭ মে, মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটসের ৭৪তম স্ট্রিটের সানাই রেস্টুরেন্টে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে ভোটগ্রহণ এবং পরবর্তীতে রাত ১২টার দিকে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

এবারের নির্বাচনে সানমান গ্লোবালের সিইও মাসুদ রানা তপন কোষাধ্যক্ষ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে, এ্যাংকর ট্রাভেলের সিইও এএসএম মাইনুদ্দিন পিন্টু সর্বোচ্চ ১০০ ভোট পেয়ে ডিরেক্টর পদে নির্বাচিত হন। উভয়েই দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সামাজিক ও কমিউনিটি-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকায় তাদের এই বিজয় প্রশংসিত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। কমিশনের অপর চার সদস্য হলেন এম. মতিউর রহমান, রেজা রশিদ, আব্দুর রহিম হাওলাদার ও আমেনা নেওয়াজ।

সভাপতি পদে জেএফএম রাসেল ৭৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী এস এম আলম পেয়েছেন ৫৫ ভোট। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মো. মশিউর রহমান মজুমদার, যিনি ৯৪ ভোটে জয়ী হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আহমেদ সোহেল পেয়েছেন ৩৪ ভোট।

ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন একেএম আব্দুর রশিদ (৭৯ ভোট)। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন হালিম আব্দুল্লা ও মো: রুহুল আমিন। কামরুল মজুমদার (হালিম আব্দুল্লা) পেয়েছেন ৬০ ভোট এবং রুহুল আমিন পেয়েছেন ৯২ ভোট।

এছাড়া এবার ১১ জন ডিরেক্টর নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন—এটিএম হেলালুর রহমান (৮৮), মো: মফিজুর রহমান (৭৫), ডেইজি ইয়াসমিন (৭৩), কামরুল হাসান (৬৯), মোহাম্মদ এ জামান (৬৬), মো: মনিরুল ইসলাম (৬৫), মোহাম্মদ হোসেন জাকির (৫৮), মোহাম্মদ এ কাশেম (৫৩), মোহাম্মদ আহসানুল হক বাবুল (৫১) এবং মো: জেড রহমান ওরফে আকাশ রহমান (৪৬)।

নির্বাচন চলাকালে ও ফলাফল ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিলেন লায়ন ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২-এর গভর্ণর (ইলেক্ট) আসেফ বারী টুটুল এবং সেকেন্ড ভাইস গভর্ণর শাহ নেওয়াজ। তারা নবনির্বাচিতদের শুভেচ্ছা জানান এবং ক্লাবের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে আরও সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা করেন।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের মিলনমেলা ২৪ আগস্ট

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে চলতি বছরের ২৪ আগস্ট বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই বিশেষ আয়োজনটি হবে নিউইয়র্ক সিটির লাগোয়ার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে। বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনকের অতীত নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের নিয়ে এই আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা।

আয়োজকদের মতে, এই মিলনমেলা শুধু স্মৃতিচারণের জন্য নয়, বরং বাংলাদেশ সোসাইটির দীর্ঘ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও সাফল্যের প্রতিফলন হিসেবেও কাজ করবে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করবেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে গঠন করা হয়েছে একটি আয়োজক কমিটি। এতে আহ্বায়কের দায়িত্বে রয়েছেন ডাঃ ওয়াদুদ ভূঁইয়া। সদস্য সচিব হিসেবে রয়েছেন বাবুল চৌধুরী এবং প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মোঃ জামান তপন।

কনস্যুলার ফি বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সোসাইটির তীব্র প্রতিবাদ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কনস্যুলার সার্ভিসের ফি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি। সংগঠনটি বলছে, এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক, প্রবাসীবিরোধী এবং আর্থিকভাবে শাস্তিমূলক।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সেবা গ্রহণে সম্প্রতি বেশ কিছু ফি ৭৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সোসাইটির দাবি, এমন সিদ্ধান্ত বাস্তবতা বিবর্জিত এবং প্রবাসীদের প্রতি এক ধরনের অবহেলার প্রতিফলন।

সোসাইটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, বর্তমান সরকার নিজেকে প্রবাসীবান্ধব দাবি করলেও, এই সিদ্ধান্ত তার সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা দিনরাত পরিশ্রম করে রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে, সেই প্রবাসীদের প্রতি এমন আচরণ চরম দুঃখজনক।

সংগঠনটি দাবি করেছে, ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করে তা আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনা, এমনকি সম্ভব হলে আরও কমানো উচিত। যাতে প্রবাসীরা সরকারি সেবা সহজে নিতে পারেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.০০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্জ যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · SIMPLE mobile · h2o UNLIMITED · T-Mobile · UNIVISION mobile · Lycamobile
Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla, Urdu, Arabic, English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196-43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র নর্থওয়েস্ট রিজিওনাল কমিটি গঠন

রচডেল সংবাদদাতা

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র নর্থওয়েস্ট রিজিওনাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ১ জুন (রোববার) রচডেল কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এক সাধারণ সভায় নাজমুল ইসলামকে চেয়ারম্যান, মীর গোলাম মোস্তফাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সোহেল মিয়াকে কোষাধ্যক্ষ করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট রিজিওনাল এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ কমিউনিটি নেতা আলহাজ্ব সুরাবুর রহমান এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা সৈয়দ মুজিবুর রহমান মুজিব।

সভায় বক্তারা বলেন, প্রবাসে বসবাসকারী গ্রেটার সিলেটবাসীদের অধিকার, উন্নয়ন ও দাবিদাওয়া আদায়ে একটি শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন ছিল বহুদিন ধরে। নতুন কমিটি সে লক্ষ্যে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন সকলে। টেলিকনফারেন্সে যুক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় কনভেনর ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর নবগঠিত কমিটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে ঐক্য ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনায় প্রবাসীদের সম্পত্তির নিরাপত্তা, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পূর্ণাঙ্গ রূপদান, সিলেটকে প্রদেশ ঘোষণার দাবি, হাইকমিশনের সেবা উন্নয়নসহ প্রবাসীদের জীবনযাপন ও নাগরিক অধিকারের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। বক্তারা বলেন, প্রবাসীরা কেবল রেমিট্যান্স প্রেরণেই সীমাবদ্ধ নন, বরং দেশের অর্থনীতিতে ও সমাজ উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখছেন। তাই প্রবাসীদের ন্যায্য দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করাই এখন সময়ের দাবি।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

বেইজমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৮৯ এভিনিউ ও ২১২ প্লেস কিউ ০১, ৩৬, ৪৩ এবং ২২ লং আইল্যান্ড এমটিয়ে ক্লোজ টু হিলসাইড ভাড়া হবে। একবেড বাথ বড় লিভিং এপ্রিল থেকে।
718-675-9305

BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 7187857123

পাত্রী চাই

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ: 929-407-7375

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্য-য়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATH-EMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি :সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিল হতে পারে যে কারণে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সতর্কবার্তা দিয়েছে দেশটির অভিবাসন কর্তৃপক্ষ। তাদের বলা হয়েছে, নির্ধারিত নিয়ম-কানুন মেনে চলা না হলে শিক্ষা ভিসা (এফ-১ বা এম-১) বাতিল হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও কাস্টমস আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্র নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রতি বছর অনেক শিক্ষার্থী নিয়ম অমান্য করে ‘আউট অব স্ট্যাটাস’ (অবৈধ অবস্থানে) চলে যান এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ভিসার বৈধতা হারাতে হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কয়েকটি সাধারণ ভুল শিক্ষার্থীদের ভিসা হারানোর প্রধান কারণ। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হিসেবে না থাকা; অনুমোদন ছাড়া কাজ করা; এসইভিআইএস (শিক্ষার্থী ও বিনিময় ভিসা তথ্য ব্যবস্থা) রেকর্ড বাতিল হওয়া; এবং আইন লঙ্ঘন বা একাডেমিক কারণে বহিষ্কার।

নিউইয়র্কের অভিবাসন আইনজীবী এটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, অনেকে অজান্তেই নিয়ম লঙ্ঘন করেন। যা পরবর্তীতে তাদের অভিবাসন রেকর্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং নতুন ভিসা পাওয়া কঠিন করে তোলে। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনোনীত স্কুল কর্মকর্তার (ডিজাইগনেটেড স্কুল অফিসার)সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার এবং যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরামর্শ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি আইনানুগ নিয়মাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Re-ceptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে ৬৫০ জাহাজের নিবন্ধন বাতিল পানামার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে পানামা মেরিটাইম কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সাল থেকে ৬৫০টির বেশি জাহাজের নিবন্ধন বাতিল করেছে। এছাড়া এসব জাহাজে পতাকা বহন করার ক্ষেত্রে কঠোর নীতি আরোপ করা হয়েছে। সোমবার (২ জুন) এ তথ্য জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্স

কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, গত বছর থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য প্রায় ২১৪টি জাহাজ পানামা নিবন্ধন থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। পানামার কাছে ৮ হাজার ৫০০টির বেশি জাহাজের নিবন্ধন রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আইনি পরামর্শমূলক বেসরকারি সংস্থা ইউনাটেড অ্যাগিনেস্ট নিউক্লিয়ার ইরানের (ইউএএনআই) সমালোচনা করে প্রতিবাদ জানিয়েছে পানাম। সংস্থাটি গত সপ্তাহে অভিযোগ করে, নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে পানামা যথাযথ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এজন্য সংস্থাটি পানামার কাছে অনুরোধ জানায়, দ্রুত সময়ের মধ্যে যেন তারা ইরানের অবৈধ তেল বাণিজ্য সুবিধা বন্ধ করে এবং ইরানের তেল বহনকারী সমস্ত ট্যাংকার থেকে পাতাকা সরিয়ে ফেলে।

ইউএএনআইয়ের মতে, পানামার পতাকাবাহী পাঁচটি জাহাজের মধ্যে অন্তত একটি জাহাজ ইরানের তেল পরিবহন করে। সংস্থাটি আরও জানায়, এটি শুধু পানামার নিবন্ধন ব্যর্থতা নয়। এটি সরাসরি বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা এবং আঞ্চলিক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

২০১৯ সালে পানামা লাইবেরিয়া এবং মার্শাল দ্বীপপুঞ্জসহ অন্যান্য দেশের পতাকাবাহী জাহাজের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। মূলত যেসব জাহাজের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের কারণে নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে তাদের মধ্যে তথ্য-প্রদানে এই চুক্তি করা হয়। পাশপাশি পানামা এমন সব জাহাজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে যারা পণ্য সরবরাহের সময় ট্রাকিং এড়াতে ট্রান্সপন্ডার বন্ধ করে রাখে।

নিউইয়র্কে সিরাজুল আলম খান স্মৃতি পরিষদের আলোচনা সভা

রুদ্র মাসুদ

নিউইয়র্কে শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো জাসদের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম রূপকার সিরাজুল আলম খান স্মরণে আয়োজিত এক আলোচনা সভা। "বাংলাদেশের উন্নয়ন ও প্রবাসীদের দাবি-দাওয়া আদায়ে সোচ্চার হোন"—এই স্লোগানে আয়োজিত সভাটি অনুষ্ঠিত হয় জ্যামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউর স্টার কাবাব হলরুমে।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজুল আলম খান ফাউন্ডেশন এন্ড রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান ও দৈনিক সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সাঈদ খান।

তিনি বলেন, "মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দলীয়করণ, পারিবারিকীকরণ ও ব্যক্তিকরণের ফলে আমরা কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়তে ব্যর্থ হয়েছি। তবে এর মানে এই নয় যে অতীতে আমরা ভালো ছিলাম।

বর্তমানে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান আমাদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য।"

তিনি আরও বলেন, "দেশের মানুষ গণতন্ত্রকে ভোটের মাধ্যমে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সুযোগ হিসেবে দেখে। এই ভোটাধিকার রক্ষার প্রশ্নে সিরাজুল আলম খান আজ থেকে ৪৫ বছর আগে রাষ্ট্র সংস্কারের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা আজও সময়োপযোগী।"

সভায় সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান এবং পরিচালনা করেন স্মৃতি পরিষদের সদস্য সচিব শাহাব উদ্দীন। বক্তৃতা দেন এডভোকেট মতিউর রহমান, মুজিবুর রহমান (লিগ্যাল কনসালটেন্ট), বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, মোজাহিদ আনসারি, জামান তপন, নজরুল ইসলাম, প্রোগ্রেসিভ ফোরামের জাকির হোসেন বাচ্চু, আবুল হোসেন, সৈয়দ জুয়েল প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সিরাজুল আলম খানের জীবনদর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান আজকের প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা জরুরি।

স্মৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ২২ জুন বিকাল ৬টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

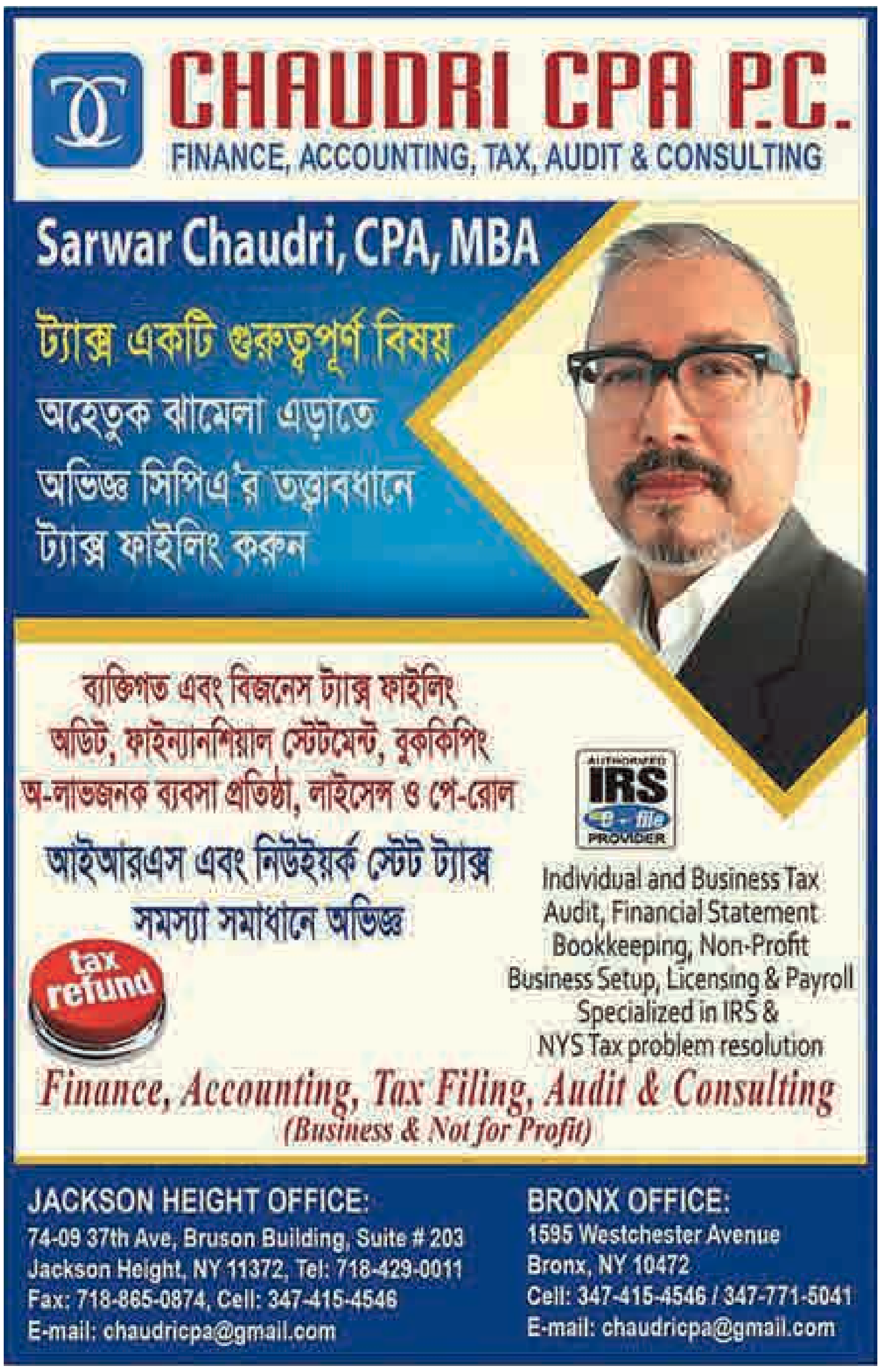

বেঙ্গল ক্লাবের আয়োজনে বৈশাখী উৎসবের বর্ণিল আয়োজন

আটলান্টিক সিটি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটির বেঙ্গল ক্লাব জমজমাট আয়োজনে উদযাপন করেছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩২। গত ২৮ মে সন্ধ্যায় এগ হারবার টাউনশিপের হলি ট্রিনিটি গির্জার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই 'বর্ষবরণ উৎসব' প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরে তোলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মন।

উৎসবে ছিল নানা সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা, আবৃত্তি, দেশীয় পণ্যের মেলা, র‍্যাফেল ড্র, এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও প্রবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন, ফলে মিলনায়তন পরিণত হয় এক টুকরো বাংলাদেশে।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি রানা কবির বৈশাখী গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। স্থানীয় শিল্পী জয়ন্ত সিনহা, আসিফ আনোয়ার এবং আমন্ত্রিত শিল্পী ত্রিনিয়া পরিবেশন করেন নানান গান, যা দর্শকদের নেচে-গেয়ে মাতিয়ে রাখে দীর্ঘ সময়। কবিতা আবৃত্তি করেন শামীমা শাম্মী। মেলায় ছিল বাংলার ঐতিহ্যবাহী চারুকারু, খাবার, বুটিক, গয়না, এবং পোশাক। সব মিলিয়ে প্রবাসে বসেই উপভোগ করা যায় বাংলাদেশের গন্ধ ও রঙ।

সমগ্র আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন সভাপতি রানা কবির, সাধারণ সম্পাদক কাজল বাড়ৈ, সহসভাপতি আলী চৌধুরী তান্নু, মিল্টন চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আনিস জুয়েল, কায়সার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুহেল আহমেদ, আসিফ আনোয়ার, প্রচার সম্পাদক কৃষ্ণ চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবীরা।

অনুষ্ঠান শেষে আয়োজকরা জানিয়েছেন, প্রবাসীদের এমন সাড়া পেয়ে তারা আপ্লুত এবং ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে বর্ষবরণ আয়োজন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নওফেলের বিদেশি স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করবে দুদক

ঢাকা ডেস্ক

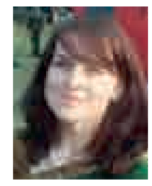

ইমা ক্লেয়ার বার্টন

নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের স্ত্রী ইমা ক্লেয়ার বার্টনের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাঁর বিরুদ্ধে ৮৪ লাখ ৩৫ হাজার ১২৮ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আজ বুধবার (৪ জুন) দুদক এ-সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তি জারির বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম।

দুদকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের স্ত্রী ইমা ক্লেয়ার বার্টনের বিরুদ্ধে ৮৪ লাখ ৩৫ হাজার ১২৮ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁর নামে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(১) ধারা মোতাবেক সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারির সুপারিশ করা হয়। পরে তাঁর সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারির সিদ্ধান্ত হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী জারি করার পর অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তাঁর পক্ষে কেউ তা গ্রহণ না করায় গত ২৩ মার্চ আদেশসহ মূল সম্পদ বিবরণী লটকিয়ে জারি করা হয়।

নিউইয়র্কে শহীদ জিয়ার শাহাদাতবার্ষিকীতে জাতীয়তাবাদী ফোরামের নানা কর্মসূচি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া, মিলাদ মাহফিল ও তবারক বিতরণ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনক। শুক্রবার (৩১ মে) নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকার ইসলামিক সেন্টার মসজিদে বাদ মাগরিব এসব কর্মসূচি পালিত হয়।

ফোরামের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মুকুলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন সেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদ রইচ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা মো. গিয়াস উদ্দিন, ফারুক হোসেন মজুমদার, এবং সেচ্ছাসেবক দল নেতা নূরে আলম।

দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন ইসলামিক সেন্টার মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুস সাদিক। তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনার পাশাপাশি বিএনপির চেয়ারপারসন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। একই সঙ্গে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর রুহের মাগফিরাতও কামনা করা হয়।

দোয়া মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা মো. বাচ্চু মিয়া, ড. নুরুল আমিন পলাশ, নাছিম আহমেদ, মাওলানা ওমর ফারুক, মোতাহার হোসেন, শেখ জহির, মো. আলাউদ্দিন মাদবর, হাফেজ নূরনবী, আবু নাছের, শেখ ইউসুফ, আলী, মো. হারুনুর রশিদ, মো. সারওয়ার, তারেক জামান টুটুল, আবুল কালাম, শিহাব আহমেদ ও মো. সেলিম। অনুষ্ঠান শেষে সবাই মিলে তবারক গ্রহণ করেন।

মসজিদ ও কবরের নামে চলছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রে ২০২০ সালের পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, শুধু নিউইয়র্ক সিটিতেই ২৮০টির বেশি ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদ রয়েছে। অথচ নিউইয়র্কের কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় কিছু গোষ্ঠী পুরাতন মসজিদের পাশাপাশি 'নতুন মসজিদ' তৈরির অজুহাতে বারবার চাঁদা তোলার ফর্মুলা চালু করেছেন।

কমিউনিটির একটি অনুসন্ধানী গ্রুপ বাংলাদেশ কমিউনিটি ওয়াচ এনওয়াইসি, ২০২৪ সালে তাদের এক রিপোর্টে জানায়- সাধারণ প্রবাসীদের কাছ থেকে ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে বছরে প্রায় ৩-৫ লাখ ডলারেরও বেশি তোলা হচ্ছে বিভিন্ন মসজিদ নির্মাণ ও উন্নয়নের নামে, যার বড় অংশের হিসাব নেই বা অস্বচ্ছ।

আরেকটি বিস্ময়কর দিক হলো- কবরের ব্যবসায়। কিছু ব্যক্তি মানুষের কাছে কবরস্থানের 'সংকটের' গল্প শোনিয়ে জমজমাট কবর বিক্রির ব্যবসায় শুরু করেছেন। লেখকের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, তাঁর ব্লকে তাঁর নিজের পরিবার ছাড়া প্রায় সবাই আগেভাগেই কবরের জায়গা কিনে রেখেছেন।

নিউইয়র্কে মুসলিম কবরস্থানের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ইসলামিক বিউরাল কাউন্সিল অব নিউ ইয়র্ক জানায়, ২০১৯-২০২৪ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র নিউইয়র্ক রাজ্যে অন্তত ১২টি নতুন মুসলিম কবরস্থান চালু হয়েছে। কিন্তু কবর ব্যবসায়ীদের দাবি, 'জায়গার সংকট' একটি বড় সমস্যা।

কিন্তু বাস্তবতা হল- ইসলাম ধর্মে আগাম কবর কেনা বা দখল করে রাখার সংস্কৃতি নেই। বরং ২০২১ সালে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, মক্কা ও মদীনার পাবলিক কবরস্থানে পুরনো কবরের জায়গা রিসাইকেল করে নতুন দাফন কার্যক্রম পরিচালিত হয় নিয়মিতভাবে। এক্ষেত্রে কেউ নামফলক স্থাপন করে চিরস্থায়ী স্মৃতি রাখে না, কারণ ইসলাম এটি সমর্থন করে না (সূত্র: সৌদে গেজেট, জুলাই ২০২১)।

ইসলামে কবরস্থানের ব্যবস্থাপনায় মানবিকতা, স্থিতিশীলতা ও দুনিয়ার সাময়িকতার বোধ স্পষ্ট। হাদিস অনুযায়ী, 'যে স্থানে মৃত্যু ঘটে, সেখানেই মাটি হওয়াই মানুষের জন্য কল্যাণকর।' (আবু দাউদ, কিতাব আল-জানায়িজ)। এছাড়া, রাসুলুল্লাহর (সা.) যুগেও কবর পুনঃব্যবহারের প্রথা ছিল।

ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, 'ধর্মকে যদি ব্যবসায়ের মোড়কে মুড়ে ফেলা হয়, তবে তা আর ধর্ম থাকে না, হয়ে ওঠে এক ধরনের উপাস্য বাণিজ্য।'

নিউইয়র্কে এই কথিত 'আলেম ব্যবসায়ীদের' কাছে ধর্ম এখন যেন সেই রূপেই হাজির হয়েছে।

ঈদ ঘিরে কমিউনিটিতে নানা আয়োজন

শেষ পৃষ্ঠার পর

পৌঁছে গেছে সুদূর আমিরেকায়!

জানা গেছে, আগামী ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রে ঈদুল আজহা উদযাপন হবে। নিউইয়র্ক সিটিতে প্রধান প্রধান ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, ব্রুকলিনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, কুইন্সের আল আমিন মসজিদ, ওজোনপার্কের আল আমান মসজিদ এবং ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার জামে মসজিদে। এছাড়া, নিউজার্সি, ফ্লোরিডা, পেনসিলভানিয়া, মিশিগান, শিকাগো, টেক্সাসসহ অন্যান্য রাজ্যের মসজিদগুলোতেও একাধিক ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশে কোরবানির ঈদ মানেই উৎসবের এক অনন্য রূপ। গরুর হাটে যাওয়া, দরদাম করে গরু কেনা, বাড়ির উঠানে বা খোলা মাঠে জবাই, এরপর মাংস সমান তিন ভাগ করে আত্মীয়, প্রতিবেশী আর গরিবদের মধ্যে বণ্টনের যে প্রাণবন্ত দৃশ্য। তা অনেকের শৈশব-কৈশোরের অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি। কিন্তু নিউইয়র্ক শহরের চিত্র একেবারেই আলাদা।

এখানে কোরবানি দেওয়ার সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত উপায় হলো স্থানীয় বাংলাদেশি মালিকানাধীন মুদি দোকান বা হালাল গ্রোসারিগুলোতে নাম লিখিয়ে দেওয়া। নির্দিষ্ট দিনে দোকান থেকেই প্যাকেট করা হালাল মাংস সংগ্রহ করে নেওয়া যায়। কেউ কেউ আবার কিছুটা অতি উৎসাহ নিয়ে বন্ধু-বান্ধব মিলে খামারে গিয়ে নিজেরা গরু বাছাই করে, উপস্থিত থেকে কোরবানি সম্পন্ন করেন। তবে এখানেও মাংস ভাগ করা হয় তিন ভাগে। এক ভাগ নিজেরা রাখেন, আর বাকি দুই ভাগ আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

কিন্তু এখানে বড় সমস্যা দেখা দেয় বণ্টনের সময়। কারও বাসায় গিয়ে মাংস দিয়ে আসলেও অনেকে তা নিতে চান না। কারণ সবার ঘরেই কোরবানির মাংস থাকে। আবার এখানকার ফ্রিজিং সুবিধা সীমিত হওয়ায় অতিরিক্ত মাংস সংরক্ষণ করাও বেশ ঝামেলার বিষয়। তাছাড়া ধর্মীয় নিয়ম অনুযায়ী এক ভাগের কম কোরবানি দেওয়া যায় না, ফলে কম খরচে সামান্য অংশগ্রহণের সুযোগও নেই।

এই শহরের কুইন্সের জ্যামাইকা, নিউজার্সি, পেনসেলভানিয়া, লং আইল্যান্ড—এমন নানা অঞ্চলে অবস্থিত খামারগুলো থেকেই মূলত কোরবানির গরু সরবরাহ হয়। বেশিরভাগ খামারের মালিক আরব বা স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত হলেও, সেখানে নিয়োগ পাওয়া মৌলভিরাই ইসলামিক বিধান মেনে কোরবানি সম্পন্ন করেন। অনেকেই ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা কোরবানি করলেও গরুই মূল আকর্ষণ।

ঈদের সকালে পুরো পরিবার নিয়ে খামারে যাওয়ার একটা রেওয়াজও গড়ে উঠেছে। সেখানে দিনভর সময় কাটিয়ে প্রক্রিয়াজাত প্যাকেট মাংস নিয়ে ফিরেন তারা। এরপর সেই মাংস নিয়ে শুরু হয় আরেক রকম দুশ্চিন্তা—কার কোথায় ভাগ যাবে, কে নিতে রাজি, কে থাকবে বাসায়। ঈদের ছুটির অভাবে অনেকে সাড়া পান না, আবার বাসার ছোট ফ্রিজে মাংস রাখার জায়গাও মেলে না।

তবু এসব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে প্রবাসে থাকা মানুষদের উৎসাহে ভাটা পড়ে না। বিশেষ করে কমিউনিনিটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর আয়োজনে পুষিয়ে দেয় প্রবাসীদের। প্রতিবারের মতো এবারও নিউইয়র্কে ঈদ ঘিরে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। যেখানে বিভিন্ন প্রবাসী সংগঠন আয়োজনে থাকছে ঈদ পুনর্মিলনী, নাচ-গান, বাঙালিভোজ, কবিতা, নাটক, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন, ও কুইজ প্রতিযোগিতা। এসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সংস্কৃতির সেতুবন্ধন তৈরি হয়।

প্রবাসী কমিউনিটি নেতারা বলেন, প্রবাসে বসবাস করা মানুষদের মাঝে ঈদের এই আয়োজন শুধু আনন্দের নয়, এটি আত্মিক বন্ধনেরও একটি বড় উৎস। নতুন প্রজন্ম এখানকার নানা সংস্কৃতির ভিড়েও যেন নিজেদের শেকড়কে মনে রাখে সেজন্য থাকে নানা আয়োজন। এ জন্যই প্রতিবছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ঈদ পুনর্মিলনীর আয়োজন করে থাকে সংগঠনগুলো।

নিউইয়র্কে নির্বাচনের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেক নিবন্ধিত ভোটারই ভোট দিতে যাননি। ২০২৪ সালে কমলা হ্যারিস ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে জো বাইডেনের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম ভোট পান। ভোটার নিবন্ধন অনুযায়ী, ডেমোক্রেটিক ও ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টির বিপুলসংখ্যক নিবন্ধিত ভোটার নির্বাচনে অংশ নেননি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—সাউথ ওজোন পার্ক ও রিচমন্ড হিল, এই দুটি এলাকায় বেশির ভাগ ভোটার পাঞ্জাবি, শিখ, বাংলাদেশি ও ইন্দো–ক্যারিবিয়ান বংশোদ্ভূত। সেখানে ট্রাম্পের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেও পড়া গেছে, তবে এই পরিবর্তনের পেছনে নির্দিষ্ট কোনো কারণ এককথায় বলা কঠিন। অন্যদিকে, ব্রুকলিনের কেনসিংটন এলাকার ওশান পার্কওয়ে সংলগ্ন অঞ্চলে, যেখানে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি ভোটারের আধিক্য, সেখানে হ্যারিসের ভোট কমলেও ট্রাম্পের ভোট খুব একটা বাড়েনি।

ডেমোক্রেটিক কৌশলবিদ অমিত সিং বাগ্গা বলেন, "এই দুটি এলাকা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল একরকম হলেও ভোটারদের মনস্তত্ত্ব একেবারেই আলাদা। এটি গভীরভাবে অন্বেষণ করা দরকার।"

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অনেক ডেমোক্রেটিক ভোটার ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকা ব্যালট জমা দেন, বিশেষ করে গাজা যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন সরকারের অবস্থানের প্রতিবাদে। কেনসিংটনের বাংলাদেশি ও আরব ভোটারদের মধ্যে অনেকে এমনটি করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এই এলাকাগুলোতে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন ছিল না, বরং ক্ষোভ প্রকাশের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যালট ব্যবহার করা হয়েছে।

এশীয় ভোটারদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভোটার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কেউ কেউ একাধিক ভাষায় সঠিক তথ্য না পাওয়ায় রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায়ে ভুল তথ্য ও ভুয়া প্রচারও ভোটের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

নিউইয়র্ক সিটিতে এশীয় ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২১ শতাংশ। এটি এক বিশাল ভোটব্যাংক—যদি সক্রিয় হয়, তাহলে পুরো নির্বাচনের গতিপথ বদলে দিতে পারে। তাই মেয়র পদপ্রার্থীদের জন্য বড় প্রশ্ন এখন—তাঁরা কীভাবে এই ভোটারদের কাছে পৌঁছাবেন?

কেউ প্রচারপত্র বহু ভাষায় অনুবাদ করছেন, কেউ আবার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক কাজে লাগাচ্ছেন। অনেক প্রার্থী নতুন করে এশীয়, ল্যাটিনো ও ক্যারিবিয়ান ভোটারদের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে চাইছেন—বিশেষ করে যেসব এলাকা এতদিন ভোটের দৌড়ে তেমন গুরুত্ব পায়নি।

বাগ্গা বলেন, "আমাদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের বাস্তবতা আলাদা। কেউ গণতন্ত্রের নতুন শিক্ষার্থী, কেউ আবার পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে রাজনৈতিক অনাস্থা পোষণ করেন। তাঁদের চাহিদা, হতাশা, ভয় ও আশা—সব মিলিয়ে আমাদের রাজনৈতিক বার্তাগুলো সাজাতে হবে।"

এই মুহূর্তে নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে ডেমোক্রেটদের জন্য এশীয় ভোটাররা এক অঘোষিত ব্যালট। এই ব্যালটের মোড় ঘোরানো প্রভাব আগামী নেতৃত্বের রূপরেখা বদলে দিতে পারে।

মামলার বোঝা

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্ক রাজ্যের করদাতাদের প্রায় ১ কোটি ৯৪ লাখ ডলার ব্যয়ে ফেলেছে। এর মধ্যে শুধু 'ট্রুপার ১' নামের ফেডারেল মামলাটির পেছনে খরচ হয়েছে ৯২ লাখ ডলার।

এই মামলার বাদী একজন সাবে রাজ্য পুলিশ কর্মকর্তা। যিনি অভিযোগ করেছেন, গভর্নর কুমো তাকে অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক স্পর্শ ও অশোভন মন্তব্য করেছিলেন। যদিও মামলাগুলো এখনো নিষ্পত্তি হয়নি, কুমো তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে দাবি করে আসছেন।

সাবেক গভর্নর হিসেবে তার জনপ্রিয়তা একসময় চূড়ায় ছিল। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময় দৃশ্যমান নেতৃত্বের কারণে। তবে সেই ভাবমূর্তি আজ বিতর্কিত। তবুও, কুয়োমোর ঘনিষ্ঠদের দাবি, নিউইয়র্কবাসীর একটি বড় অংশ এখনো তাকে সমর্থন করে।

এদিকে, মানবাধিকার ও নারী অধিকার সংগঠনগুলো কুয়োমোর সম্ভাব্য প্রার্থিতাকে 'ন্যায়বিচার প্রক্রিয়াকে অপমান' হিসেবে দেখছে। তাদের মতে, বিচারাধীন মামলার মধ্যেই কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি মেয়র পদে প্রার্থী হওয়া নারীর প্রতি সুবিচারের বার্তাকে দুর্বল করে।

রাজনীতিবিদরাও দ্বিধাবিভক্ত। কেউ কেউ বলছেন, কুয়োমোর মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিকের প্রত্যাবর্তন শহরের জন্য ইতিবাচক হতে পারে। আবার অনেকে মনে করছেন, এটি নিউইয়র্ক শহরের রাজনৈতিক মূল্যবোধের জন্য একটি বড় আঘাত।

দেখা হওয়াটা জরুরি নয়, এনাম

শেষ পৃষ্ঠার পর

দ্বন্দ্বের, আর হতাশা পেরিয়ে আলো খোঁজার সময়। রাজনৈতিক , সামাজিক, সাংস্কৃতিক টানাপোড়েনের বৈরী সময়টি। ক্ষুব্ধ প্রজন্মের লড়াকু প্রতিনিধি হিসেবে প্রত্যাশার আকুতিতে আমরা জ্বলছিলাম। যাত্রাপথের বাঁকে বাঁকে ছিল নানা ফাঁদ। সময়ের সেসব ফাঁদে পড়ে কতো যৌবন নিঃশেষ হয়েছে মুক্তির আকুতিতে, সে এক ভিন্ন আলোচনা। এনামুল মুনীরের মৃত্যু সংবাদের সাথে ভাবনাটি প্রাসঙ্গিক হয়ে বুকে লাগছে। ফিরে দেখছি। অনেক প্রশ্ন, অনেক অমীমাংসিত বিষয়। সেই সময়ের অনেক প্রজন্ম যেমন হারিয়ে গিয়েছে আত্মসংকটে, এনাম তেমনি নিজেকে গড়ে তুলেছিল প্রতিবাদের সৌন্দর্যে, সাহসিকতার ভাষায়।

এনাম ছিল আমার সাহচর্যের একজন একনিষ্ঠ সঙ্গী—নাট্য মঞ্চে, বেতারে, রাস্তায়-রাস্তায়, জনগণের পাশে। দুঃসময়কালে এনামুল মুনীর ছিল আমার ছায়া, বিশ্বাসী সাথী। আমরা একসাথে দাঁড়িয়েছি, একসাথে লড়েছি, একসাথে স্বপ্ন দেখেছি। স্বৈরশাসন বিরোধি সাংস্কৃতিক আন্দোলন, তেল গ্যাস আন্দোলন, সিলেট বিভাগ আন্দোলনেসহ নানা সময়ে এনামকে পাশে পাওয়া গেছে। নিজেদের বিশ্বাস আর করণীয় নিয়ে অকপট উচ্চারণের একনিষ্ট সমর্থক হিসেবে এনামুল মুনীরকে সবসময় পেয়েছি।

বিদেশ বিভুঁইয়ে আসার পর যেমন হয়—বিচ্ছিন্নতা আসে। কিন্তু এনামের সাথে যোগাযোগ কখনো ছিন্ন হয়নি। সে ছিল আমার লেখা প্রতিটি বইয়ের পাঠক, প্রতিক্রিয়াশীল আলোচক। শুধু প্রশংসা করেনি, প্রয়োজন মতো সমালোচনা করত, চিন্তায় জাগরণ আনত।

শেষবার দেশে গেলে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সে বিদায় জানিয়েছিল—

"আবার দেখা হবে ভাই।"

হেসে বলেছিলাম—

"আবার দেখা হওয়াটা জরুরি নয় এনাম..."

আমার কাঁধে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। কিছু শব্দ, কিছু স্পর্শ জীবনের চেয়েও দীর্ঘায়ু।

আজ ভাবছি—তোমার চলে যাওয়ার এই মুহূর্তে, কার কাছে বলবো আমাদের পারা, না-পারার কথাগুলো? কার কাছে রাখবো না-করা স্বপ্নের দীর্ঘশ্বাস? তুমি ছিলে এমন এক কণ্ঠস্বর, যে উচ্চারণ করতো আমাদের না-পারার গ্লানি, হাহাকার আর প্রতিজ্ঞার আকুতি।

চলে গেছো, এনাম। চলে যাওয়ার অর্থ যে ভুলে যাওয়া নয়। তুমি আছো সেই শহরের ধুলিকণায়, যেখানে আমরা একদিন কোলাহলে ডুবে যেতাম। তুমি আছো সেই মানুষের হৃদয়ে, যারা তোমার সঙ্গ পেয়েছিল, তোমার সাহস দেখেছিল, তোমার মতো করে ভালোবাসতে শিখেছিল।

এনামের মৃত্যুর খবর বুকের গভীরে এক ফাটলের মতো বেজে চলেছে। সে শব্দ থামবে না। জানি, সামাজিক সাংস্কৃতিক অঙ্গণের অনেকেরেই আজ বিলাপ উঠবে। নীরবে অশ্রু ঝরবে।

ঝরুক ! ঝড় উঠুক ! বৃষ্টি নামুক অজর ধারায়।

একজন এনামুল মুনীরের জন্য এমন অশ্রুধারা খুবই প্রাকৃতিক, খুবই প্রাসঙ্গিক!

: এনাম, তুমি জীবনকে যাপন করোনি শুধু, জীবনকে অর্থ দিয়েছিলে। প্রতিবাদ দিয়েছিলে, প্রেম দিয়েছিলে, পথ দেখিয়েছিলে।

তোমার জন্য আমাদের অনেকের হৃদয়ে রয়ে যাবে এই অনুচ্চারিত শোকগাথা। যখন কোনো আড্ডায় তোমার নাম উঠবে, বলবো—

"দেখা হওয়াটা জরুরি ছিল না, এনাম।

পথ চলায় তোমার অবিনাশী উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ। চলে যাওনি—শুধু রূপ নিয়েছ আমাদের স্মৃতির মর্মরে।

মৃত্যু (জীবনানন্দ দাশ)

মৃত্যু একদিন আসবেই—
এই নিয়তি চিরন্তন, কিন্তু সেই দিন,
আমি যেন থাকি মেঘে ঢাকা সন্ধ্যায়,
মাঠের ধারে একা।
না থাকুক কোলাহল, না থাকুক শোক,
শুধু থাকুক বাতাসে আমার পরিচিত গন্ধ—
আর একটি নাম— যেন কেউ আস্তে বলে,
"সে ছিল, সে আজও থাকে..."

বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকা ১৪৫-০২ ১০৭ এভিনিউ তে একটি বেসমেনট ব্যাচেলর এর কাছে ভাড়া দেয়া হবে ।সাবওয়ে J, E,F LIRR, Air Train, বাস: Q 40,60,8,6,112, মসজীদ ও গ্রোসারী ইত্যাদি হাতের নাগালে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে ।
917 939-1866, 347 990 5862, 646 413 2229

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ইস্যুতে হার্ভার্ডের পাশে আদালত

প্রশাসনের সিদ্ধান্ত স্থগিত

রোকেয়া দীপা

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংক্রান্ত সনদ বাতিলের সিদ্ধান্ত থেকে আপাতত পিছু হটেছে ট্রাম্প প্রশাসন। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিকে নতুন করে ৩০ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায়।

বৃহস্পতিবার মার্কিন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এক আনুষ্ঠানিক চিঠিতে জানায়, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রাম (এসইভিপি) সনদ বাতিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। হার্ভার্ডকে বলা হয়েছে, তারা যেন ৩০ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে এবং প্রমাণসহ ব্যাখ্যা দেয়, কেন তাদের সনদ বাতিল করা উচিত নয়।

গত সপ্তাহে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম এক চিঠিতে অভিযোগ করেন, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ইহুদি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করছে, হামাসপন্থী সহানুভূতির প্রচার করছে এবং বর্ণবাদী 'ডাইভার্সিটি, ইকুইটি অ্যান্ড ইনক্লুশন' নীতিমালা মেনে চলছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি সনদ বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তবে বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে আদালতে এক শুনানিতে ইউনাইটেড স্টেটস ডিস্ট্রিক্ট জজ অ্যালিসন বুরোস জানান, তিনি হার্ভার্ডের সনদ বাতিলের উপর একটি প্রাথমিক ইনজাংশন জারি করবেন। তার মতে, এই মুহূর্তে 'স্থিতাবস্থা' বজায় রাখা জরুরি।

জজ বুরোস বলেন, আমি চাই না কোনো কিছু বদলে যাক। আমি চাই বর্তমান পরিস্থিতি বজায় থাকুক, যাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা নিরাপদ বোধ করে।

বর্তমানে একটি অস্থায়ী রেস্ট্রেইনিং অর্ডার বহাল আছে এবং হার্ভার্ড এখনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারছে। আগামী দিনে আদালতের আদেশের একটি খসড়া জমা দেবে উভয় পক্ষ।

যদিও ট্রাম্প প্রশাসন বলছে তারা এখন রেগুলেটরি প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নিতে চায়, জজ মনে করছেন প্রশাসনের পূর্বের আচরণ বিবেচনায় একটি আদালতের আদেশ থাকা প্রয়োজন।

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এটি কিছুটা স্বস্তির বার্তা বলে মনে করছেন অনেকে। হার্ভার্ড এখন প্রশাসনের অভিযোগের বিরুদ্ধে দলিল-প্রমাণসহ জবাব দেবে, এবং আদালত সেই অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

চবি এলামনাই, উত্তর আমেরিকার পিকনিক নিয়ে মতবিনিময়

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন, উত্তর আমেরিকা সম্প্রতি জ্যাকসন হাইটসের কাকাতুয়া এজেন্সির হলরুমে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি সাবিনা শারমিন নিরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় এলামনাই পরিবার, উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় ২০২৫ সালের বার্ষিক পিকনিক আয়োজনের জন্য আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াহিদুজ্জামান বকুলকে আহ্বায়ক, নাসরিন বিল্লাহকে সদস্য সচিব এবং জনার আখতার হোসেনকে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে মনোনীত করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ৩০ আগস্ট জর্জ লেইকে দিনব্যাপী এই পিকনিক অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচনায় পিকনিকের প্রস্তুতি, যাতায়াত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণসহ নানা বিষয় উঠে আসে। সাধারণ সম্পাদক মীর রাসেল জানান, মূল্যস্ফীতির কারণে এবার রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০ ডলার (নিজ দায়িত্বে যাত্রাকারীদের জন্য) এবং ৭৫ ডলার (বাসে যাত্রাকারীদের জন্য)। ৫ বছরের নিচের শিশুদের রেজিস্ট্রেশন ফি ফ্রি থাকবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা ও কাকাতুয়া এজেন্সির স্বত্বাধিকারী পারভেজ কাজী, সাবেক সভাপতি এম এ আজিজ নঈমী, সহসভাপতি অনুপ দাশ ও আবদুল মুহিত, উপদেষ্টা মহিউদ্দিন মুহাম্মদ আলমগীর, সাবেক সদস্য সচিব ফারহানা আখতার, সদস্য সচিব নাসরিন বিল্লাহ এবং আহ্বায়ক ওয়াহিদুজ্জামান বকুল।

অনুষ্ঠানের এক মনোমুগ্ধকর পর্বে সভাপতি সাবিনা শারমিন নিরু, আহ্বায়ক ওয়াহিদুজ্জামান বকুলের রচিত কাব্যগ্রন্থ "বরফের বাড়ি" থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে।

সভা শেষে সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং নৈশভোজের আয়োজনের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যার পর্ব শেষ হয়।

সাক্ষাৎকারে ম্যাথিউ মিলার

গাজায় নিঃসন্দেহে যুদ্ধাপরাধ করছে ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করা ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, গাজায় ইসরায়েল 'নিঃসন্দেহে' যুদ্ধাপরাধ করেছে। বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েল বিষয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি লালন করত মিলারের এই বক্তব্য তা থেকে অনেক দূরে। এটি বাইডেন প্রশাসনের সরকারি অবস্থান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অধীনে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ম্যাথিউ মিলার গতকাল সোমবার প্রচারিত স্কাই নিউজের 'ট্রাম্প ১০০' পডকাস্টে এক সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন।

ইসরায়েল ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৫৪ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে এবং অঞ্চলটিতে ত্রাণ ও অন্যান্য সামগ্রী প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি তৈরি করেছে। এই অবস্থায় গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে কিনা—এমন প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন, তিনি এটিকে গণহত্যা মনে করেন না, তবে যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেলস ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

সিক ম্যান তুরস্ক : সবসময় ভুল দিকে

মিহির কান্তি চৌধুরী

'তুরস্ক সবসময় ভুল পক্ষ বেছে নিয়েছে'— এই মন্তব্যটি সম্ভবত কোনো নিরঙ্কুশ ঐতিহাসিক সত্য নয়, বরং একটি পর্যবেক্ষণ যা তুরস্ক ও তার পূর্বসূরি অটোমান সাম্রাজ্যের একাধিক ভুল কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত, মিত্রপক্ষ নির্বাচন এবং বিশ্ব রাজনীতিতে অবস্থানগত বিভ্রান্তির প্রতিফলন। নিচে আমরা সময়ক্রম ধরে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্ব তুলে ধরছি যেখানে তুরস্কের অবস্থান বা সিদ্ধান্ত একে বিচ্ছিন্নতা, পরাজয় বা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির মুখে ফেলে দিয়েছিল।

১. অটোমান সাম্রাজ্য ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৮): এক আত্মঘাতী মিত্রতা

তুরস্ক ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যখন অটোমান সাম্রাজ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সঙ্গে জোট বেঁধে জড়িত হয়। যদিও সাম্রাজ্য তখন দুর্বল ও ভঙ্গুর, তবুও উসমানীয় শাসকগোষ্ঠী 'কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রোগ্রেস' (CUP) জার্মানির সঙ্গে মিত্রতা করে হারানো গৌরব ও অঞ্চল পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছিল।

ফলাফল : (১) ভয়াবহ পরাজয়, (২) অটোমান সাম্রাজ্যের পতন, (৩) ১৯২০ সালের সেভর চুক্তিতে অটোমান ভূখণ্ড ভেঙে ভাগ করার পরিকল্পনা, (৪) স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৯১৯–১৯২৩) এবং নতুন তুরস্ক রাষ্ট্রের জন্ম, (৫) এই সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করল, অন্যদিকে এটিই ছিল তুরস্কের আধুনিক রূপান্তরের রক্তক্ষয়ী সূচনা।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষতা এবং বিলম্বিত অবস্থান (১৯৩৯–১৯৪৫)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক দীর্ঘদিন নিরপেক্ষ ছিল, কৌশলীভাবে মিত্র ও অক্ষ শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে, ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে, সে কেবল প্রতীকীভাবে জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে—জাতিসংঘের সদস্যপদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য।

ফলাফল : (১) যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচলেও যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনের মূলধারায় তুরস্ক ছিল অনুপস্থিত, (২) মার্শাল পরিকল্পনার প্রাথমিক সুবিধা খুব একটা নিতে পারেনি। বলা যেতে পারে, সীমিতভাবে উপকৃত হয়েছিল, (৩) তুরস্কের মার্শাল প্ল্যানের আওতায় অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি জড়িত না থাকলেও পশ্চিমা ব্লকে নিজেকে সংযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল, (৩) ১৯৫২ সালে ন্যাটোতে যোগ দিলেও, প্রাথমিকভাবে এর গুরুত্ব সীমিত ছিল। তবে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ১৯৫২ সালে ন্যাটোতে যোগ দেওয়া একটি কৌশলগত সঠিক পদক্ষেপ ছিল। তবে এই 'মিত্রতা' বিলম্বিত ছিল বলে তুরস্ককে যুদ্ধোত্তর পশ্চিমা নেতৃত্বে প্রান্তিক করে তোলে।

৩. সাইপ্রাস সংকট ও ঠান্ডা যুদ্ধের উত্তাপ (১৯৭৪)

১৯৭৪ সালে সাইপ্রাসে গ্রিস-সমর্থিত অভ্যুত্থানের পর তুরস্ক সামরিক হস্তক্ষেপ করে। যদিও তারা তুর্কি-সাইপ্রিয়টদের রক্ষা করার যুক্তি দেয়, এই পদক্ষেপ পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাপক সমালোচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে (১৯৭৫-৭৮), এবং সাইপ্রাস সমস্যা আজও এক অনন্ত সংঘাত হয়ে রয়ে গেছে।

ফলাফল : (১) কেবল তুরস্কই 'উত্তর সাইপ্রাস তুর্কি প্রজাতন্ত্র'কে স্বীকৃতি দিয়েছে, (২) গ্রিস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক অবনত, (৩) কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি, (৪) এই পদক্ষেপ তুরস্ককে একটি আগ্রাসী ও একগুঁয়ে রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করে।

৪. ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের আশাভঙ্গ

১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। তখনকার প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ানের সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রচেষ্টা প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু ইইউর নানা শর্ত এবং কিছু সদস্য রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক সংশয় তুরস্কের পথ আটকে দেয়।

ফলাফল : (১) সদস্যপদ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়, (২) পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে তুরস্ক দূরে সরে যেতে শুরু করে, (৩) গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল হওয়ার দরুণ অভিযোগ একনায়কতান্ত্রিক শাসনের উত্থান এবং ইউরোপের সঙ্গে অবিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, (৪) এখানে তুরস্ক মাঝামাঝি অবস্থানে পড়ে: পশ্চিমের কাছে অনেকটা 'পূর্ব', আর পূর্বের কাছে অনেকটা 'পশ্চিম'।

এক ধরনের "নো ম্যান'স ল্যান্ড"-এ দেশটির অবস্থান। কোনো কোনো সময় ইউরোপে তার অবস্থান, কখনও বা নেই। এক সময় তুরস্ককে বলা হত "সিক ম্যান অব ইউরোপ"। এই অভিধাটি দেওয়া হতো ইউরোপের সেই রাষ্ট্রকে যা অর্থনৈতিক অসুবিধা, সামাজিক অস্থিরতা বা দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতো। জানা যায়, ১৮৫৩ সালে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের প্রাক্কালে, ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে অটোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতা নিয়ে আলোচনার সময় রাশিয়ান সাম্রাজ্যের সম্রাট প্রথম নিকোলাস ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনায় অটোমান সাম্রাজ্যের পতনশীল অবস্থা তুলে ধরে বলেন : "We have a sick man on our hands."

৫. সিরিয়া যুদ্ধ ও আমেরিকা-রাশিয়া দ্বৈরথে ফাঁদে পড়া

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে তুরস্ক প্রথম থেকেই আসাদ বিরোধী অবস্থান নেয় এবং বিদ্রোহীদের সমর্থন দেয়। কিন্তু কুর্দি মিলিশিয়াদের নিয়ে তার উদ্বেগ, এবং মার্কিন সমর্থন পাওয়া কুর্দি গোষ্ঠীর প্রতি বৈরিতা, তুরস্ককে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়ের কাছেই সন্দেহের চোখে ফেলে।

ফলাফল : (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়, (২) রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্র চুক্তি (S-400) করে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে, (৩) নিজ সীমান্তে নিরাপত্তা হুমকি এবং অভ্যন্তরীণ জঙ্গি হামলা বৃদ্ধি, (৪) সিরিয়া নিয়ে এই ভুল কৌশল তুরস্ককে পরস্পরবিরোধী শক্তির মাঝে জটিল কূটনৈতিক ফাঁদে ফেলে দেয়। তবে পুরোপুরি ভুল সিদ্ধান্ত বলাও কঠিন। নিরাপত্তা ও কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবিলার দিক থেকে তুরস্কের উদ্বেগ বাস্তব ছিল। তবে হ্যাঁ, কৌশলগতভাবে তাদের অবস্থান কিছুটা বুমেরাং হয়েছে।

৬. রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও দ্বৈত কূটনীতির ব্যুমেরাং

২০২২ সালে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হলে, তুরস্ক একদিকে ইউক্রেনকে ড্রোন সরবরাহ করে, অন্যদিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় যোগ দেয় না। যদিও তারা শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতার চেষ্টা করে, এই দ্বৈত ভূমিকা দুই পক্ষের কাছেই অবিশ্বাসের জন্ম দেয়।

ফলাফল : (১) কোনো পক্ষের কাছেই পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে পারে না, (২) ন্যাটো মিত্রদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে, (৩) রাশিয়ার ওপর নির্ভরতা (বিশেষ করে শক্তির ক্ষেত্রে) বেড়ে যায়, (৩) এই দ্বৈতনীতি কৌশলী হলেও, দীর্ঘমেয়াদে তুরস্ককে এক অনির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে। তবে গ্রেন চুক্তি (Black Sea Grain Initiative)-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তুরস্ক, যা অনেকেই প্রশংসা করেছে।

উপসংহার: বারবার ভুল পক্ষের সঙ্গে যাওয়া?

তুরস্কের ইতিহাসে একাধিক পর্বে এমন সিদ্ধান্ত দেখা যায় যা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার অবস্থান দুর্বল করে দেয়। হোক তা অটোমান যুগের সাম্রাজ্যবাদী লোভ, কিংবা আধুনিক তুরস্কের আঞ্চলিক আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা—প্রায়শই দেখা গেছে, তুরস্ক এমন মিত্রতা বেছে নিয়েছে যা তাকে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তুরস্ক একটি জটিল ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানে থাকা দেশ, যার কিছু সিদ্ধান্ত স্বল্পমেয়াদে ক্ষতিকর মনে হলেও দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার কৌশল হতে পারে। এটাও সত্য যে তুরস্ক টিকে থেকেছে তবে যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে নয়। এক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে আসা এই দেশ আজও একটি আঞ্চলিক শক্তি, সামরিকভাবে শক্তিশালী ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই শক্তির পথযাত্রায় একের পর এক ভুল কূটনীতির ছাপ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

লেখক : অনুবাদক ও নির্বাহী প্রধান, টেগোর সেন্টার সিলেট।

আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৫ 'পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি' স্টল

শামসুন ফৌজিয়া

মুক্তধারা আয়োজিত ৩৪তম আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মে ২৩ থেকে ২৬ চারদিনের বইমেলায় লেখক পাঠকের অংশগ্রহণ ছিল প্রাণবন্ত-বিশেষ করে "পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি' স্টলটি অনেকের নজর কাড়ে। এই স্টলের দায়িত্বে ছিলেন কয়েজকজন লেখক কবি-সুমন শামসুদ্দিন, শরিফুজ্জামান পল, কুলসুম আক্তার সুমী, শামসুন ফৌজিয়া ও এইচ বি রিতা। সহযোগিতায় ছিল প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা। স্টলের প্রাথমিক সজ্জায় ব্যানার সাজাতে সহযোগিতা করেন মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌস নাজমী এবং রাজিয়া নাজমী। এছাড়াও কিছু সময়ের জন্য স্টলটি পরিদর্শন করেন বইমেলার উদ্বোধক তরুণ কবি লেখক সাদাত হোসাইন। 'পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি' স্টলে এসে কিছু সময় ব্যয় করেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন, মুক্তিযোদ্ধা ডা: জিয়া উদ্দিন আহমেদ। তিনি নতুন লেখকদের উৎসাহ দিতে গিয়ে ৮টি বই সংগ্রহ করেন এবং সৌহার্দ সম্প্রীতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বলেন, 'এভাবেই পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি'র মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখবে। সময়টা খুব একটা ভালো না, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ নয় সৌহার্দ সহানুভূতি ধরে রাখবে। কাউকে আঘাত করে নয়, ভালোবাসায় সামনে বাড়বে।'

স্টলে এসে ঘুরে দেখেন- পরিচয়ের সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাঙালীর সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী ও দৈনিক সংবাদ এর সাবেক সিনিয়র এডিটর কাজী রফিক।

কেউ ঘুরে দেখেছেন, কেউ আড্ডায় কেউবা বই সংগ্রহে-রেজা অনিরুদ্ধ, ড: সজল আশফাক, নুরুল খান, জেবুন্নেছা জোৎস্না, জসিম মল্লিক, কবিতা দেলোয়ার, দর্পণ কবীর, মেরি জোবাইদা, শিমু আফরোজা, রুপা খানম, ফরিদা শিরিন খান, উইলি মুক্তি, রিনা রতন, রওশন জাহান, আহমেদ সায়েম, ভায়লা সালিনা, মুন্না, জাহিদ হাসান, জগদীশ চৌধুরী, শেলী জামান খান, রওশন হক, মাকসুদা আহমেদ, দেওয়ান নাসের রাজা, আশরাফ হাসান, জুলি রহমান, শাহানা বেগম, জাকির হোসেন, মনিজা রহমান, প্রীতি, রাশিদা আক্তার, মাসুম আহমেদ, মিজানুর রহমান, ইমাম চৌধুরী, স্বপ্ন কুমার, সোহানা নাজনীন, ফরিদা ইয়াসমীন, মাহমুদা ইমাম, ছহুল আহমেদ, সোহেল হামিদ, সাফায়েত মজুমদার, মাহমুদুল হক ওসমানী, লিজি রহমান, দিমা নেফারতিতি, মুক্তি জহির, নবনীতা দ্বিমিত্রা, জিয়া উদ্দিন, জাকির হোসেন এ ফারিন আলী। ফিলাডেলফিয়া থেকে স্টল পরিদর্শন করেন, আবদুল হাফিজ চৌধুরী, বদরুজ্জামান আলমগীর।

বইমেলায় প্রথমবারের মতো 'পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি' স্টলটি নেয়া হয়। এ নিয়ে সুমন শামসুদ্দিন বলেন, 'আমরা পাঁচজন মিলে যখন স্টল নিই, তখন এক ধরনের অস্বস্তি ছিল, কেউ পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি স্টলে আসবেন কিনা! কেউ কটাক্ষ করবে কিনা! কারণ আমরা অতি সাধারণ মানুষ, সাধারণ আমাদের জীবন যাপন। কিন্তু অবাক হলাম, এই স্টলে সকলের আগমন, আড্ডা ও অনেকের বই সংগ্রহ করা দেখে। পুরো মেলায় 'পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি' স্টল আনন্দ ও লোকে লোকারণ্য ছিল-এমনটাই বলেছেন অনেক লেখক পাঠক।'

'পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি' স্টলে এত পাঠক লেখকের আগমন নিয়ে কুলসুম আক্তার সুমী বলেন, 'শুরুতেই আমরা বলেছি, পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি-আমার বা আমাদের স্টল নয়, এটা আমাদের সবার স্টল। আমরা নিজেদের বই ছাড়াও স্টলে অন্যান্য ২৩ জন লেখক কবির বই রেখেছি। পাঠক স্টলে আসতেই আমরা নিজেদের বইগুলো ধরিয়ে না দিয়ে, তাদেরকে অন্যদের বইগুলো সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি, লেখকের নাম সহ "চাইলে বইটি সংগ্রহ করতে পারেন"- বলে বিনয়ের সাথে অপশন দিয়েছি। পাঠকের প্রশ্নের জবাবে নিজেদের বই খোলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছি। সবার বসার জন্য ১০টা চেয়ার রেখেছি, আমি নিজে নিউজার্সি থেকে চেয়ার এনেছি, ছোট বাচ্চাদের সাথে হাসি বিনিময়, মনোযোগ রেখেছি। বয়স্কদের চেয়ারটা টেনে দিয়েছি।'

এইচ বি রিতা বলেন, 'এই কাজগুলো আমরা সবাই মিলে করেছি। কুলসুম আক্তার সুমী, শামসুন ফৌজিয়া, সুমীর বন্ধু মাহবুবুর রহমান মামুন, শরিফুজ্জামান পল, সুমন শামসুদ্দিন, এবং সাফায়েত মজুমদার, মাহমুদুল হক ওসমানী-তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। মেলার শুরুর দিনে আমাদের স্টল সাজাতে সাহায্য করেছেন কবি স্বপ্ন কুমার, সোহানা নাজনীন খুব যত্ন নিয়ে আমাদেরকে খাবার পরিবেশন ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করেছেন, কাওসার পারভিন চৌধুরী স্টলে সাহায্য করেছেন। রোকেয়া দীপা নিউ জার্সি থেকে এসে স্টলে সময় দিয়েছেন। আসকির ভাই তার অসুস্থ স্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে দেখে এসে, শেষদিনে আমাদের জিনিসপত্র বহন করে সাহায্য করেছেন। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।'

এইচ বি রিতা আরো বলেন, 'বইমেলার চারদিন-তাদের যে সময়, শ্রম ও প্রচেষ্টা ছিল বইমেলাকে অর্থবহ ও প্রাণবন্ত করে তোলার, তা কলমের কালিতে আমি লিপিবদ্ধ করতে পারব না। এরা না থাকলে, আমি এইচ বি রিতা এবারের বইমেলায় এত প্রাণবন্ত থাকতে পারতাম না। আমি দেখেছি তাদের আপ্রাণ চেষ্টা, কখনো ভাষায়, কখনো শরীরে, কখনো মানসিক শক্তিতে, কখনো খাবারের আয়োজনে, কখনো গোছানোতে, কখনো আমাকে ফ্লোর দেয়াতে। পাশে বিশেষ চাহিদায় থাকা সন্তান নিয়ে কুলসুম আক্তার সুমী স্টলে থেকেছেন নিউজার্সি থেকে। ঘরে দুটো তরুণ বিশেষ চাহিদায় থাকা সন্তান রেখে স্বামীকে নিয়ে স্টলে থেকেছেন শামসুন ফৌজিয়া। কি বলে তাদের ধন্যবাদ দিই? আসলে এমন সহযোগী পেলে শুধু স্টল না, আস্ত একটা বইমেলাও ম্যানেজ করে ফেলা যায়।'

শরিফুজ্জামান পল বলেন, 'কতটা বই বিক্রি হলো, সেটা মূল বিষয় না। আসল কথা হলো—এই যে আমরা সবাই একসাথে হতে পেরেছি, একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছি, আন্তরিক সময় কাটিয়েছি, এটিই আমাদের বড় অর্জন। এই বইমেলা শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, এটা ছিল আমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্মান আর মেলবন্ধনের উজ্জ্বল উদাহরণ।আমরা চাই লেখকরা লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে সহযাত্রী হোন। সাহিত্যের পথটা হোক সম্মিলনের, সহমর্মিতার। একে অপরের ভালো দেখে যেন আমরা অনুপ্রাণিত হই, ঈর্ষান্বিত নয়। সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো মানবিকতা—আমরা সেটাই বেছে নিতে চাই।'

শামসুন ফৌজিয়া বলেন, 'পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি-স্টলে কাজী জহিরুল ইসলাম, শামস্ আল মমীন, রওশন হক, সোনিয়া কাদির এবং এবিএম সালেহ উদ্দীন-বই নিয়ে কিছু সময় পার করেছেন। তাদের বইগুলো পাঠক সংগ্রহ করেছে। এটা নিঃসন্দেহে ভালো লাগার মতো কিছু।আরো অনেকেই ছিলেন স্টলে, সবার নাম জানা নেই, কিংবা মনে পড়ছে না। দুঃখিত। এই যে এত এত ভালোবাসা সহযোগিতা-এর কারণেই আমরা সামনের পথ চলার সাহস পাই। বইমেলায় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, সবার কথা শুনব, কবিতা পড়ব, শুনব, খাব, আড্ডা দিব, যথাসাধ্য কারো বই সংগ্রহ করব, অনেকের সাথে পরিচিত হবো এবং ভালোবাসা ছড়াবো। আমরা তা ই করেছি।'

সোহানা নাজনীন বলেন, 'পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি' স্টলে প্রতিদিন কিছু না কিছু খাবারের আয়োজন ছিল। শেষদিনে বিশাল আকারের দুটো পিজ্জাবক্স-অনেকেই উপভোগ করেছেন বিশেষ করে ছোট শিশুরা। এই যে সবাইকে ডেকে খাওয়ানো(যারা চারপাশে এসেছিলেন), শিশুদের প্রতি মনোযোগি হওয়া, বয়স্কদের কোনো সাহায্য লাগবে কিনা জানতে চাওয়া, চেয়ারটা টেনে দেয়া, নিজেদের বই পাঠকের হাতে তোলে দেবার আগে অন্য লেখক ও তাদের বইগুলো উপস্থাপন করা-এগুলোই তো আসলে একটি স্টলকে শুধুমাত্র বই বিক্রির কেন্দ্র নয়, একটি মানবিক মিলনমেলায় রূপ দেয়। সাহিত্য কেবল শব্দে নয় -আচরণে, আন্তরিকতায়, আদরে প্রকাশ পায়।'পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি' স্টলটি ঠিক তাই করেছে—আদর করে মানুষকে পাশে টেনেছে, ভালোবেসে পাঠক তৈরি করেছে।এটাই তো সাহিত্যের সত্যিকারের উদ্দেশ্য—মানুষের কাছে যাওয়া, মন ছুঁয়ে যাওয়া। এই আয়োজন, এই যত্ন, এই মমতাই আগামী দিনের বইমেলার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।'

সবশেষে এইচ বি রিতা বলেন, 'এবারের বইমেলা অন্যান্য বছরের তোলনায় একটু ভিন্ন ছিল। পাশাপাশি আরেকটি বইমেলার শুরু অনেক প্রকাশক, লেখক পাঠকের মনে বিভক্তির দ্বন্দ্ব তৈরি করেছিল। মুক্তধারা নিয়ে বিরোধমূলক আলোচনা, নতুন লেখকদের নিয়ে কটাক্ষ, তারউপর আবহাওয়া-সব মিলিয়ে পূর্বের আমেজটাতে কিছুটা তো ভাটা পড়েছিল। তাছাড়া অনেকের অভিযোগও ছিল, সেটা তাদের অধিকারে পড়ে। আমার কাছে মনে হয়েছে, কবিতা পাঠ পর্বটি ছিল এলোমেলো। অভিজ্ঞ লেখক কবিদের হাতে এই পর্বের দায়িত্ব দিলে সেটা আরো সমৃদ্ধ হতো। কিছু বাধার কারণে আমার "২৪-এর জুলাই ছাত্র-জনতার বিপ্লব" বইটি নিয়ে মোড়ক উন্মোচন করতে পারিনি, দু'কথা বলতে পারিনি। তবে আমি আনন্দিত যে বইটির মাত্র ২৩ কপি আমার হাতে ছিল এবং সবকটিই লেখক পাঠক সংগ্রহ করে নিয়েছেন। আরো কিছু পাঠক বইটির অপেক্ষায়-দেশ থেকে আনতে হবে। তবে, এই মেলায় আমরা দেখেছি—কে কী লিখলেন, তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে কে কার জন্য কী করলেন। আমরা অনুভব করেছি—ভাষা ও সাহিত্যের টানে মানুষ কীভাবে হৃদয় উজাড় করে দেয়।'

পাকিস্তানের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ

মালিহা লোধি

চার দিনব্যাপী পাকিস্তান-ভারত সামরিক সংঘাতে পাকিস্তান শুধু নিজেকে সফলভাবে রক্ষা করতেই সক্ষম হয়নি, বরং পেহেলগামে সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সামরিক সমাধান চাপিয়ে দেওয়ার ভারতের উদ্দেশ্যকেও ব্যর্থ করে দিয়েছে। পারমাণবিক যুদ্ধের সীমার নিচে প্রচলিত যুদ্ধের পরিসর বাড়ানোর ভারতীয় অপচেষ্টা সফল হয়নি। পাকিস্তান পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে প্রচলিত প্রতিরোধক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং ভারতের এই বেপরোয়া সামরিক অভিযানের খরচ অনেক বাড়িয়ে তুলেছে।

এই সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই দেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাস পুনর্জাগরণে সহায়তা করেছে। তবে এখন বিজয়ের উচ্ছ্বাস থেকে বেরিয়ে আসা এবং পরবর্তী চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। কারণ ভারতের নরেন্দ্র মোদির সরকারের বিবেচনাহীন সংঘর্ষমূলক অবস্থান এবং চলমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখা থেকে বোঝা যায়, নতুন সংকট আসবেই। দীর্ঘ সময় ধরে বিজয়ের আত্মতৃপ্তিতে ভোগার ঝুঁকি হলো, এতে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও ঢিলেমি তৈরি হতে পারে, যখন সামনে হয়তো আরও বড় কোনো চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। প্রকৃতপক্ষে এই মুহূর্তটি গভীর চিন্তা, সুপরিকল্পনা ও কঠোর পরিশ্রমের কথাই বলে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংকট শেষ হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর বাগ্‌যুদ্ধ আরও জোরদার করেছেন এবং পাকিস্তানবিরোধী উন্মাদনাকে উসকে দিচ্ছেন। একের পর এক ভাষণে তিনি দাবি করেছেন যে ভারতের সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি ‘নতুন স্বাভাবিকতা’ (নিউ নরমাল) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেকোনো সন্ত্রাসী হামলাকে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল ধরা হবে এবং এই ‘নতুন’ নীতির আওতায় সামরিকভাবে জবাব দেওয়া হবে। তিনি পাকিস্তানের প্রতি হুমকির কেন্দ্রে সিন্ধু পানিচুক্তিকেও নিয়ে গেছেন। মোদি বারবার বলেছেন, পাকিস্তান ‘ভারতের নদী’ থেকে এক ফোঁটাও পানি পাবে না এবং তিনি পাকিস্তানকে ‘গরমটা বোঝাবেন’ বলে শপথ করেছেন। চুক্তিটি খারাপভাবে সম্পাদিত হয়েছে বলে দাবি করে তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে পানি ব্যবহার করতে তিনি বদ্ধপরিকর।

এ ধরনের উসকানিমূলক বক্তব্যের একটি অংশ দেশের অভ্যন্তরীণ জনগণের উদ্দেশে দেওয়া হচ্ছে এবং এটি ভারতের সামরিক অভিযানের অপ্রত্যাশিত ও বিব্রতকর ফলাফলের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টারই অংশ। এমন আগ্রাসী বক্তব্যের একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও আছে, এটি মোদিকে তাঁর মুসলিমবিরোধী ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করতে সাহায্য করছে। তবে তাঁর এই হুমকিগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। বিশেষ করে মোদি ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ানোর এক উদগ্র বাসনা দেখিয়েছেন। সব দিক বিবেচনায়, ভারত পাকিস্তানের ওপর চাপ অব্যাহত রাখবে। যেমন, পূর্বসতর্কতামূলক যুদ্ধের হুমকি দেবে এবং পানিসম্পদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে।

অতএব, পাকিস্তানকে একটি বহুমাত্রিক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যার অর্থ হলো প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি, কূটনীতি এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া। সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে, প্রথম জরুরি হবে প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় যে ঘাটতিগুলো সাম্প্রতিক সংকটে প্রকাশ পেয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যতের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জে সম্ভাব্য দুর্বলতার দিকগুলো নির্ধারণ করা। এটি এই বোঝায় যে সরঞ্জামাদি উন্নত করা দরকার—বিশেষ করে বিমানবাহিনী, ক্ষেপণাস্ত্র ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ও বিমান প্রতিরক্ষা সক্ষমতার দিকে নজর দিতে হবে। কারণ সাম্প্রতিক যুদ্ধেই দেখা গেছে ভারত ব্যাপকভাবে মনুষ্যবিহীন বিমানের ব্যবহার করেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ইসলামাবাদ চীন থেকে জে-৩৫ এ, পঞ্চম প্রজন্মের স্টিলথ যুদ্ধবিমান সংগ্রহের বিষয়েও আগ্রহী।

> ভারতের তরফ থেকে সিন্ধু পানিচুক্তি বাতিল বা স্থগিতের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া সতর্কভাবে মূল্যায়ন ও নির্ধারণ করা উচিত। কারণ এটি নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের নিরাপত্তার ও অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

তবে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি অবশ্যই একটি স্পষ্ট প্রতিরক্ষা কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং তা এমনভাবে পরিকল্পনা করা উচিত, যাতে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সক্ষমতা ও অগ্রাধিকারে দক্ষতার সঙ্গে সম্পদ বরাদ্দ করা যায়।

একটি শক্তিশালী ও টেকসই প্রতিরক্ষাব্যবস্থার জন্য অর্থনীতি মজবুত করাটা একান্ত অপরিহার্য। বাস্তবিক অর্থে, ভারতকে ঘিরে তৈরি হওয়া চ্যালেঞ্জকে সরকার এমন একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, যাতে শুধু আইএমএফ-নির্ধারিত সাময়িক সমন্বয়মূলক পদক্ষেপেই সীমাবদ্ধ না থেকে, সাহসী ও ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার গ্রহণ করা যায়। কারণ জাতীয় নিরাপত্তা এমনটাই দাবি করে।

এই সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া উচিত কর-ভিত্তি (ট্যাক্স বেজ) প্রসারিত করা, ভর্তুকি কমানো এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বেসরকারীকরণ দ্রুততর করা। দেশীয় সম্পদ আহরণকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ বহির্বিশ্ব থেকে ধার নেওয়ার নীতি ইতিমধ্যে পাকিস্তানকে অসহনীয় ঋণের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

ভারতের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে দুর্বল করার যে কৌশল থাকতে পারে, তার সর্বোত্তম জবাব হতে পারে এমন অর্থনৈতিক সংস্কার, যা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং আত্মনির্ভরতার পথে নিয়ে যাবে। ভারতের চ্যালেঞ্জ তাই একটি সম্ভাবনার জানালা, যেটি আর সাবধানী, পুরোনো ধাঁচের অর্থনৈতিক কৌশলের কারণে নষ্ট করা যাবে না।

ভারতের তরফ থেকে সিন্ধু পানিচুক্তি বাতিল বা স্থগিতের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া সতর্কভাবে মূল্যায়ন ও নির্ধারণ করা উচিত। কারণ এটি নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের নিরাপত্তার ও অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। এ প্রসঙ্গে সমস্ত আইনি বিকল্প খতিয়ে দেখা জরুরি এবং একবার যেই পথ নির্ধারণ করা হবে, সেটির প্রতি যথাযথ কূটনৈতিক সমর্থন গড়ে তুলে দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের পক্ষে যেটি কাজ করতে পারে তা হলো, আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থনের চেয়ে বরং অসন্তোষই বেশি দেখা গেছে। এমনকি, যুক্তরাষ্ট্রও ব্যক্তিগত যোগাযোগে নয়াদিল্লিকে সিন্ধু পানিচুক্তি মেনে চলার এবং তা বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছে।

এটিও এমন একটি সময়, যখন কূটনীতি শুধু কথায় নয়, বাস্তব কর্মপন্থায়ও দেশের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হওয়া উচিত। পাকিস্তানকে টিকে থাকতে হলে এই যুদ্ধ কেবল সামরিক নয়, বরং কূটনৈতিক ময়দানেই লড়তে হবে। আমাদের কূটনৈতিক কৌশল হওয়া উচিত কেবল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং সুদূরপ্রসারী কৌশলের ওপর। শুধু কয়েকটি পশ্চিমা দেশের রাজধানীতে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে কূটনীতিকে কার্যকর করা সম্ভব নয়। পররাষ্ট্রনীতি হওয়া উচিত কৌশলগত লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার নয়।

আসলে, এটি উপযুক্ত সময় একটি বিস্তৃত পররাষ্ট্রনীতির পর্যালোচনা করার, যাতে করে একটি সুসংগঠিত কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা যায়। এই পর্যালোচনা আরও জরুরি হয়ে উঠেছে, কারণ জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ পররাষ্ট্রনীতির মূল্যায়ন হয়নি। যদিও এই সময়ের মধ্যে বিশ্বরাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এবং ভূরাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে।

একটি পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নীতিকে অভিযোজিত করতে, নতুন সুযোগ কাজে লাগাতে এবং ভারতের চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রাধিকারগুলো পুনর্নির্ধারণে সহায়ক হবে। এটি বিদ্যমান নীতিগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে, উন্নতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে এবং নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নীতি পুনর্গঠন করতেও সাহায্য করবে।

এই পর্যালোচনাটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি মূলত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ঘটনার প্রতি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে, যা কোনো সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত কৌশলের অংশ ছিল না। একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা বিদেশে পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনগুলোকে নীতিগত প্রস্তাব দেওয়ার সুযোগ এনে দেবে।

যেহেতু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পররাষ্ট্রনীতিতে সামরিক বাহিনী প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তাই এই পর্যালোচনা বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ইস্যুতে অর্থবহ সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করবে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করবে এবং সমন্বয় ও তথ্য আদান-প্রদানের মান বাড়াবে।

ভারতের স্থায়ী ও বহুমাত্রিক হুমকির মুখে পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যা করতে হবে, তার সম্পূর্ণ তালিকা এটি নয়; তবে সবচেয়ে জরুরি পদক্ষেপগুলো যা নিতে হবে, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ওপরও জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

SECI Sonali Exchange Co. Inc. Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
SATKANIA SAMITY USA INC.
৫ম বার্ষিক বনভোজন-২০২৫
২০শে জুলাই ২০২৫ রবিবার
5th Annual Picnic-2025
20 July 2025, Sunday
SUNKEN MEADOW STATE PARK
স্থান: সানকেন মেডো স্টেট পার্ক
EAST ORCHARD PAVILION
Place: Sunken Meadow State Park
1 Sunken Meadow State Pkwy, Kings Park, NY 11754
আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র
খেলাধুলা
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
যাতায়াত: নিজস্ব পরিবহন
পার্ক / প্যাভেলিয়নে পৌছানোর সময়: সকাল ১০টা
প্রিয় সাতকানিয়াবাসী,
অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ৫ম বারের মতো আমাদের সকলের প্রিয় সংগঠন সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক এর আয়োজনে ২০শে জুলাই রবিবার ২০২৫ইং বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
উক্ত বার্ষিক বনভোজনে আমেরিকায় অবস্থানরত সকল সাতকানিয়াবাসীকে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে।
আমন্ত্রনে
আহবায়ক আহমদ নবী চৌধুরী 929-637-9046
প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ মুসা 929-272-8925
সদস্য সচিব মোহাম্মদ সফিউল্লাহ 646-733-8464
যুগ্ম আহবায়ক ডাঃ নুর মোহাম্মদ 212-365-4557
সাহাব উদ্দীন চৌধুরী 646-491-1570
যুগ্ম সমন্বয়কারী মোঃ সামসুজ্জোহা (সোহেল) 718-219-9363
মোঃ লোকমান সিকদার 917-708-4291
যুগ্ম সদস্য সচিব মোঃ রবি 917-496-9566
ইরফান নিশাত 347-774-6700
সংগীত পরিবেশন করবেন
জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শম্পা
উপদেষ্টা করিম রেজা 917-400-4789
উপদেষ্টা আলহাজ্ব মোঃ এ জাফর 929-400-4626
উপদেষ্টা শাহিদা সিকদার হাই 646-327-2005
উপদেষ্টা খোরশেদ আলম 917-873-3601
উপদেষ্টা নাসের চৌধুরী 917-261-3946
যোগাযোগ
জ্যামাইকা
কনিকা ধর মুনমুন Ph: 718-737-2605
মোঃ নুর হোসাইন Ph: 631-535-3954
ম্যানহাটন
মোঃ জুবায়ের Ph: 347-774-6664
এস্টোরিয়া
মোঃ আবদুল আউয়াল 347-832-6582
জ্যাকসন হাইটস
বাহারুল ইসলাম (এজাজ) Ph: 646-821-3882
লং আইল্যান্ড
রফিকুল ইসলাম Ph: 929-537-7494
ব্রংকস
বিধান চন্দ্র দে Ph: 917-686-9339
মোঃ ইউনুস Ph: 929-613-5365
নিউজার্সী
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম Ph: 201-234-2244
ব্রুকলিন
সঞ্জয় দাশ Ph:917-775-4434
বোরহান উদ্দিন Ph: 347-941-9214
চন্দন দাশ Ph: 917-775-4434
ওজন পার্ক
মোঃ নুরুজ্জামান Ph: 929-310-1305
মিসকাতুর রহমান Ph: 929-413-7374
সানাহ্‌ উদ্দিন Ph: 339-204-3390
নুরুল আফসার চৌধুরী Ph: 929-712-6749
আটলান্টিক সিটি
মোঃ এ রহিম Ph: 609-233-2846
বাফেলো
হাসান মুরাদ Ph: 646-675-8015
সাজ্জাদ হোসেন সাব্বির Ph: 347-605-5347
পেনসেলভেনিয়া
আবদুস সালাম Ph: 201-993-1347
প্রফেসর কালা মিঞা Ph: 717-668-1684
জসিম উদ্দিন Ph: 267-774-3208
কানেকটিকাট
জিনাত আলম সুমি Ph: 917-400-3170
আরিফ জোবায়ের Ph: 203-760-0253
শওকত হোসেন চৌধুরী Ph: 203-760-0420
রফিকুল আনোয়ার Ph: 203-344-8329
আবুল কাসেম সভাপতি 646-413-2229
আমিন উল্লাহ সাধারণ সম্পাদক 347-394-9052
প্রচারে: মোঃ লোকমান সিকদার, ৯১৭-৭০৮-৪২৯১, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত

আকুতি

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

ফিরিয়ে নাও তোমাদের স্বাধীনতা!
এখন, স্বাধীনতায় শাখায় শিমুল-পলাশ গেছে ঝরে,
কোকিল নিয়েছে নির্বাসন কৃষকলীর দেশে,
পতাকায় নিয়েছে ঠাঁই ধর্ষকের কামুকতা,
শহীদ মিনারে ভাঙ্গনের উল্লাস
আর, দেশের ভিতরে দেশ!

ফিরিয়ে নাও তোমাদের স্বাধীনতা!

স্বাধীনতার অন্তরালে পরাধীনতার আস্তাবল;
ধর্ষিতার ছবি ভাসে খবরের পাতায়,
এক মুঠ অন্নের আশায় একাত্তর!
শিক্ষকের দিন কাটে ছাত্র আতঙ্কে,
রাজনীতির খোলা মঞ্চে সংস্কারের রক্ত,
ধর্ম উপাসনালয়ে চলে সুদের কারবার!

ফিরিয়ে নাও তোমাদের স্বাধীনতা!
ফিরিয়ে দাও একটি কণ্ঠ,
"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।"

মানুষ বাদে আর যা কিছু

নাহিদ সরদার

অস্তি, মজ্জা, রক্তের সু-মিশ্রণে
বিন্দুটা এখন বড় হচ্ছে;
মা- নামক গাছটি থেকে
দুধজল শুষে যে অবয়ব পেয়েছে,
তাকে একটা মানুষ বলা যায়।
মনের এই গাঠনিক প্রারম্ভে
পাখির পাখনা পেলে,
বিন্দুটা-
দাঁত ও নখবিহীন
কিছু একটা হতে চাইত-

মানুষ বাদে আর যা কিছু।

হাওয়া

পলাশ দাস

এই এখনই বাজার থেকে ফিরলাম
তারপরই বৃষ্টি নামল
চারপাশ দেখছি ছুটছে নিভছে
যে যার মতো
কেউ কারো মুখ দেখে না

রাস্তাটা যতদূর দেখা যায়
আমাদের শহরে এখন পুরোনো বাড়ি ভাঙা
হচ্ছে
আর কেটে ফেলছে পুরোনো গাছ
রাস্তাটা তেমনই আছে
শুধু দৃশ্যত বহরে বেড়েছে আর
হু হু করে ভেসে যাচ্ছে নতুন হাওয়া।

মুহূর্তের গায়ে কান পেতে শোনা

আহসানুল করিম

নিদ্রা আমার
এমন পুকুর
স্বপ্নে মাছেরা
এসে ঘাই মারে
গোল হয়ে ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে
আর বিছানার পাড় থেকে খসে পড়ে
পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাস,
চশমা আর ল্যাম্প
শব্দে জেগে ওঠে সচকিত
পোষা বেড়াল আমার
আবদার করে মাছ না খেয়ে
ঘুমোবে না আর

খোদার স্বপ্নে নিজেকেও আমার
মাছ মনে হয়, ভাবি কোথায় সেই
মহাবেড়াল এসে খেয়ে যাক
কেননা আঁধারে নিজেকে হাতড়ালে
হাতে শুধু আঁইশ উইঠা আসে।

চার্বাক

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

এইসব অপরুপ দহনের পর
থাকতে পারে না,বৈদেহির অনুষঙ্গ....
কখনো রুমালি রুটির গন্ধে সেজে উঠিনি অভিজাত
সানকি জীবন জুড়ে বেজে গেছি_ঠনঠন...
নিঃসঙ্গ কাকতাড়ুয়া

চারপাশের প্রতিবেশিরা আপেল-আঁকা গন্ধে
গেয়ে উঠে - প্রাক্তন কোরাস
ঠিক তখনই অনর্থক পাড়া তোলপাড় করে
কারা বাজিয়ে চলেছে,অযাচিত মাদল।

কিংবদন্তি বাদুর

দ্বীপ সরকার

এই যে ডালে ঝুলছে কিংবদন্তি বাদুর
এক অনিশ্চিত দোলনায় দুলছে প্রাচীন হাওয়া ধরে-
সোজা উবু হয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে
আমি সেই বাদুরকে চিনি না
অথচ তোমরা বললে 'আমার খুব নিকটজন সে'
তোমাদের অভিযোগ-আমি বুঝিনি

আমার পিতামহ এক সময় বাদুর ছিলেন
সরকারি বৃক্ষের পাখি স্বভাবে ছিলেন তিনি
তিনি তো চাকুরি করতেন কর বিভাগে
কর বিভাগের বাদুর কোন রঙের হয়,জানি না

তিনি তো আর নেই-বহুকাল নেই
অথচ তোমরা বলো-আমি কি না বাদুর!

বিভক্ত দুপুর

বশির আহমেদ

আমার মাঝে একটি নির্ণীত সাগর আছে।
মন খারাপের দিনে জোয়ার বয়, মাঘী দুপুরের মতো
হেঁটে যায় মনান্তর ফুল!
আষাঢ়ী বৃষ্টিতে গাছের চুল ভিজে,
জ্যৈষ্ঠের রোদ যেন দুর্ধর্ষ ডাকাত! ধোঁয়াশায় আছি,
নচিকেতা সুরে বিভক্ত দুপুর!
বুনোবন ভরে গেছে অতিথি ফুলে,
এই বুঝি নিষিদ্ধ হলো ইউক্যালিপটাস,
আহা কত দুঃখ পোষে বার্লিনে নিভে গেল এক নিষিদ্ধ জীবন!

তুমি

সৈয়দ মইন

তুমি হঠাৎ এসে দাঁড়িয়ে যাও
আমার প্রতিদিনের মাঝখানে
আকাশের মতো বিশাল নও তুমি
তবুও চোখে আটকে যাওয়া।

স্বপনের সেই দীর্ঘ করিডোরে
তোমার পায়ের শব্দ শুনে,
হৃদয়টা কেমন থেমে থেমে যায়
তবুও তা পরম পাওয়া।

সাগর কিনারা ধরে দু'জন হেঁটে চলি,
বাতাসে তোমার চুল আমার ঢাকে মুখ
শুনশান নীরবতাও তখন কথা বলে
না বলা কত কথা বলতে চাওয়া।

অধরা

মধুমিতা দত্ত

সোমনাথ রায় শ্রীরামপুর অঞ্চলের এক পুরনো স্কুলের নবনিযুক্ত শিক্ষক।ছোট শহরের ছিমছাম পরিবেশ-তার খুব পছন্দের জায়গা। চাকরির খবর পাওয়ার পর, মা বলেছিলেন, "নতুন জায়গা, একটা ভালো ঘর দেখে নিও। তাহলে আমরা গিয়েও থাকতে পারবো।"

মায়ের কথামতো সে স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলে একটি পুরনো বাড়ি কিনে নিলো। এককালের জমিদার বাড়ির ধাঁচে তৈরি, কিন্তু এখন কিছুটা জরাজীর্ণ। সামনের বাগানে শিউলি, জবাফুল, আর একটা আমগাছ; ঘরের ভেতরে দুটো বড়ো ঘর, রান্নাঘর, একটা স্নানঘর আর পেছনের দিকে ছায়াঘেরা বারান্দা। আগের মালিক অনিক সেন কলকাতা চলে যাবেন বলে, কিছু পুরনো আসবাবপত্র সহ বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো জিনিস—একটা বিশাল কাঠের আলমারি। সব মিলিয়ে বাড়িটা নিছক ইট-কাঠের গড়া কোনো স্থাপনা নয়, বরং এক জীবন্ত সত্তা—যার প্রতিটি দেয়াল, করিডোর আর জানালার ফাঁকে জড়িয়ে আছে শতাব্দী পেরোনো কিছু না বলা গল্প আর অনুচ্চারিত রহস্য।

স্কুলে যোগ দেওয়ার আগের দিন সোমনাথ এসে পৌঁছালো। স্নান,খাওয়াদাওয়া সেরে নতুন কেনা পুরনো বাড়িটি একটু গোছাতে শুরু করল। বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও পুরনো বাড়ির ধুলো মাখা কোণগুলো যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।

সোমনাথ বড়সড় কাঠের আলমারিটা যখন টান দিয়ে সরালো, তখন যেন এক বন্ধ দরজার পেছনে লুকিয়ে থাকা সময় নিজেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেই মুহূর্তেই বাইরে শুরু হলো এক অদ্ভুত হাওয়ার খেলা—যেন জমে থাকা কান্না, নিঃশব্দ অথচ ভারী।ঘরের আলোটা এক মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে এল, সময় যেন থেমে গিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল।বাতাসটা যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—বহুদিন আগের অতৃপ্ত প্রেম, অথবা একটা অসমাপ্ত অপেক্ষা নিয়ে।

সোমনাথ অবাক হয়ে কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষন পর আবার কাজে মন দিলো|। তাকিয়ে দেখলো দেয়ালের সঙ্গে লুকিয়ে আছে একটা পুরনো ডাকবাক্স। ধুলো-ময়লা জমে যাওয়া বাক্সটার মরচে ধরা তালা কোনোভাবে খুলতেই একটা হলদেটে খাম মাটিতে পড়ে গেল। কৌতূহলী হয়ে সেটি তুলে নিতেই টের পেল-চিঠিটা বেশ পুরনো, পাতাগুলো ভাঁজে ভাঁজে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সাবধানে খামটা খুলে ভেতরের কাগজ বের করতেই ধুলো উড়ে এলো, কিন্তু সোমনাথের চোখ তখন আটকে গেছে অচেনা হাতের লেখায়- খামের ওপরে লেখা – ঐশী......!

তার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এই নাম কার? আর কেনই বা এই চিঠি এমনভাবে এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল? সোমনাথ কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। খাম খুলতেই বেরিয়ে এল একটা বিবর্ণ, কাঁপা হাতে লেখা চিঠি। পাতার কোণ ছিঁড়ে গেছে, অস্পষ্ট কিছু কথা, তবে লেখা কিছুটা পড়া যায়—

"ঐশী! তোমার অপেক্ষায় আমি প্রতিটি দিন, প্রতিটি প্রহর গুনে যাচ্ছি। জানি

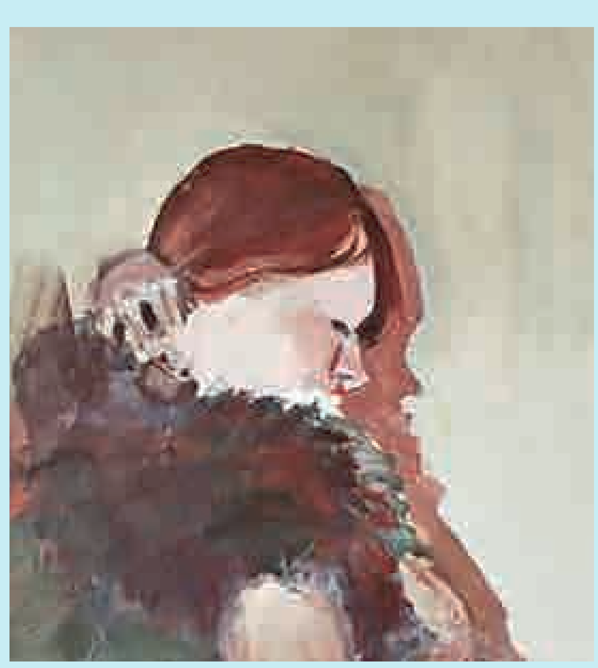

না,এই চিঠি আদৌ তোমার হাতে পৌঁছাবে কি না।তবু লিখছি, কারণ কিছু অনুভূতি শব্দের আশ্রয় চায়—না বলা কথাগুলো বুকের ভেতর পাথর হয়ে চেপে বসেছে। বিশ্বাস করো, যদি কখনো এই বাড়ির দেয়াল তোমার মনের কথা শুনতে পারে,তবে আমার ভালোবাসাও ঠিক তোমার কাছে পৌঁছে যাবে... সময়ের স্রোত পেরিয়ে, দূরত্বের সব বাধা ভেঙে..."

সোমনাথ চিঠিটা পড়তে পড়তে থমকে গেল। কে এই লেখক, কে ঐশী? কী হয়েছিল তাদের মধ্যে? যাকে এই চিঠি লেখা হয়েছিল,সে কি কখনো চিঠিটা পেয়েছিল কিংবা ফিরে এসেছিল? তার মনে ভেসে উঠল এক মলিন, একাকী পুরুষের মুখ—যার অপেক্ষা হয়তো কোনোদিনই শেষ হয়নি।

সোমনাথ আবার পড়তে শুরু করলো......

"ঐশী, যে সন্ধ্যেটায় তুমি চলে গেলে, সেদিন আমি তোমাকে থামাতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। হয়তো আমার অহংকার, হয়তো ভয় অথবা দুটোই। কিন্তু সত্যিটা হলো, আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, আজও ভালোবাসি। যদি কোনোদিন ফিরে আসো, সেই আশায় এই চিঠি। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব..."

বাইরে তখন সন্ধ্যার আলো ধীরে ধীরে ম্রিয়মান হয়ে আসছে, আর সোমনাথের মনে অজানা এক রহস্য ক্রমশ দানা বাঁধছে; বাতাসে ভেসে এল অচেনা সুর, যেন শতাব্দীর প্রাচীন প্রতিধ্বনি, দেয়ালের প্রতিটি ইট, ধুলো জমা প্রতিটি কোণ কোনো অজানা কাহিনি বলার অপেক্ষায়! সব কিছু যেন এক'ই ভাষায় কথা বলছে—যে ভাষার মধ্যে শূন্যতা আর পূর্ণতা, আনন্দ আর বেদনার অবিচ্ছেদ্য মিশেল।

ঠিক তখনই দরজার দিকে চোখ যেতেই সে দেখে, এক বৃদ্ধা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বাড়িটির দিকে। তাঁর চোখের গভীরে লুকিয়ে আছে এক অজানা অতীতের ছায়া, যেন কোনো কিছু খুঁজে ফিরছেন বহু বছর ধরে।

সোমনাথ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে চিঠিটা তুলে ধরে প্রশ্ন করলো ,"আপনার নাম কি ঐশী?"

বৃদ্ধার চোখে জল চিকচিক করে উঠল। হাতে ধরা চিঠিটার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি কাঁপা গলায় ফিসফিস করে বললেন—"অনিরুদ্ধ।" এত বছর পরও তুমি আমার অপেক্ষায়? আমি ফিরে এসেছিলাম কিন্তু তখন আর কেউ ছিল না।"

সন্ধ্যার ম্রিয়মান আলোয় বাড়ির ছায়া দীর্ঘ হয়ে এলো।বাতাসে এক নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস মিশে গেল এক হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার, এক অপূর্ণ অপেক্ষার প্রতিধ্বনি।

সোমনাথ দাঁড়িয়ে থাকল নিশ্চল হয়ে, হাতে ধরা চিঠিটা কাঁপছে যেন তার বুকের মাঝখানে। পুরনো দেয়ালের ফাঁক গলে, ধুলোমাখা বাতাসে ভেসে এল এক হারিয়ে যাওয়া অপেক্ষার দীর্ঘশ্বাস, যা এখনো এই বাড়ির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে - ঐশী..ঐশী...!

SVF Alpha-i & CHORKI
BREAKING ALL RECORDS!
OVER 1 CR+ VIEWS
MEGASTAR
SHAKIB KHAN
TAANDOB
THE FILM BY RAIHAN RAFI
FORECAST
WITHIN 24 HOURS!
IN ASSOCIATION WITH দীপ্ত
Smoking Kills

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD,
BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

FREE
Accident Consulation

PERSONAL INJURY
TOP 10
2022
LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!

718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 5 June 2025, 9th Year, Issue 429

বৃহস্পতিবার, ৫ জুন ২০২৫, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪২৯

নিউইয়র্কে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের মিলনমেলা। ঈদেও এমন নজরকাড়া আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে

নিউইয়র্কে নির্বাচনের পরিবর্তিত স্রোতে এশীয় ভোটারদের দিকে নজর

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির পরবর্তী মেয়র নির্বাচনের দৌড়ে ডেমোক্রেটিক প্রার্থীদের সামনে যেমন সুযোগ, তেমনি বড় চ্যালেঞ্জও দেখা দিয়েছে—তাঁদের নিজেদের দলের অনেক এশীয় ভোটারই ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেননি। বিশেষ করে কুইন্স ও ব্রুকলিনের দক্ষিণ এশীয় অধ্যুষিত কিছু এলাকায় এই অনীহার প্রভাব স্পষ্ট।

অনেক এলাকায় ট্রাম্পের জয় এশীয় ভোটারদের রিপাবলিকান হয়ে যাওয়ার কারণে নয়, বরং এ কারণে যে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

স্মরণ

দেখা হওয়াটা জরুরি নয়, এনাম

ইব্রাহীম চৌধুরী

এনামুল মুনীর

ফিলাডেলফিয়ার আকাশে হঠাৎ মেঘের গর্জন। বইমেলা ঘিরে কোলাহল জমে উঠেছে, শনিবার দুপুর পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। এমন সময় মঞ্চে উঠার ডাক এলো। কণ্ঠস্বর প্রস্তুত করছি, ঠিক তখনই সাংবাদিক হেলাল উদ্দিন রানার ফোন। ফোন ধরতেই স্থির হয়ে গেল চারপাশ। তিনি জানালেন—এনামুল মুনীর আর নেই। ঘড়ি দেখতে হলো না, জানলাম ১২টা বেশ আগেই বেজে গেছে !

হাজার মাইল দূরে দাঁড়িয়ে এমন সংবাদ নিয়ে কথা বলা যায় না। মঞ্চে উঠে কেবল জানাতে পেরেছিলাম, আমার দীর্ঘ সময়ের সাথি, সংস্কৃতির মাটিতে পা রেখে পথ চলা এনামুল মুনির আর নেই। বাকিটা আর বলা সম্ভব হয়নি। গলার স্বর কেঁপে ওঠে, কথারা দলা পাকায়। মিলনায়তনে মুহূর্তের নিস্তব্ধতা নেমে আসে। জনকোলাহলের মাঝে শোকের ছায়া যেন ছড়িয়ে পড়ে, বাষ্পরুদ্ধ শ্রোতারা নীরবে অশ্রুপাত করেন এক সংস্কৃতি যোদ্ধার জন্য।

আমার ও এনামুল মুনীরের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল সিলেটের দরগা গেইট এলাকায়। তখন আমি রাজনীতির মাঠে পুরোদস্তুর কর্মী। একপর্যায়ে নাট্য সংগঠন 'নাট্যায়ন'-এ যুক্ত হই। এনামকে পাই এক প্রাণ খোলা তরুণ হিসেবে। রুহুল আজাদ চৌধুরী, নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না, আব্দুর রাজ্জাক—তাঁদের সঙ্গে এনামের ছিল প্রাণখোলা সম্পর্ক। এমন সান্নিধ্যে সহজেই এনামের সাথে সখ্য গড়ে উঠলো। তর্ক, বিতর্ক, আলোচনায় আমি প্রায়ই তাকে আমার পক্ষে দাঁড়াতে দেখতাম। এনামকে কেবল একজন নাট্যকর্মী হিসেবেই দেখিনি, সময়ের ক্ষুব্ধ প্রজন্মের এক প্রজ্ঞাবান কণ্ঠস্বর হিসেবে পাশে পেয়েছিলাম। মঞ্চে, আড্ডায়, বেতারে, প্রান্তিক চত্বরে, রাজপথে , সঙ্গোপন পরামর্শের অগুনতি বৈঠকের স্মৃতি !

স্বাধীনতা-পরবর্তী বৈরী রাজনৈতিক জলবায়ুতে আমরা বেড়ে উঠেছি। সময়টা ছিল সংগ্রামের,

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

ঈদ ঘিরে কমিউনিটিতে নানা আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক

চির উৎসবের দেশ বাংলাদেশ। নানা ধর্মের নানা মানুষ বছরজুড়ে হরেক রকমের আয়োজনে মেতে উঠেন। বাঙালির সেই ধারা বদলায়নি প্রবাস-পরবাসেও। কেবল সময় এবং স্থান পাল্টেছে। বাকি আনন্দ-আয়োজন, উৎসবে মেতে ওঠার দৃশ্য একই। বলছিলাম নিউইয়র্কে বসবাসরত বাঙালিদের কথা। পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে কমিউনিটিতে চলছে সরব প্রস্তুতি। দেশিয় উৎসব, সাংস্কৃতিক মিলনমেলা, ভোজন এবং ভাববিনিময়—সবই থাকছে এবারের পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপনের আয়োজনে।

জ্যাকসন হাইটস, ব্রঙ্কস, জ্যামাইকা কিংবা ব্রুকলিন; সব স্থানের প্রবাসী বাঙালিরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে ঈদ উদযাপনের। দেশটিতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনই মূলত এসব আয়োজন করে আসছে। যাদের হাত ধরে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

মসজিদ ও কবরের নামে চলছে রমরমা ব্যবসা

নিউইয়র্ক

ধর্মীয় পরিচয় ব্যবহার করে কিছু প্রবাসী বাংলাদেশী নিজেদের স্বার্থে জড়িয়ে পড়েছেন নানা অনৈতিক ব্যবসায়।

নুরুল খান

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ধর্মের নামে বেড়ে চলেছে এক ধরনের নৈতিক বিচ্যুতি ও অর্থনৈতিক ফাঁদ। আপাদমস্তক তথাকথিত সুন্নতের পোশাকে নিজেকে আচ্ছাদিত করা কিছু ব্যক্তি, যাদের শরীরে আতরের ঘ্রাণ লেগে থাকে, তারা ধর্মীয় আড়ালে নিজেদের স্বার্থে জড়িয়ে পড়েছেন নানা অনৈতিক ব্যবসায়। এদের কেউ কেউ নিজেদের পরিচয় দেন আলেম হিসেবে, আবার অনেকের রয়েছে একদল অন্ধ অনুসারী, যারা ধর্মীয় কাজের অংশ মনে করে তাদের এই কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে এক ব্যবসায়ী- যিনি বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সরাসরি জড়িত- টেলিভিশনে সরাসরি অভিযোগ করেছেন এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে। তার বক্তব্য অনুযায়ী, অনেক এলাকায় মসজিদ থাকা সত্ত্বেও নতুন মসজিদের নাম করে চাঁদা সংগ্রহের প্রবণতা বেড়েছে। কেউ কেউ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কমিউনিটির ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায় করছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

মামলার বোঝা মাথায় নিয়ে মেয়রের রেসে অ্যান্ড্রু কুমো

উত্তর আমেরিকা অফিস

অ্যান্ড্রু কুমো

যৌন হয়রানি ও ফেডারেল মামলা মামলা মাথায় নিয়ে মেয়র হওয়ার দৌঁড়ে ছুটছেন নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো। ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি, চালাচ্ছেন জোর প্রচারণা। তবে তার এই লড়াইয়ে বড় বাধা হয়ে দাড়িয়েছে মামলা। যেগুলো অর্থনৈতিক ও নৈতিকভাবে পিছিয়ে ফেলছে কোকে।

জানা গেছে, ২০২১ সালে একের পর এক যৌন হয়রানির অভিযোগের মুখে গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন কুয়োমো। সেই অভিযোগগুলোর আইনি প্রক্রিয়া এখনো চলমান। এগুলোর খরচ এরইমধ্যে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

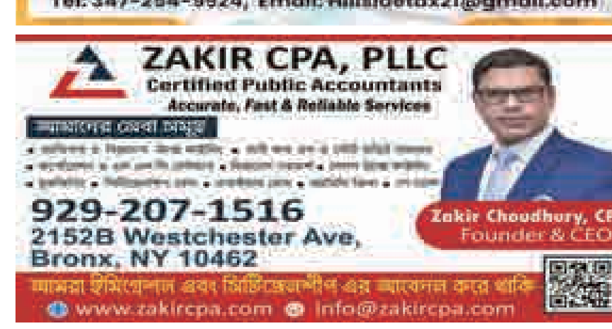

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com